চমৎকার স্বপ্নদর্শন।

বারাণসী ধামে

শ্রীতারাকৃষ্ণ হালদার প্রণীত।

১৭৮৬ শকের আশ্বিন মাসের দ্বাবিংশতি দিবসে

যে কয়েক স্বপ্ন দৃষ্ট হয়

তদ্বৃত্তান্ত।

১ম সংস্করণ।

কলিকাতা।

এন, এস, শীলের যন্ত্রে মুদ্রিত।

নং ৯৩ আহীরীটোলা।

১২৭৪, ১৫ আশ্বিন।
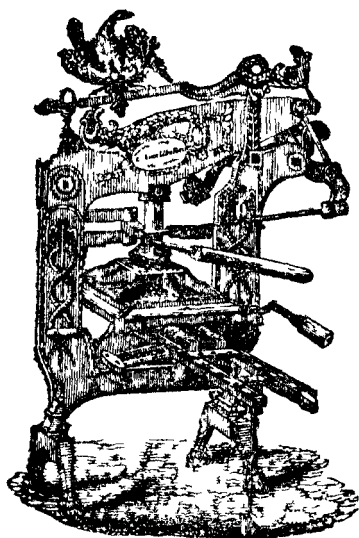
এন, এল, শীলের প্রেস।

শ্রীনৃত্যলাল শীল দ্বারা মুদ্রিত।

মঙ্গলাচরণ।

কোন গ্রন্থ রচনারম্ভে তন্মঙ্গলবিধান নিমিত্ত গণেশ সরস্বত্যাদি দেবতাদিগের বন্দনাবশ্যক। যদিও আমি আপনার গুণ প্রকাশার্থে এই পুস্তক লিপিবদ্ধ করিতেছি না, আমার এমত কিছুমাত্র পাণ্ডিত্যও নাই যে কোন পুস্তক রচনা করিতে পারি, কেবল এক স্বপ্ন বৃত্তান্ত অবিকল লিখিতেছি মাত্র, তাহাও সজ্জনগণ সাদরে পাঠ করিবেন এরূপ প্রত্যাশা করিতে পারি না, তথাপি শিষ্টাচার প্রতিপালনার্থে যাঁহাকে শূন্যবাদীরা শূন্য, ব্রহ্মজ্ঞানীরা জ্ঞান বা আত্মা, কি ব্রহ্ম, সাংখ্যদর্শীরা পুরুষ, যোগবাদীরা ঈশ্বর, শৈবগণ শিব, কালবাদীরা কাল, বৈষ্ণবগণ বিষ্ণু, সৌরগণ সূর্য্য, গানপত্যেরা গণেশ, শাক্তগণ শক্তি, অন্যান্য

নানা মতাবলম্বীরা যে কোন শব্দের দ্বারা স-র্ব্বেশ্বর, জগৎপাতা, সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বশক্তি-মান্, বিশ্বব্যাপক বা পরমেষ্ঠ, নাস্তিকেরা সূক্ষ্ম বুদ্ধ্যভাবে কিছুই নাই বলেন; যিনি এক হই-য়াও অনেক, নিরঞ্জন হইয়াও সাঞ্জনভাবে স-র্ব্বত্রে বিরাজমান আছেন যদ্ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তুই নাই, তাঁহাকেই কায়িক, বাচনিক, মানসিক প্রণাম করিতেছি। প্রার্থনা এই যে সুধীগণ লিপিদোষ পরিহারপূর্ব্বক পাঠ করিবেন ইতি।

উপক্রমণিকা।

আমি প্রায় বিংশতি বর্ষ বাঙ্গালা দেশস্থ গবর্ণমেণ্টের অধীন নানা স্থানে মুনসেফী, একটীং ডেপটী কালেক্টরী, এবং আডিশনেল সদর আমিনী কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া শারীরিক অপটুতা জন্য পেনস্থন গ্রহণানন্তর ১২৭০ সালের চৈত্রমাসে বিশেষ কর্ম্মানুরোধে বারাণসীধামে আগমন পূর্ব্বক ভাবিলাম যদি আমার এই পাঞ্চভৌতিক দেহ অত্র অবিমুক্ত ক্ষেত্রে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়

তবে * অধ্যাত্মিক, † আধিভৌতিক, ‡ আধি-দৈবিক এই তাপত্রয় হইতে একইবারে মুক্ত হইতে পারি, পাপোদর পোষণার্থে কৌপীন অবধি দিব্য বস্ত্র পরিধান, চৌর্য্য বৃত্ত্যবধি রাজছত্র পর্য্যন্ত অবলম্বন করত নানা কাচ কাচিবার ও সং সাজিবার আর প্রয়োজন মাত্র হয় না; কারণ অস্মদাদির নানা শাস্ত্রে ক-থিত আছে যে এই পুণ্যধামে যে কোন প্রাণীর প্রাণ বিয়োগ হইবে সে তৎক্ষণাৎ কৈবল্য প্রাপ্ত হইবে, পুনায় তাহাকে স্বর্গা-

---

* আধ্যাত্মিক তাপ দুই প্রকার; শারীরিক ও মানসিক। বাত, পিত্ত, কফরূপ ধাতুত্রয়ের বৈষম্য নিমিত্ত জ্বরাদি রোগ জন্য যে দুঃখ তাহাকে শারীরিক; আর কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, ঈর্ষা, বিষাদ ও প্রিয়বস্তু অদর্শনাদি জন্য যে দুঃখ তাহাকে মানসিক দুঃখ বলে।

† মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সর্প, বৃশ্চিক ও স্থাবরাদির দ্বারা যে দুঃখ হয় তাহাকে আধিভৌতিক বলে।

‡ যক্ষ, রাক্ষস, বিনায়ক গ্রহাদির আবেশনিবন্ধ দুঃ-খকে আধিদৈবিক বলে।

দির কোন সুখ বা নরকাদির কোন যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। ১২৭১ সালের ১০ ভাদ্রে রাত্রি আনুমানিক ১০ ঘটিকার সময়ে অত্র ধামে অত্যল্পাক্ষণ যে ভূমিকম্প হয় তদ্দৃষ্টে মদীয় অন্তঃকরণে এই ভাবনা উদয় হইল যে ত্রিপুরারির ত্রিশূলোপরি সংস্থাপিতা এই অবিনাশী পুরীতে ভূকম্পাদি হইবে না এইমত প্রবাদ আছে, বুঝি আমার অসীম পাপপূর্ণ দেহ স্পর্শেই এই পুরী * কম্পমানা হইলেন। অবার ভাবিলাম আমিত এখানকার ত্রিপথগানীরে অবগাহন এবং দেবদেব মহাদেবের বিশ্বেশ্বরাখ্য লিঙ্গ দর্শন করিয়াছি, তথাপি কি আমার শরীরস্থ পাপরাশি দূরীভূত হয় নাই যে তজ্জন্য আমার দেহ স্পর্শে কাশী শিহরিয়া উঠি-

---

* ইহার পর ১২৭৩ বঙ্গাব্দায় ৯ জ্যৈষ্ঠ দিবা দুই প্রহর ৩ ঘটিকার এবং রাত্রি ১০ ঘটিকার সময়ে এস্থানে বারদ্বয় ভূকম্প হইয়া প্রতিবারেই প্রায় ৩।৷০ মিনিট কাল ছিল।

লেন? যাহা হউক, যদি চরমে আমাকেই পরমপদপ্রদানে এই পুরী বিমুখা হন, তবে কি আমারই সম্বন্ধে শাস্ত্রবাক্য সকল বিফল হইবে? এই প্রকার সংশয় মদীয় অন্তঃকরণে সর্ব্বদাই জাগরূক ছিল, কোন সময়েই সুষুপ্তি সুখলাভ করিতে পারি নাই। উক্ত বর্ষের ২২ আশ্বিন রাত্রে স্বল্প নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলাম যেন আমি স্ববর্ণাশ্রম বিহিত নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রায়শ্চিত্ত, উপাসনাদি কর্ম্ম যথা বিধি সমাধা করণানন্তর কোন ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর সেবা করত তদুপদেশানুসারে এমন এক মহাপুরুষের সমীপস্থ হইয়াছি যাঁহার আদি, মধ্য, অন্ত, উৎপত্তি, বিনাশ, হ্রাস, বৃদ্ধি, অপচয়, স্থিতিপরিণামাদি নাই, কেবল তাঁহার যৎসামান্য এক দেশ ব্যাপিয়া ভূলোক, ভুবলোক, স্বর্গলোক, মহলোক, জন লোক, তপলোক, সত্যলোক এবং অতল, বিতল, সুতল, রসাতল, তলাতল, মহা-

তল, পাতাললোক এবং ব্রহ্মাণ্ড সমস্ত জ-
গৎ, ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণী ও
ঐ সকলের ভোগ উপযুক্ত অন্ন পানাদি,
চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি যাবতীয় বস্তু সহিত ফেন
বুদ্‌বুদের ন্যায় এক ক্ষণে উৎপন্ন অন্য ক্ষণে
স্থিত পরক্ষণে ঐ পুরুষেই লয় প্রাপ্ত হইতেছে।
ঐ মহাপুরুষের কোন ইন্দ্রিয় নাই, অথচ
সর্ব্বত্র সমস্ত ইন্দ্রিয় কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে।
তৎস্বরূপ কোন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে সুতরাং
তদ্বর্ণনে অক্ষম, দ্বিতীয় এমত কোন বস্তুই
নাই যে তদ্দৃষ্টান্তের স্থল হইতে পারে।
কীটাদির মুখ নিঃসৃত ধ্বনি অবধি প্রণব প-
র্য্যন্ত সর্ব্ব দেশীয় সর্ব্ব প্রকার শব্দের দ্বারা
তাঁহার অস্তিত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে মাত্র,
নতুবা কোন প্রকার শব্দের দ্বারা তৎস্বরূপ
নির্ব্বাচিবার উপায় নাই। তাঁহার বৃহত্বের
ও মহত্বের পরিমাণও হওনের নহে। কেবল
আমার এইরূপ জ্ঞান জন্মিল যে তিনিই স-

মস্ত জগতের উপাদান কারণ রূপে ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্ত সমস্ত শরীরে, পর্ব্বতাদি রেণু-পর্য্যন্ত সমস্ত স্থাবরাস্থাবর পদার্থে, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল সর্ব্বত্রে এবং তৎ সমুদায়ের কারণভুত সকলে এমত প্রকাশমান আছেন যে তদ্ভিন্ন দ্বিতীয় কোন বস্তুই নাই; সমু-দ্রের ফেন ও তরঙ্গ সকল যেমন সমুদ্র হইতে পৃথক্ নহে, অথচ পৃথকাকারে প্রতীত হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ ঐ মহাপুরুষ হইতে পৃথক্ না হইয়াও পৃথ-কের ন্যায় ভাসমান হইতেছে, ইহাতেই জগ-ৎকে কেহ দ্বৈত, কেহ অদ্বৈত বলিয়াছেন। প্রাণিমাত্রের ইন্দ্রিয়বর্গ ঐ মহাপুরুষকেই আশ্রয় করত স্বস্ব ব্যাপারে প্রবৃত্ত আছে, সমস্ত প্রাণির বুদ্ধিতে তৎ প্রতিবিম্ব রূপে যে জীব কল্পিতের ন্যায় হইয়াছে তাহাও তাঁহা হইতে ভিন্ন বস্তু নহে, তিনিই এক কালে সমস্ত বুদ্ধির বিষয়কে প্রকাশ করিতে-

ছেন, এক হইয়াও চঞ্চল নানা বুদ্ধিতে নানা-কারে প্রতীত হইতেছছেন। আস্তিক, নাস্তিক, হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি যে কোন ধর্ম্মাব-লম্বী, গৃহী, ব্রহ্মচারী, বনস্থ, ভিক্ষু যে কোন আশ্রমী, ব্রাহ্মণ অবধি চণ্ডাল পর্য্যন্ত যে কোন জাতি, স্ত্রী, পুরুষ, ক্লীব যে কোন প্রাণী জগতে বিচরণ করিতেছে তত্তাবতে এবং দৃশ্যাদৃশ্য সমস্ত পদার্থে, পবিত্রাপবিত্র সমস্ত স্থানে তিনি সমভাবে বিরাজমান আ-ছেন। মানবদিগের মধ্যে কর্ম্মীজ্ঞানী, যোগী, ভক্ত, অভক্ত, ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, কুলীন, অকুলীন, ধনী, অধনী, শ্বেতবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, স-র্ব্বাঙ্গে ত্বক্‌বিশিষ্ট বা স্থান বিশেষে ছিন্ন-ত্বক কোন ব্যক্তিতে, তীর্থে বা বধ্যভূমিতে অণুমাত্র ন্যূনাধিক্য নাই। ঐ সময়ে আমার অন্তঃকরণে প্রথমতঃ কি এক অভূতপূর্ব্ব অ-শ্রুতপূর্ব্ব আনন্দোদয় হইয়াছিল তাহা কোন

প্রকার বাক্যের দ্বারা ব্যক্ত করণে সক্ষম নহি। তৎকালে এমত কোন শব্দ আমার রসনায় আগত হয় নাই যে তদ্দ্বারা আমি ঐ পরম পুরুষের কিছু স্তব করিতে পারিতাম। কিঞ্চিৎকাল ঐ প্রকার আনন্দানুভবের পরে যে বৃত্তির দ্বারা ঐ আনন্দানুভূত হইতেছিল ঐ বৃত্তিরও অভাব হইল, অর্থাৎ জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয় এই বিকল্পত্রয় জ্ঞানের অভাবে বুদ্ধিবৃত্তি কে-বল সেই অদ্বিতীয় বস্তুতে একীভূত হইয়া অখ-ণ্ডাকারাকারিত হইয়াছিল। তৎপরে আমার ইন্দ্রিয়বর্গ স্বস্ব বিষয়ে প্রবর্ত্ত হওনানন্তর বুদ্ধিতে ধার্য্য হইল যে পরমার্থত আমার নাশ নাই, উৎপত্তি নাই, বন্ধ নাই, সাধনা নাই, মোক্ষেচ্ছা নাই, মুক্তিও নাই; জল হইতে উৎপন্ন ফেন বিলয় প্রাপ্তির পর যেমন জলমাত্র থাকে, ঘট ভঙ্গের পর ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশ যেমত আকা-শই থাকে তদ্রূপ এই নানা উপাধিবিশিষ্ট শরী-রাবচ্ছিন্ন চৈতন্য শরীর বিনাশের পর চৈতন্যই

থাকিবেক। এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসের পর বন্ধ বা মুক্তি বস্তুতঃ কোন পদার্থই নহে বিবেচনায় কাশীমৃত্যুতে মুক্তি হইবে কি না এই যে সন্দেহ পূর্ব্বেই উপস্থিত হইয়াছিল তাহা তিরোহিত হইল। তদনন্তর আমি এই ভাবনাপরায়ণ হইলাম যে পূর্ব্বে যে সমস্ত সৎসঙ্কল্প করিয়াছিলাম তন্মধ্যে প্রধান এইটী ছিল যে আমার অবস্থা কিঞ্চিৎ উন্নত হইলেই আমার উপদেশ কতক লোকে গ্রহণ করিবেন, তখন আমি স্বগ্রামে এমত একটী বিদ্যালয় সংস্থাপন করিব যে তত্রত্য সমস্ত বালক বালিকাগণ ঐ বিদ্যালয়ে নানা প্রকার বিদ্যাভ্যাস করত সকলেই জগতের সারাসারবিভাগে তৎপর হইয়া আপনাপন স্বাস্থ্যরক্ষা করত দীর্ঘায়ুঃ, বালকগণ আপনাপন বুদ্ধিবলে সমৃদ্ধিশালী, ধার্ম্মিক, বলবান, সাহসী, এক মতাবলম্বী, মাৎসর্য্যাদিদোষরহিত, পরহিতে রত, উদরান্নের জন্য পরের দাসত্ব এবং ধনীদিগের

নানা প্রকার উপাসনা হইতে মুক্ত হইবেন, এবং বালিকাগণ সকলেই পতিব্রতা ধর্ম্মপরায়ণা, আপনাপন সন্তান সন্ততিদিগকে প্রকৃতরূপে লালন পালনে ও তাহারদের বিদ্যালয়ে গমনের পূর্ব্বে বিদ্যাশিক্ষা দিতে এবং যাবজ্জীবন স্বচ্ছন্দশরীরে অন্যের কোন প্রকার উদ্বেগ না জন্মাইয়া দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন, এবং আমি স্বয়ং ঐ বিদ্যালয়টীর তত্ত্বাবধারণ ও সময়ে সময়ে ছাত্রবর্গের পরীক্ষা গ্রহণানন্তর তাহারদিগকে বিহিত উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক কৃতার্থম্মন্য হইব; হঠাৎ কর্ম্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়াপ্রযুক্ত ঐ সঙ্কল্পটীর কিছুই পূরণ হইল না, এক্ষণে যদি এই পরম পুরুষের কৃপায় আমার ঐ কামনা কিঞ্চিৎ পরিমাণেও সফল হয় তবে অনেক সুখানুভব করিতে পারি। অনেক ক্ষণ ঐ ভাবনায় নিমগ্ন থাকার পর ধার্য্য করিলাম. যদি ঐ অভিলাষ সিদ্ধার্থে এই পরম পুরুষের কিছুমাত্র উপ-

দেশ প্রাপ্ত না হই তবে অত্রাবস্থাতেই আপনার প্রাণ পরিত্যাগ করিব। এমত সময়ে বিদ্যারূপিণী মায়া বিচিত্র বসন ভূষণ ধারণপূর্ব্বক আমার সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইয়া কহিলেন তুমি কি জন্য এখানে রহিয়াছ? আমি আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করণানন্তর তৎকর্তৃক এই উত্তর প্রদত্ত হইল যে তুমি সহস্র কোটিকল্প এ অবস্থায় অবস্থিত হইলেও এই পরম পুরুষের সহিত তোমার কোন প্রকার কথোপকথন হইবে না, আমি অনাদিকালাবধি এই পুরুষের সহিত একত্রে বাস করিতেছি, কখন শ্রবণ করি নাই যে ইনি কি দেব, কি মনুষ্যাদি কোন প্রাণিকে কোন কথা কহিয়াছেন, অপরে যেমত বলুন না কেন, ইনি আপন মুখে কখন কোন একটী কথাও ব্যক্ত করেন নাই পরেও করিবেন না; যদি প্রয়োজন হয় তবে তোমার প্রার্থনাসম্বন্ধে এই মহাপুরুষের অভিপ্রায় অনুমানের দ্বারা আমি জ্ঞাত হইয়া তো-

মার নিকট ব্যক্ত করিতে পারি। ঐ বাক্যে বিশ্বাস করিব কি না আমি এই চিন্তাপর ছিলাম, এমত সময়ে যেন আকাশ হইতে এই শব্দ হইল আমার শ্রুতিগোচর হইল যে “অবিদ্যারূপিণী মায়ার বাক্যে বিশ্বাস করা উচিত নহে, যাঁহাকে সম্মুখে দেখিতেছ ইনি বিদ্যারূপিণী মায়া, সত্য ভিন্ন কখন বলেন নাই এবং বলিবেনও না, যাহা বলিবেন অদন্যথাও হইবে না”। তখন আমি ঐ শোভনার নিকট করপুটে নিবেদন করিলাম হে মাতঃ! আপনি এই পরম পুরুষের অভিপ্রায় জানিয়া আমাকে অনুমতি করুন। তদনুসারে ঐ শোভনা কহিতে লাগিলেন যে, তুমি যে অভিপ্রায় করিতেছ ইহা সিদ্ধ হওয়া কঠিন, কারণ এক্ষণকার লোকেরা প্রায়ই অবিদ্যারূপিণী মায়ার মোহনীয় বাক্যে বিমোহিত হওত অসৎপথে পদ সঞ্চালন করিতেছেন, তাঁহাদিগকে কোন প্রকার সদুপদেশ দিলে সকলেই উপহাস করি-

বেক, বরং অনেকেই আপনাপন মতের বিরুদ্ধ বাক্য তোমার বাচনিক শুনিলে তোমার প্রাণ পর্য্যন্ত দণ্ড করিতে পারেন এবং এক্ষণে তুমি যে অবস্থায় অবস্থান করিতেছ তোমার দ্বারা তৎপ্রতিকার কিছুই হইবে না, এ জন্য তোমাকে প্রস্তাবিত কল্পনায় বিরত হওয়াই উচিত। এতদুত্তরে আমি আগ্রহাতিশয় সহকারে নিবেদন করিলাম আমার প্রাণপর্য্যন্ত যায় যাউক তাহাতে কিছুমাত্র হানি নাই, এই জন্য মৃত্যুশালী সংসারে জন্মিয়া কে না মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে; পরেই বা না হইবে, এবং একবার জন্মগ্রহণানন্তর একবার ভিন্ন কেহ বারম্বার কালকর্ত্তৃক কবলিত হইবে না, এমত অবস্থায় যদি স্বদেশের উপকার সাধনে প্রবৃত্ত হইলেই প্রাণ বিয়োগ হয়, ক্ষতি নাই, আপনি আজ্ঞা করুন কি উপায় দ্বারা আমার কামনা সিদ্ধ হইতে পারে। আমার এই রূপ প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করত ঐ অমিত তেজস্বিনী সহাস্যাস্যে কহিতে আ-

রস্ত করিলেন, পুর্ব্বে আমার কৃপায় এই ভারত-
ভূমির আদিম শাস্ত্রকারেরা যে সমস্ত উপদেশ
দিয়া গিয়াছিলেন তৎসমুদায় লুপ্ত প্রায় এবং
অন্যান্য দেশ গত হইয়াছে, এক্ষণে যে কিঞ্চিৎ
আছে তাহা আধুনিক শাস্ত্রকারদিগের স্বক-
পোলকল্পিত বচনাবলীর দ্বারা এমত প্রচ্ছন্ন
হইয়াছে যে কোন প্রকার অনুসন্ধানের দ্বারা
কেহ তৎসমুদায় প্রাপ্ত হইবেন না, যদি বহু প-
রিশ্রমে কেহ কেবল আপনার জ্ঞানপ্রভাবে
কোন গ্রন্থবিশেষে দুই একটী উপদেশ প্রাপ্ত
হন তথাপি তৎসূত্রে যে নানা কল্পিত সূত্রপাত
হইয়াছে তদ্দ্বারা ঐ উপদেশের যথার্থ তাৎপর্য্য
কেহই গ্রহণ করিতে পারিবেন না, এক্ষণকার
পণ্ডিতাভিমানী মহোদয়দিগের বচনাবলীই স-
কলকে মান্য করিতে হইবে। যদি ঐ সমস্ত
সদুপদেশ প্রচলিত থাকিত তবে লোকদিগের
মঙ্গলোদ্দেশে অপর বাক্যব্যয়ের কোন প্রয়ো-
জন ছিল না, তদভাবেই প্রাচীন শাস্ত্রে সক-

লেরও সুযুক্তিমূলক পশ্চাতুক্ত যে সকল উপ-
দেশবাক্য কহিতেছি এতৎ সমুদায় যদি তুমি
পুস্তকাকারে লিখিয়া জনসমাজে প্রচার করিতে
পার তাহা হইলে সম্প্রতি না হউক কিছুকাল গতে
কোন২ বুদ্ধিমান ঐ সকল উপদেশানুগামী হই-
বার চেষ্টা করিবেন, তৎপরে সেই সম্প্রদায় ক্রম-
শঃ বর্দ্ধিত হইলেই কিঞ্চিৎ ফল দর্শিবেই দর্শিবে।
আমি নিবেদন করিলাম সংস্কৃতাদি কোন ভা-
ষাতেই আমার এরূপ ব্যুৎপত্তি নাই যে আ-
পনার শ্রীমুখনিঃসৃতা বাক্য গুলিন স্মরণ রাখিয়া
পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করিতে পারি। এত-
চ্ছ্রবণে ঐ সর্ব্বগুণাধারা কহিতে লাগিলেন
আমার বাক্যসকল অবশ্যই তোমার স্মৃতিপ-
থারূঢ় থাকিবেক, অপরের সাহায্যগ্রহণ ব্য-
তিরেকে তুমি আপনার সাধ্যমত সকলের
বোধসুগম বঙ্গভাষায় ঐ সকল উপদেশবাক্য
লিখিত করিলে অবশ্যই কেহ পাঠ করিবেন,
তুমি পুস্তক রচনায় আপনাকে অক্ষম বিবে-

চনায় নিরস্ত হইও না। এই বাক্যে কিঞ্চিৎ সাহস প্রাপ্ত হওত ঐ সকল উপদেশ কি কি, জানিবার প্রার্থিত হইলে তৎকর্ত্তৃক পশ্চাল্লিখিত উপদেশ সকল কথিত হইল।

বারাণসী
১ বৈশাখ ১২৭৩। } শ্রীতারাকৃষ্ণ হালদার।

চমৎকার স্বপ্নদর্শন।

স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়

শরীরের দ্বারাই ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গসাধনসম্পন্ন হইতে পারে, দেহ অপটু হইলে কিছুই হয় না, এই নিয়ম অনুসারে সকলকেই অগ্রে আপনাপন স্বাস্থ্যরক্ষা করা উচিত; শরীরে রোগোৎপত্তির পূর্ব্ব সাবধান হওয়ায় যে পরিমাণ উপকারের প্রত্যাশা আছে, রোগোৎপত্তির পর চিকিৎসার দ্বারা সে পরিমাণ উপকার হওনের সম্ভব নহে। মানবদেহ দৃশ্যমান তিন কারণে রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে, প্রথমতঃ আহার ব্যবহারাদি সম্বন্ধে শারীরিক অনিয়ম, দ্বিতীয়তঃ স্পর্শদোষ, তৃতীয়তঃ পিতামাতার বা তন্মধ্যে কোন একের পীড়িতাবস্থায় সন্তানোৎ-

পত্তি। এই সকলের মধ্যে প্রথম কারণটী নিবা-
রণের উপায় এই এই ; অধিক আহার, সুস্থ শ-
রীরে উপবাস, অতি নিদ্রা, জাগরণ, একইবারে
পরিত্যাগ পূর্ব্বক আহার, বিহার, নিদ্রা, জাগ-
রণ, ভ্রমণ এবং অন্যান্য সমস্ত কার্য্য সম্বন্ধে
সকলকেই এমত একটী নিয়ম ধার্য্য করা আব-
শ্যক যে ঐ সকল কার্য্যের যে পরিমাণে শরীরে
কোন ক্লেশানুভব না হয়, এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে
সকলেই ঐ পরিমাণ আহারাদি করেন, এবং
খাদ্য সম্বন্ধে ইহার পরে যে উপদেশ কথিত
হইবেক তদুল্লেখিত দ্রব্য ভিন্ন অপর কোন দ্রব্য
ভক্ষণ বা পান এবং প্রাণান্তেও উক্ত নিয়ম ল-
ঙ্ঘন না করেন। পশ্চাদুক্ত অপরাপর উপ-
দেশের সহিত শারীরিকনিয়মসম্বন্ধে যে সমস্ত
উক্তি আছে তত্তাবৎ রক্ষা করাও উচিত। শরী-
রস্থ বায়ু, পিত্ত, কফ, অনিয়মিত আহারাদির
দ্বারা বিকৃত ভাবাপন্ন হওন ব্যতীত প্রায়ই কোন
পীড়া উপস্থিত হয় না, যে যে কারণে সেই বি-

কৃতভাবের আবির্ভাব না হয় তাহা সঙ্ক্ষেপে উপরে কথিত হইল, আয়ুর্ব্বেদাদি শাস্ত্রে তৎ-সমুদায় বাহুল্যরূপে বর্ণিত আছে এবং তদনুসারে নানা ভাষায় অনেক পুস্তক রচিত হইয়াছে, বালকগণ বিদ্যালয়ে অনেক পুস্তক ঐ সমস্ত নি-য়ম বিস্তার মত জানিতে পারিবেন। সাধ্যমত শারীরিক নিয়মরক্ষার পরেও যদি কোন পীড়া উপস্থিত হয় তবে দেশীয় অতি বিজ্ঞ বা ইংল-ণ্ডীয় মতের কোন সুনিপুণ ভিষকের দ্বারা সেই রোগের চিকিৎসা করাণ উচিত। যদি কেহ ঐ প্রকার বিজ্ঞ চিকিৎসক প্রাপ্ত না হন তবে সেই রোগে বরং প্রাণত্যাগও ভাল তথাপি যাঁহারা নিদানাদি শাস্ত্রের দুই চারি পাত পাঠ, অথবা ইংলণ্ডীয় মতের কোন চিকিৎসালয়ে ১০।৫ টাকা বেতনে কোন কর্ম্ম করিয়াছেন তাঁহার-দের দ্বারা চিকিৎসা করাণ উচিত নহে, কারণ ঐ প্রকার ব্যক্তিরা কেবল যমদূতের স্বরূপ নহে, ছলে রোগীর সর্ব্বস্বাপহারক হইয়াছে।

তাহারদের এই পর্য্যন্ত ব্যুৎপত্তি যে আদৌ এক রোগে অন্য রোগ ধার্য্য করে, যাহা ধার্য্য করে তাহারও প্রকৃত ঔষধ অজ্ঞাত হেতু তৎপ্রদানে অক্ষম হওত আপনাপন বিবেচনায় অন্য প্রকার যে ঔষধ দেয়, তৎসেবনে রোগের শান্তি না হইয়া এমত উৎকট রোগান্তর জন্মে যে তাহা রোগিকে যাবজ্জীবন ভোগ ও তজ্জন্যই প্রাণত্যাগ করিতে হয় এবং নানা ছলে ঐ ঔষধের প্রকৃত মূল্যাপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক গ্রহণ করে। রোগীর শ্বাস উপস্থিত হইলেও আরোগ্যের চিহ্ন ব্যক্ত করত পুরস্কার লইয়া থাকে। দ্বিতীয় কারণ অর্থাৎ স্পর্শদোষ নিবারণের উপায় এই যে কুষ্ঠ, যক্ষ্মাদি কাশ, বসন্ত, প্রমেহ, উপদংশ প্রভৃতি কতক গুলিন এমত রোগ আছে যৎস্পর্শ মাত্র বা কিঞ্চিৎ কাল মধ্যেই অন্যের শরীরে সেই সেই রোগ আক্রান্ত হয়, ঐ সকলের কোন এক রোগ শরীরে উপস্থিত হইয়াছে, অন্য ব্যক্তিরা তাঁহাকে স্পর্শ, তদুচ্ছিষ্ট ভোজন, তাঁহার

নিশ্বাস গ্রহণ অথবা একত্রে বাস করিবেন না। অগত্যা ঐ দোষে কোন পীড়া জন্মিলে উপরোক্ত প্রণালীমত চিকিৎসা করাণ উচিত। যে দম্পতী বা তন্মধ্যে কোন জন পীড়িত থাকেন তাঁহারদের সতর্কতা ভিন্ন তৃতীয় কারণ নিবারণের উপায়ান্তর নাই, সুতরাং তাঁহারা সর্ব্বদাই সাবধান থাকিবেন যেন তাঁহারদের উভয়ের বা তন্মধ্যে কোন একের পীড়িতাবস্থায় সন্তানোৎপন্ন না হইতে পায়। যদি তাঁহারদের বিবেচনার দোষে ঐ অবস্থায় কোন অপত্যোৎপাদিত হয় তবে তাহাকে জন্মাবধি সাবধানে রাখা কর্ত্তব্য ; তাহাতেও যদি সে আপন পিতা মাতার রোগাক্রান্ত হয়, তবে তখন বিহিত চিকিৎসার দ্বারা যে পরিমাণ প্রতিকারের প্রত্যাশা হইতে পারে তদ্ভিন্ন উপায়ান্তর দৃষ্ট হয় না। প্রায়শ্চিত্ত এবং দৈবকর্ম্মের দ্বারা রোগের শান্তি হইবেক এমত দৃঢ়তম বিশ্বাস যাঁহারদের আছে তাঁহারা যে কোন কারণে উৎপন্ন রোগের সুচিকিৎসার

সহিত শাস্ত্রসম্মত প্রায়শ্চিত্ত এবং দৈবকর্ম্ম অবশ্যই করিবেন, ফলতঃ চিকিৎসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোগ শান্তির জন্য কেবল প্রায়শ্চিত্ত বা দৈবকর্ম্মের প্রতি নির্ভর কর্ত্তব্য নহে। রোগোৎ-পত্তির যে তিন কারণ উপরে উক্ত হইল তদ্ভিন্ন হিন্দুদের কর্ম্মকাণ্ডীয় সমগ্র শাস্ত্রে বিধান হই-য়াছে যে মানবগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে সদসৎ যে সমস্ত কর্ম্ম করিয়াছেন তত্তাবতের ফল তাঁহার-দিগকে পর পর জন্মে ভোগ করিতে হয়। এত-দনুসারে অনেকে বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে পূর্ব্বজন্মকৃত দুষ্কর্ম্মের ফলস্বরূপ পরজন্মে অনেকের অনেক রোগ উৎপন্ন হয় এবং ভোগ ভিন্ন তাহার অন্য প্রতিকার নাই। এই বিশ্বাস হেতু অনেকে চিকিৎসায় বিরত হওত প্রাণান্ত পর্য্যন্ত ঐ সকল রোগ ভোগ করেন। পূর্ব্বজন্ম কি প্রকার এবং তজ্জন্মার্জ্জিত কর্ম্ম সকল পর জন্মে ভোগ করিতে হয় কি না, এ স্থলে তদ্বি-ষয়ে বাগাড়ম্বরের প্রয়োজনাভাব। যখন দৃষ্ট

হইতেছে যে বহুতর লোক শারীরিক নিয়ম উৎ-কৃষ্টরূপে রক্ষা করিয়া পীড়াক্রান্ত হইতেছেন না এবং সুচিকিৎসার দ্বারা অনেক পীড়ার শান্তি হইতেছে তখন মোটামুটি ঐ ব্যবহারকেই মান্য করা উচিত, অধিক চিক্কণতা দেখাইয়া বিজ্ঞতা মাত্র প্রকাশের প্রয়োজনাভাব। পরন্তু আয়ু-র্ব্বেদাদি চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিগণ ভিন্ন দৈব ক্ষমতা প্রাপ্ত নানা প্রকার বেশধারিদিগের দ্বারা কেহ কোন রোগের চিকিৎসা করাই-বেন না।

আহার বিষয়ক।

অধুনা বঙ্গদেশে কি ধনী কি মধ্যম কি দরিদ্র সকলেরই খাদ্যবিষয়ে এক সুনিয়ম অব-ধারিত নাই। পল্লীগ্রামে সকলে পুরাতন প্রথা-নুগামি লোকদিগের ভবনে বালক বালিকা এবং

সধবা স্ত্রীগণ পুরুষদিগের পাত্রোচ্ছিষ্ট ও পর্য্যুষিতান্ন ব্যঞ্জনের দ্বারাই প্রায় জীবন ধারণ করিয়া থাকে, ব্যঞ্জনে নানা জাতীয় শাক, থোড়, অপক্করম্ভা, পক্কাপক্ক তেতুল, কলায় দাল, যৎকিঞ্চিৎ মৎস্যই অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; দধি, গুড়সংযুক্ত অম্ল, তণ্ডুলচূর্ণের পিষ্টকাদি অপেক্ষা উপাদেয় দ্রব্য জগতে আর কিছু আছে ইহা তাঁহারা প্রায়ই জানেন না, পাঁচ সের তণ্ডুল পাক করিয়া তাহাতে অর্দ্ধ সের দুগ্ধ এক ছটাক পাটালী দিলেই পরমান্ন হয়। একে দেশের জল বায়ু কদর্য্য, আবার ঐ রূপ আহারের দ্বারা অত্যল্প বয়সেই অনেকের শরীরে এমত উৎকট ২ ব্যাধি জন্মে যে তাঁহারা অনেকেই অকালে কালগ্রাসে পতিত হন ; যাঁহারা কিছু কাল জীবিত থাকেন তাঁহারা যাবজ্জীবন পীড়িতই থাকিয়া সৌভাগ্যের মুখাবলোকনে বঞ্চিত হন, বরং পৈতৃক যে কিছু বিভব থাকে তাহা ভিষকগণ চিকিৎসার

ছলে এবং ধর্ম্মধ্বজী মহোদয়গণ প্রায়শ্চিত্ত আদি কর্ম্মোপলক্ষে শোষণ করিয়া লন। নূতন নিয়মানুগামিদিগের অন্যান্য দ্রব্য ভক্ষণের যে ব্যবহার আছে তাহা মন্দ নহে কিন্তু বিদেশীয় স্পিরিটসংযুক্ত মদিরা, অত্যুষ্ণ ও পূতিমাংসাদি যে তাঁহারা উপাদেয় জ্ঞান করেন ইহা তাঁহাদের ভ্রম, কেননা হিমপ্রধান দেশীয় লোকদিগের শরীর যে প্রকার মদিরা ও মাংসাদির দ্বারা পুষ্ট থাকে, তাহা এই উষ্ণ দেশের মানবগণের শরীরনাশক, ইহাতে অণু মাত্র সন্দেহ নাই। অনেক বিজ্ঞতমের যকৃতাদি রোগ ও তজ্জন্য অকালমৃত্যুই ঐ বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ বর্ত্তমান রহিয়াছে, অধিক বাক্যব্যয়ের প্রয়োজনাভাব। হিন্দুদিগের শাস্ত্রে ধার্য্য হইয়াছে আহার ত্রিবিধ, তন্মধ্যে যদ্দ্বারা আয়ুঃ, বল, আরোগ্য, সুখ, প্রীতিবর্দ্ধিত অথচ মধুর রস, স্নিগ্ধ, স্থির ও মনোহর হয় তাহাই সাত্ত্বিক ; কটু, অম্ল, অতিশয় লবণ-

যুক্ত, অতি উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, শরীরদাহক এই প্রকার খাদ্য রাজস ; এবং দুঃখ, শোক, রোগপ্রদ, পাকের প্রহরান্তে বিগতরস, দুর্গন্ধময়, পর্য্যুষিত, উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র দ্রব্য সকল তামস। এই যুক্ত্যপেক্ষা আহারসম্বন্ধে অন্য সুযুক্তি কুত্রাপি প্রাপ্তব্য নহে। যদি সকলে আপনাপন ক্ষমতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কথিত সাত্বিক দ্রব্য গুলিন এবং অতিশয় লালসার স্থলে রাজস দ্রব্য সকলের কিঞ্চিদংশ সপরিবারে আহার করেন তাহা হইলে দেশের অনেক অনিষ্ট নিবারণ হইবার সম্ভাবনা হয়। বালক বালিকা ও স্ত্রীগণ উচ্ছিষ্ট ও পর্য্যুষিত অন্ন ব্যঞ্জন যে পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকে, সঙ্গতিহীন লোকদিগের সম্বন্ধে সেই পরিমাণ অন্নাদি বিহিতসময়ে পাক করিতে অধিক অর্থ ব্যয় সম্ভব নহে।

পরিচ্ছদবিষয়ক।

পল্লীগ্রামস্থ অনেককে দেখা যায় অর্থ সঙ্গতি সত্ত্বেও মলিন কুৎসিত বস্ত্র পরিধান করেন ; কি নগরস্থ, কি গ্রামস্থ অনেকে এমত আছেন যে সর্ব্বাঙ্গ সকলের দৃষ্টিগোচর হয় এই অভিপ্রায়ে অতি চিক্কণ২ বস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই ব্যবহারের পরিবর্ত্তে সকলকে আপনাপন সাধ্যমত পরিষ্কার এবং যে প্রয়োজনে বস্ত্র ব্যবহারাবশ্যক, যদ্দ্বারা ঐ প্রয়োজন নির্ব্বাহ অর্থাৎ গুহ্যাঙ্গাচ্ছাদিত হইতে পারে এমত বস্ত্র পরিধান করাই উচিত। সকলে বিবেচনা করিলেই জানিতে পারিবেন যে তাঁহারা যে সময়ে পরিষ্কার ধৌত বস্ত্র পরিধান করেন সেই সময়ে তাঁহাদের অন্তঃকরণ কেমন হর্ষ থাকে, এবং যখন তাঁহাদের পরিধেয় বস্ত্র গুলিন মলিন হয় তখনই বা কি পরিমাণ গ্লানিযুক্ত হইয়া উঠে। যে ধনীসকল ১৫ কি ২০

অথবা ৩০ দিনান্তে বস্ত্র ধৌত করাইয়া থাকেন, ৪ কি ৮ দিন গতে ঐ কর্ম্মের অনুমতি প্রদান করিলে তাঁহারদের অধিকার্থ বিনষ্ট হইবে না; মধ্যমাবস্থার লোকদিগের ঐ কর্ম্মের দ্বারা তাদৃশ হানির সম্ভাবনা নাই; সঙ্গতিহীন শ্রমজীবিরাও স্বয়ং বস্ত্র পরিষ্কার করিতে পারেন। যাঁহারা অতি সূক্ষ্ম২ বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক জনসমাজে থাকিতে ভাল বাসেন তাঁহারা কি ইহা বিবেচনা করিতে পারেন না যে যদি গুহ্যাঙ্গ সাধারণের দৃষ্টিগোচর হইলেই সুখানুভব হয়, তবে উলঙ্গ থাকাই উচিত? যদি দর্শকগণের তৃপ্তির জন্যই তাঁহারা আপনাপন গুহ্যাঙ্গ অনাবৃত রাখা শ্রেয় জানেন তবে তাঁহারা এমত দ্রষ্টা অল্প প্রাপ্ত হইবেন যাঁহারা অন্যের ঐ অঙ্গের গঠন পরিজ্ঞাত নহেন।

শরীর সতেজ রাখিবার উপায়।

বালকবৃন্দ যৌবনসোপানে পদার্পণের প্রাক্কালেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিবেন, ২০ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে স্ত্রীগমন কি কারণান্তরে শুক্র ক্ষয় করা কদাচ উচিত নহে ; এবং ঐ বয়সের পূর্ব্বে প্রাণান্তেও কেহ শুক্র ক্ষয় করিবেন না। ঐ সময়ে শুক্র অতি তরল থাকে যে শরীরের ঐ তরল শুক্র, অধিক কি অল্প পরিমাণে ক্রমিক ক্ষয় হইতে থাকে ঐ শরীরসম্বন্ধে পশ্চাতুক্ত অনিষ্ট ফল সমগ্র কি কিয়ৎপরিমাণে অবশ্য উৎপন্ন হইবে।

১। যাবজ্জীবন শরীরে সম্পূর্ণ বল বা শুক্র গাঢ় হইবে না।

২। বিদ্যার বৃদ্ধি বা বুদ্ধির চিক্কণতা কিছুই হইবে না, বরং পূর্ব্বার্জ্জিতা বিদ্যা তিরোহিতা হওত বুদ্ধি ক্রমশঃ এমত স্থূল হইবে যে সেই

বুদ্ধিতে যথার্থ বিচারশক্তি কিছুই থাকিবেক না।

৩। উৎকট উৎকট রোগ সকল উত্তরোত্তর শরীরকে আক্রমণ পূর্ব্বক ক্রমেই দুর্ব্বল ও আয়ুর শেষ করিবে।

৪। অপত্যোৎপাদিকা শক্তি প্রায়ই থাকিবে না, যদি কিঞ্চিৎ থাকে তদ্দ্বারা সন্তান সন্ততি উৎপন্ন হইলে তাহাদিগকে হীনবল, হীন বুদ্ধি, হীন সাহস এবং অল্পায়ু হইতে হইবে।

ঐ বিষয়ে নানা শাস্ত্রে নানা প্রকার উপদেশ আছে কাহারো সন্দেহ জন্মিলে আয়ুর্ব্বেদাদি শাস্ত্রে নেত্রপাতমাত্র সেই সংশয় দূরীভূত হইতে পারিবে। স্থূল তাৎপর্য্য এই যে যেমন কৃষকেরা অপক্ক কোন শস্য ছেদন করিলে সেই শস্যে তজ্জাতীয় সম্পূর্ণ গুণ থাকেনা এবং ঐ শস্য বীজের স্বরূপ ক্ষেত্রে বপন করিলে তদঙ্কুর মাত্র হয়, সেই অঙ্কুরে শস্যোৎ-

পন্ন প্রায়ই হয় না, মনুষ্যের শরীরস্থ প্রধান ধাতু শুক্রসম্বন্ধেও তদ্রূপ ঘটনা অবশ্যই সজ্ঘটিত হইবে। যদি কেহ বিবেচনা করেন যে প্রথম যৌবনে স্ত্রীসম্ভোগ অতিশয় সুখদ ব্যাপার, তবে তৎপ্রতি বক্তব্য এই যে ঐ সুখ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে সংস্থাপিত নিধি প্রাপ্তাশয়ে সেই অগ্নি প্রবেশের ন্যায় পরিণামে প্রাণ নাশক মাত্র। উপরে যে সময় কথিত হইল ঐ সময় পর্য্যন্ত কেহ সম্ভোগসুখে ক্ষান্ত থাকার পর যে আর সেই সুখ ভোগ করিতে পারিবেন না এমত নহে, বরং ঐ কাল পর্য্যন্ত ক্ষান্তি অবলম্বনের পর শরীর সবল ও ইন্দ্রিয়বর্গ পুষ্ট হওনানন্তর ঐ রসাস্বাদনে অধিকতর তৃপ্তি লাভের প্রচুররূপ প্রত্যাশা আছে এবং যাবজ্জীবন সাংসারিক যাবতীয় ব্যাপারে পরম সুখে কালাতিবাহিত হইতে পারে।

জীবিকার সদুপায়বিষয়ক।

মনুষ্যের জীবিকার জন্য বাণিজ্য, কৃষি-কার্য্য, দাসত্ব এবং ভিক্ষা এই যে চারি উপায় আছে, এই সকলের মধ্যে বাণিজ্য সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ; এই বাণিজ্য প্রভাবে পৃথিবীর সমস্ত সভ্য জাতি-রাই বিপুল ধন উপার্জ্জন করত পরম সুখে কালাতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন এবং করিতে-ছেন; এক্ষণকার সভ্য জাতিরা এই বাণিজ্য উপ-লক্ষেই ভারত ভূমিতে পদার্পণ করত অতুল প্র-ভুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, পারসীরা এই বাণিজ্যের দ্বারাই অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া এক এক ব্যক্তি এক এক সময়ে আপন ও অন্যান্য দেশের হিত-জনক কর্ম্মসমাধানার্থে লক্ষ বা ততোধিক মুদ্রা দান করিতেছেন; যে কোন দেশীয় লোকদিগকে ধনবান দেখা যায় তাঁহারা সকলেই এই বাণি-জ্যের দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিয়াছেন। ধনবা-নেরা জনসমাজে যদ্রূপ সমাদৃত হইয়া থাকেন

অন্য কোন ব্যক্তিরাই তদ্রূপ মর্য্যাদালাভ করিতে পারেন না, অথচ বাণিজ্য ভিন্ন অধিক ধনোপার্জ্জনের উপায়ান্তর নাই, বিশেষতঃ বাণিজ্যের দ্বারা যে পরিমাণ স্বাধীনতা প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে তাহা আর কিছুতেই নাই। এই সমস্ত হেতুপ্রযুক্ত সকলকেই আপনাপন জীবিকা এবং সৌভাগ্যের জন্য কোন প্রকার বাণিজ্যে লিপ্ত হওয়া কর্ত্তব্য। যদি কেহ এমত বলেন যে অধিক ধন ব্যতীত বাণিজ্য হইতে পারে না, ইহার উত্তর এই যে অনেকে ৫।৭।১০ মুদ্রা প্রথমতঃ অন্যের স্থানে ঋণস্বরূপ গ্রহণপূর্ব্বক আপনাপন সাধ্যমত কোন ব্যবসায়ারাম্ভ করত দশ বারো বৎসরের মধ্যে প্রচুর ধন সঞ্চয় করিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে যিনি সঙ্গতমত অল্প ধনে কোন ব্যবসায় আরম্ভ করত পরিমিত ব্যয়ী হইবেন, তিনি অচিরে ধনিদিগের শ্রেণীভুক্ত এবং পরম সুখী হইতে পারিবেন সন্দেহ নাই। কৃষিকার্য্য অবলম্বন করাও উচিত কেন না যে কোন

কারণেই ধনার্জ্জিত হউক, এই কৃষিকার্য্যই তাহার মূল এবং এই কর্ম্মের দ্বারা ধনোপার্জ্জন ও স্বাধীনতার অনেক প্রত্যাশা আছে; কিন্তু এক্ষণে এই কর্ম্মের যে সমস্ত নিয়ম এ প্রদেশে প্রচলিত আছে তৎসমুদায় অতিশয় অপরিচ্ছন্ন, তৎপরিবর্ত্তে অন্যান্য সভ্যদেশীয় লোকেরা এতদ্বিষয়ের যে সমস্ত লিখিতপুস্তক ও শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন সেই নিয়ম ধার্য্যপূর্ব্বক ক্রমোন্নতির জন্য বিশেষ যত্ন করা আবশ্যক, তাহা হইলে এ দেশের ভূমি সকল যে প্রকার উর্ব্বরা তৎপ্রভাবে কৃষিকার্য্যের দ্বারা অনেকেই সমৃদ্ধিশালী হইতে পারেন এবং এই কার্য্যের ফলস্বরূপ কিছু অর্থ সঙ্গতির পরে বাণিজ্যাবলম্বন করাও সহজ হইয়া উঠে। এক্ষণে অতি অপরিচ্ছন্ন নিয়মানুসারেও যখন এ দেশবাসী অধিক লোকেই কৃষিকার্য্যের দ্বারা আপনাপন সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন; তুঁত, নীল, ইক্ষু, পোস্ত

ইত্যাদি মূল্যবান দ্রব্য সকলের দ্বারা দেশীয় বিদেশীয় কত সহস্র লোকেরা নানা প্রকার সুখভোগ করিতেছেন, তখন বিশুদ্ধ নিয়মাবলী অনুগামী হইলে এই কার্য্যের দ্বাবা অনেকে সৌভাগ্যের মুখাবলোকন করিবেন ইহাতে সন্দেহ নাই।

কেবল দৈবের প্রতি নির্ভর না করিয়া যে কেহ বাণিজ্য বা কৃষিকার্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক প্রগাঢ় যত্ন সহকারে পুরুষার্থ প্রকাশ করিবেন, তিনি তৎফলে কদাচই বঞ্চিত হইবেন না। কেবল দৈবপরতন্ত্র এবং সংশয় দৃষ্টে প্রথমেই পরাঙ্মুখ হইলে কিছুই ফল লাভ হইবে না, যেহেতু কর্ম্মমাত্রেই পুরুষার্থ ব্যতিরেকে কেবল দৈবপরতন্ত্রতার দ্বারা দৈব আপনা হইতে কোন কর্ম্মের ফল আনিয়া দেন না, যৎসামান্য কর্ম্মাবধি তত্ত্বজ্ঞানাভ্যাসপর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্মেই, পুরুষকারের বিশেষ প্রয়োজন আছে এবং সংশয় দৃষ্টেই কোন কর্ম্ম হইতে বিরত হইতে গেলে কোন

মনুষ্যের দ্বারাই কোন এক কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারেনা ; যথা—অন্নে বিষমিশ্রিত থাকা সম্ভব বিবেচনা করিলে কেহই আহার করিতে পারেন না ; স্ত্রীগর্ব্ভে ক্লীবোৎপন্ন হওয়া সম্ভব বিবেচনা করিলে, স্ত্রীসংসর্গের অভাব হওত বিশ্ববিরচকের সৃষ্টি প্রণালী রহিত হয় ; গৃহ পতন হওয়া সম্ভব বিবেচনা করিলে, কোন গৃহেই বাস করা হয না ; লোকে প্রতারণা করিয়া থাকে বিবেচনা করিলে, কোন ব্যক্তিকেই কেহ বিশ্বাস করিতে পারে না সুতরাং সকলকেই কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবিচলিতচিত্ত হওয়া উচিত, সংশয় দৃষ্টে বিরত হওয়া কাপুরু-ষের ধর্ম্ম। দাসত্ব ; এই জগতে বা পরলোকে মনুষ্যের দ্বারা যত প্রকার সুখভোগের সম্ভাবনা আছে দাসত্বের দ্বারা তাহার কিছুই হওনের নহে। যে কোন প্রকার দাসত্ব হউক না কেন, প্রথমতঃ তদাকাঙ্ক্ষায় পৃথিবীস্থ সমস্ত ক্লেশই অনেককে ভোগ করিতে হয়, তথাপি সকলে দাসত্বপদ প্রাপ্ত হন না, যাঁহারা প্রাপ্ত হন,

তাঁহারা তল্লাভে প্রথমতঃ আপনাদিগকে সৌ-ভাগ্যশালী বিবেচনা করিয়া থাকেন সন্দেহ নাই কিন্তু দাস্যবৃত্তিতে প্রবর্ত্ত হওনের পরেই তাঁহারদিগের শরীরের স্বাতন্ত্র্য কিছুই থাকে না, তখন তাঁহারা জগদীশ্বরের আরাধনার জন্যও মুহূর্ত্তকাল অবকাশ প্রাপ্ত হন না, যদি অন্যান্য কার্য্যের সঙ্গে বারেক ঈশ্বর ধ্যানপরায়ণ হ-ইতে যান তবে চক্ষুর্দ্বয় মুদিত করিয়াই আপ-নাপন প্রভুর রূপ দর্শন, তদাজ্ঞা কি রূপে প্র-তিপালন করিবেন, প্রভু কি কার্য্যের দ্বারা তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইবেন, কি কার্য্যে কি পরি-মাণ লাভ হইবে, ইত্যাকার নানা প্রকার ভা-বনা করেন। পরাশ্রিত লোকেরা শীত, বা-তাস, রৌদ্রেতে দিবা যামিনী যে ক্লেশ সহন করেন, বুদ্ধিমান লোকেরা তাহার একাংশ ক্লেশ স্বীকার পুরঃসর অন্যান্য কর্ম্মের দ্বারা সুখী হন এবং যে প্রকার তপস্যার দ্বারা জগৎ-কর্ত্তার কৃপাভাজন হইতে পারা যায় তাহাও

দাসত্বাপেক্ষা সহস্রাংশে ন্যূন পরিমাণে ক্লেশ স্বীকার করিলেই সমাধা হইতে পারে। বারাঙ্গনারা ধন গ্রহণার্থে যে প্রকার বেশবিন্যাস করত আপনাপন শরীরকে পরের উপকারে নিয়োগপূর্ব্বক ক্ষয় করে, ভৃত্যগণকে তদ্রূপ বেশধারণপূর্ব্বক আপনাপন শরীরকে অন্যের সেবায় নিক্ষেপ ও নষ্ট করিতে হয়। দাসের ন্যায় পথে পদসঞ্চালন করিলেই যে প্রভুদিগের কৃপাপাত্র হইতে পারিবেন এমতও নহে, কেননা প্রভুদিগের কৃপাদৃষ্টি করণান্তরের দ্বারা প্রায়ই অসৎপাত্রে পতিত হয়। ভৃত্যবর্গের মধ্যে যিনি অদ্বিতীয় ধীশক্তিসম্পন্ন তিনিও আপনার বুদ্ধ্যানুসারে কোন কর্ম্ম করিতে পারেন না, প্রভু আজ্ঞা প্রতিপালনেই তাঁহাকে বাধ্য হইতে হয়। অনেক সময়ে উচ্চপদস্থ দেশীয় দাম্ভিকতম মহোদয়েরা এমত অন্যায় বাক্যবাণ প্রহার করেন যে তজ্জ্বালায় শরীর জর্জ্জরীভূত হইতে থাকে। দাসত্বের দ্বারা

জ্ঞানবান ব্যক্তিরাও ত্বরায় মূঢ়তাপ্রাপ্ত হন, অর্থাৎ তাঁহারদের হস্তে যে কর্ম্মের ভার থাকে সেই কর্ম্মের শুভফল প্রত্যাশায় লোকেরা নিয়তই তাঁহাদিগকে অদ্বিতীয় বুদ্ধিমান, অতিশয় ন্যায়পর, ধার্ম্মিক ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা তোষামোদ করে, তাঁহারা ঐ প্রকার বাক্যে বিশ্বাস করত আপনারদিগকে সেই সেই গুণযুক্ত বোধ করেন। কোন ভৃত্য যদি মৌন থাকেন তবে তাঁহাকে মূর্খ বলে, যদি বাক্‌পটু হন তবে তাঁহাকে বহুভাষী বলে, যদি ক্ষমাবান হন তবে তাঁহাকে ভীরু বলে, যদি কিছু সহন না করেন তবে তাঁহাকে প্রায়ই অনভিজ্ঞাত বলে, যদি সমীপে বসেন তবে তাঁহাকে অসভ্য বলে, যদি দূরে বসেন তবে তাঁহাকে মৃদু বলে। সেবকদিগকে কখন অসৎ কর্ম্মে পুরস্কার কখন বা সৎকর্ম্মে তিরস্কার ভোগ করিতে হয়। প্রভুদিগের অনেক প্রকার আশ্বাসবাক্যে আবদ্ধ হইতে হয়, শেষে কোন আশাই ফলবতী হয়

না। কখন মিথ্যা কথাও প্রভুরা বিশ্বাস করেন, কখন সত্য বলিয়াও নিন্দুক হইতে হয়। ভৃত্যগণ যৎসামান্য ব্যক্তিদিগের স্থানে কিছু সম্মান লাভের জন্য অতি অসজ্জনের নিকট নত হন, জীবন ধারণের জন্য প্রাণত্যাগ করেন, সুখের জন্য নিয়ত দুঃখভোগ করিয়া থাকেন; যাবজ্জীবন আপনারদের চরিত্র অত্যুৎকৃষ্ট রাখিয়া এবং যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম সহকারে প্রভু আজ্ঞা যথাবিধি প্রতিপালন করিয়াও প্রভুদিগের কৃপাভাজন হইতে পারেন না। কোন কোন দাস অন্যায়পথে পদসঞ্চালন পূর্ব্বক কোন বিশেষ কারণে প্রভুর কৃপালাভ করেন দৃষ্টে যদি অন্য দাস ঐ পথে চলিতে যান তবে তাঁহাকে অসীম ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। প্রভু ন্যায়পথ অতিক্রম করিয়াছেন কি করিতেছেন যিনি বলেন তখনি তাঁহার প্রাণ যায়। ধূর্ত্তেরা যে সমস্ত হেতু ক্রমে আপনাপন প্রভুকে ভুলায়, যদি কোন সচ্চরিত্র দাস-

কর্ত্তৃক তদুল্লেখ হয়, তবে তখনি প্রভু তৎপ্রতি খড়্গহস্ত হন। এই সমস্ত দুর্দ্দশা দৃষ্টে বিজ্ঞেরা ধার্য্য করিয়াছেন যে পরের অনধীন যে জীবিকা তাহাই জন্মের সাফল্য, পরাধীনেরা যদি জীবন ধারণ করে তবে আর মৃত্যুমুখে কে পতিত হইয়াছে? ভিক্ষা, নীতিশাস্ত্রকারেরা ধার্য্য করিয়াছেন যে বরং প্রাণত্যাগও ভাল তথাপি যাচ্ঞা বিধেয় নহে। অধুনা যাচকদিগের যে প্রকার সমাদর তাহাও সকলের দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ভারতবর্ষের অচতুর হিন্দুবর্গের এই এক বিশ্বাস আছে যে সময়, স্থান এবং পাত্র বিশেষে দান করিলেই পরকালে অক্ষয় স্বর্গলাভ হইবে, এতদভিপ্রায়ে সংক্রান্তি পৌর্ণমাসী প্রভৃতি দিবস সকল, চন্দ্র বা সূর্য্যগ্রহণকাল, ভাগীরথীতীর, বারাণস্যাদি স্থান সকল, ব্রাহ্মণ জাতি পাত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাতেই হতভাগ্য ব্রাহ্মণ জাতির বালকদিগকে উপনয়ন কালেই “ভিক্ষাং দেহি”

মন্ত্রে দীক্ষিত করত স্কন্ধে ভিক্ষার ঝুলি দিয়া ভিক্ষা শিক্ষা দেয়। ভিক্ষামন্ত্রে দীক্ষিত হওনানন্তর কেহ কিঞ্চিৎ সংস্কৃত কেহ বা অন্যান্য বিদ্যাভ্যাসের সময়েই অধ্যয়ন ক্লেশকর বিবেচনায় তৎপ্রতি অনাদরপূর্ব্বক মনে মনে ধার্য্য করেন যে প্রতিগ্রহ বা ভিক্ষার দ্বারা উদর পোষণ করিব এবং কতক গুলিন তোষামোদজনক বচন কণ্ঠস্থ করিয়া রাখেন। ঐ কুসংস্কার ক্রমশঃ অনেকের অন্তঃকরণে এমত বদ্ধমূল হয় যে তাঁহারা যৌবনসোপানে পদার্পণ মাত্র, কেহ বা তৎপূর্ব্বেই ঐ পথ অবলম্বন করেন। ঐ আচরণ দৃষ্টে অন্যান্য জাতীয় কোন কোন বালক ভূদেবদিগের অনুগামী হওত বৈষ্ণবাদির বেশ ধারণ করিয়া থাকেন। স্বদেশে যে পরিমাণ ভিক্ষালাভের প্রত্যাশা আছে তদ্গ্রহণার্থে সদসৎ ব্যক্তিসমূহের দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণপূর্ব্বক বহুতর কষ্টে অনেকের যৎকিঞ্চিৎ অর্থ লাভ না হয় এমত নহে কিন্তু

ঐ ব্যবসায়ে প্রবর্ত্ত হওনের কিঞ্চিৎ পরেই অনেককে ধনীদিগের নানাবিধ কটুকাটব্য বাক্য শুনিতে ও তাঁহারদের দ্বারবানগণের হস্ত নিয়তই গলদেশের আভরণ স্বরূপ জ্ঞান করিতে হয়। ওদিকে ঐ ভিক্ষুক মহাত্মাদিগের ব্যয় এতাদৃশ বৃদ্ধি হয় যে তাঁহারদের ভিক্ষালব্ধ ধনের দ্বারা আর চলে না, তখন কেহ চৌর্য্য কেহ ধনীদিগের ঠাকুরবাটী সকলের পরিচারকের, কেহ বারবিলাসিনীদিগের পর্য্যন্ত পাচকের কার্য্যে নিযুক্ত হন, কেহ বা মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে আরম্ভ করেন এবং যাঁহারা তাহাতে অক্ষম হন তাঁহারা আপনাদিগকে ধার্ম্মিক অভিমানে নানা প্রকার বেশ ধারণপূর্ব্বক স্বদেশে ও বিদেশে বহুরূপীদিগের ন্যায় হা অন্ন! হা অন্ন! উল্লেখে পরিভ্রমণ করিতে থাকেন। অনেকে সপরিবারে নানা তীর্থে গমন করত বহু ব্যক্তির উপাসনার দ্বারা তীর্থযাত্রীগণের ত্রাণকর্ত্তা ও ত্রাণকর্ত্রী হইয়া বসেন, তদ্দ্বারাও

সকলে স্বচ্ছন্দে উদর পোষণ করিতে পারেন না, সেখানেও কেহ কেহ উচ্চ মূল্যে কন্যা বিক্রয়, কেহ কেহ মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান, কেহ ২ চৌর্য্যবস্তু ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবসায় ইত্যাদি নানা প্রকার চাতুরী করেন; কুকর্ম্ম যত আছে তৎ সমুদায়ের শেষ করিয়াও অন্নাভাবে জঠর যন্ত্রণাতেই প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। এই সমস্ত ব্যাপার দৃষ্টে কি ভদ্র কি ইতর কোন ব্যক্তিকেই ভিক্ষাজীবী হইব এমত সংকল্প করা প্রাণান্তকালপর্য্যন্ত কর্ত্তব্য নহে।

যিনি এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাকেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে, এমত কোন কার্য্যই নাই যদ্দ্বারা মৃত্যু নিবারিত হইতে পারে, এই বিবেচনায় যদি সকলে কৃতনিশ্চয় হন যে যদি অন্নাভাবে প্রাণ বিয়োগ হয় তথাপি তজ্জন্য অন্যের দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ বা ভিক্ষায় প্রবর্ত্ত হইব না, তবে অন্যান্য উপায় দ্বারা অবশ্যই আপনাপন সংসারযাত্রা

নির্ব্বাহ করিতে পারেন এবং জগৎপাতা তাঁ-
হারদের প্রতি সদয় হন ইহাতে সংশয় নাই।
সকলেই নানা শাস্ত্রার্থ পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক দে-
খুন দেখি এই জগতের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণী-
বর্গের আহারোপযোগী ব্রীহি যবাদির সৃষ্টি
হইয়াছে, এবং যখন মনুষ্য ভিন্ন অপর কোন
প্রাণী অন্যের দাসত্বে বা ভিক্ষায় আবদ্ধ নাই,
সকলেই আপনাপন শ্রম ও যত্ন সহকারে
মনোনীত আহার ও মনোনীত স্থানে বাস
করিতেছে, তখন মনুষ্যকে যাবজ্জীবন অন্যের
দাসত্বে বা ভিক্ষায় প্রবর্ত্ত করিবার অভিপ্রায়
জগদীশ্বরের কখনই নাই, তৎকৃপা সর্ব্বভূতে
সমভাবেই চিরকাল আছে, ঐ কৃপাবলেই এক
এক জাতি জীব সকলেই ইন্দ্রিয়বর্গ সমভাবে
প্রাপ্ত হইয়াছে, কোন প্রাণীতে ন্যূনাধিক্য
কিছুই নাই। নিয়তই দৃষ্ট হইয়া থাকে যে
মনুষ্য ভিন্ন অপর সমস্ত জীব আপনাপন সা-
ধ্যমত শ্রম উপলক্ষে আপনাপন অভিলাষ

প্রকৃষ্টরূপে পূর্ণ করিতেছে। এ অবস্থায় মনু-ষ্যগণ আপনাপন ইন্দ্রিয়বর্গকে যথানিয়মে ন্যায়পথে চালনা করিলে তাঁহারদের অভীষ্ট অবশ্যই সিদ্ধ হইবে।

যদি কেহ এমত বলেন যে, যে জাতির যে কর্ম্ম শাস্ত্রে বিধান হইয়াছে ঐ জাতিকে প্রাণান্তেও অন্য জাতির কর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে, তদু-ত্তর এই যে যদি প্রত্যেক জাতি শাস্ত্রাজ্ঞা যথা-বৎ প্রতিপালন করিতে পারেন করুন। ফ-লতঃ এক্ষণে কেহই তাহাতে সক্ষম নহেন এবং ইহার পরেও হইবেন না; তদ্যথা—শম, (ঈ-শ্বরবিষয়ক শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন ব্যতি-রিক্ত বিষয় হইতে অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ) দম, (শ্রবণাদি ভিন্ন বিষয় হইতে বাহ্যেন্দ্রিয়ের নি-বৃত্তি) তপস্যা, শৌচ, ক্ষান্তি, আর্জ্জব, (সারল্য) জ্ঞান, বিজ্ঞান, আস্তিকত্ব এই নয়টী ব্রাহ্মণের। শৌর্য্য, তেজঃ, ধৃতি, দাক্ষ্য, যুদ্ধে অপলায়ন, দান, ঈশ্বরভাব এই সাতটী ক্ষত্রিয়ের। কৃষি,

গোরক্ষ, বাণিজ্য এই তিনটী বৈশ্যের এবং ঐ জাতিত্রয়ের পরিচারকতা শূদ্রের স্বভাবসিদ্ধ কর্ম্ম এই মত শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যিনি কেবল স্বজাতীয় কর্ম্মে তৃপ্ত থাকিতে পারিবেন তাঁহাকে অন্য জাতির কোন কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হওয়া অনুচিত। সকলেই পক্ষপাতশূন্য বিবেচনা করিলেই জানিতে পারিবেন যে এক্ষণে কয় জন কেবল স্বজাতীয় কর্ম্মে রত আছেন, অন্য জাতীয় কোন কর্ম্ম করিয়া থাকেন না। যদি এমত উপপন্ন হয় যে সকলেই আপনার জাতীয় কোন কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন এবং অন্য জাতীয় কোন না কোন কর্ম্ম করিতেছেন, তবে ভিক্ষা ও দাসত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক বাণিজ্যে ও কৃষিকার্য্যে প্রবর্ত্ত হওয়ায় দোষ কি আছে? এ দেশের লোকের আর এই একটী কুসংস্কার আছে যে যাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা যেমত বাণিজ্য বা কৃষিকার্য্য করিয়াছেন, তিনি তদতিরিক্ত আর কিছুই করিতে

চাহেন না। যাঁহার পূর্ব্বপুরুষ লবণের ব্যবসায় করিয়াছেন তাঁহাকে লবণ ভিন্ন তুলাপ্রভৃতি অন্য কোন দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করিতে নাই; যাঁহার পূর্ব্বপুরুষ ধান্যের চাষ করিয়াছেন তাঁহাকে ইক্ষুপ্রভৃতি আর কোন শস্য রোপণ করিতে নাই; শিল্পীদিগের মধ্যে যাহার পুর্ব্ব পুরুষ মোটা বস্ত্র বপন করিত তাহাকে মোটা ভিন্ন চিক্কণ কাপড় বুনিতে নাই বিবেচনা করেন; এমন কি যাঁহার পুর্ব্বপুরুষ নারিকেল বৃক্ষ রোপণ করেন নাই তিনি ঐ বৃক্ষও রোপণ করেন না অথচ যাঁহার পুর্ব্বপুরুষ কখন কোন উৎকট পাপজনক কর্ম্ম করেন নাই এমত অনেককে নানা প্রকার দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত দেখা যায়। এতদ্রূপ ব্যবহারের দ্বারা মনুষ্যের অবস্থা কোন ক্রমেই উন্নত হইতে পারে না। মানবজাতি কোন সময়ে আপনারদের আবাস গৃহ নির্ম্মাণ করিতে জানিত না, পরে কোন ব্যক্তি বৃক্ষের পত্র বা কোন প্রকার তৃণগুচ্ছের

দ্বারা কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তদনুসারেই ক্রমশঃ শিল্পকর্ম্মের এতাদৃশ আধিক্য ও পারিপাট্য হইয়াছে এবং তদুপলক্ষে পৃথিবীর অন্যান্য ভাগের লোকেরা অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছেন, দুর্ভাগ্যপ্রভাবে কেবল এই দেশস্থ লোকেরা গড্ডলিকাপ্রবাহবৎ কুসংস্কারে আবদ্ধ হওত সৌভাগ্যের মুখ অবলোকন করিতে পারিতেছেন না, ঐ কুসংস্কারের দৃঢ়শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভের পর যখন তাঁহারা সকলে বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়া এক একটী কার্য্য এক্ষণে যে ভাবে চলিতেছে, যে উপায় দ্বারা তদুন্নতি সাধন হইতে পারে ধার্য্য করণে সক্ষম হইবেন, তখনি তাঁহারা বাণিজ্যের ও কৃষিকার্য্যের প্রকৃত রসাস্বাদন করিবেন এবং যাঁহারা বিবেচনা করিবেন তাঁহারদের পূর্ব্বপুরুষেরা যেমত কর্ম্ম করিয়াছিলেন তদতিরিক্ত তাঁহারদিগকে কিছুই করিতে নাই তাঁহারদের অবস্থা ক্রমশই অবনত হ-

ইবে। সকলের আপনাপন সাধ্যমত ভূমিসম্পত্তি রাখাও শ্রেয়স্কর।

পরিণয়বিষয়ক।

বঙ্গদেশস্থ মহাত্মাদিগের উদ্বাহ প্রথা স্মরণ করিলেই হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে এবং অন্য কোন দেশস্থ লোকের সভায় ঐ প্রথার কোন উল্লেখারম্ভ হইলে বিজ্ঞমাত্রকে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিতে হয়। এই প্রথাবলম্বন পূর্ব্বক কত শত শান্তস্বভাব মহানুভবদিগকে যাবজ্জীবন অপরিসীম ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছে, কত সহস্র সম্ভ্রান্ত পরিবারকে জনসমাজে হেয় হইতে হইয়াছে, কত সহস্র ব্যক্তিকে লোকাচার রক্ষার জন্য ধর্ম্মপথ অতিক্রম করিতে হইয়াছে, কত শত ব্যক্তিকে রাজদ্বারে দণ্ডার্হ হইতে হইয়াছে, ইহার ইয়ত্তা হয় না। তদ্বিশেষ

এই যে এক এক ব্যক্তি আধুনিক কৌলিন্য মর্য্যাদাপ্রভাবে আপনার কিছুমাত্র অর্থ সঙ্গতি না থাকাতেও বহুতর দারপরিগ্রহ করিতেছেন; কেহ কেহ ঐ মর্য্যাদা বা ধনাভাবে রণ্ডাশ্রমেই জীবনাবসান করিতেছেন, অনেকে আপনারদের সর্ব্বস্ব হস্তান্তর করত মূল্য দিয়া বিবাহ করিতেছেন; অনেকে বার্দ্ধক্য বা রুগ্ন অবস্থায় কৌলীন্যমর্য্যাদা অথবা অর্থবলে বালিকাদিগের পাণিগ্রহণ করিতেছেন। বিবাহের পুর্ব্বে দম্পতী পরস্পরের রূপ, গুণ, বিদ্যা, বুদ্ধি, আচার, ব্যবহার বা পরস্পরের বংশের স্বভাব কেহই পরীক্ষা বা তৎপ্রতি কোন বিবেচনা করিয়া থাকেন না, অর্থগ্রাহী পাষণ্ড ভণ্ড ঘটকাদির বাচনিক ঐ সকল বৃত্তান্ত প্রায় সকলেই অবগত হইয়া থাকেন, অথচ যখন এক ব্যক্তি কোন সামান্য দ্রব্য অন্যের দ্বারা সংগ্রহ করণের স্থলে যদি তাহা মনোনীত না হয়, তবে ঐ বস্তু অত্যল্পকাল স্থায়ী হইলেও,

বরং অনেকেই গৃহে থাকিয়াই অসৎপথাবলম্বিনী হওত গর্ভধারণ করিবামাত্র তাঁহারদের পিতা, ভ্রাতা, শ্বশুর, শাশুড়ী, দেবরাদি যে কেহ থাকেন তিনি ধর্ম্ম ও রাজদণ্ডের ভয় উপেক্ষা করত বিশেষ যত্ন সহকারে ঐ গর্ব্ভপাত করিয়া দেন। কথিত কুব্যবহার সকল দৃষ্টে স্ত্রীগণের উপর দোষ দেওয়া অপক্ষপাতী মহোদয়দিগের কদাচই কর্ত্তব্য নহে, উপরে যে কয়েক প্রকার বিবাহ কথিত হইয়াছে তত্তাবতই ঐ কুব্যবহারের আমূল বলিতে হইবে। জরায়ুজ এবং অণ্ডজ দেহে যে সমস্ত বৃত্তি জগদীশ্বর কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে কামবৃত্তিই অন্যান্য বৃত্ত্যপেক্ষা অনিবার্য্য ; ঐ বৃত্তি পোষণ এবং অপত্যোৎপাদনার্থ জগৎকর্ত্তা ঐ দ্বিবিধ জীবকে স্ত্রী পুরুষ সংযোগের নিয়ম ধার্য্য করিয়া দিয়াছেন, তদনুসারে উহার এক স্ত্রী এক পুরুষ সংযোজিত হওত বিশ্বনিয়ন্তার ধার্য্য নিয়ম প্রতিপালন করিতেছে।

কেবল মনুষ্য অন্যান্য প্রাণিগণাপেক্ষা জ্ঞানী, ইত্যভিমানে আপনাপন বুদ্ধি অনুসারে দেশ-ভেদে বিবাহসম্বন্ধে নানা প্রকার নিয়ম ক্রমশঃ ধার্য্য করিয়াছেন। সেই সকল নিয়মানুযায়ী উদ্বাহ নির্ব্বন্ধের পর যদি দম্পতী উভয়েই পরস্পরের মনোনীত হয় এবং সেই ভাব তদুভয়ের জীবনান্তকালপর্য্যন্ত থাকে তবে কোন অনিষ্ট সঙ্ঘটিত হয় না, নতুবা উভয়ে যে গতিতে পারুন আপনাপন অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকেন, ইহাতে লিখিত ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি কি অন্য প্রকার তাড়নাদি কিছুই প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে পারে না। যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে শাস্ত্রানুসারে বিবাহ নির্ব্বাহের পর লিখিত শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম ও লোকভয়ে দম্পতীর মধ্যে কোন এক জন ব্যভিচারে লিপ্ত হইবেন না, তাঁহারদিগকে অদূরদর্শী ভিন্ন আর কি বলিব? কেননা শোণিত ও শুক্রের দ্বারা কামক্রীড়াপ্রভাবে যে সমস্ত শরীর উৎপন্ন হই-

য়াছে তদ্দ্বারা কাষ্ঠ পাষাণাদি স্থাবর পদার্থের কার্য্য কোন মতেই সম্পন্ন হওনের নহে। ঐ প্রকার বিবেচক মহোদয়গণ আরও একটী কথা স্মরণ করুন দেখি যে, তাঁহারদের মধ্যে যাঁহার পত্নী মনোরমা নহে তিনি সে জন্য কি পরিমাণে সন্তাপ ভোগ করিতেছেন এবং তাঁহাকে ও অপর অনেককে অন্য চেষ্টা করিতে হইয়াছে কি না। স্ত্রীজাতির পুরুষাপেক্ষা অষ্টগুণ অধিক কামসত্বে যে সকল স্ত্রীর পতি মনোমত হয় না এবং যাহারা বিবাহের পর যাবজ্জীবন পতিমুখাবলোকন করিতে পান না তাঁহারদিগকে স্বভাবজাত শাস্ত্রানুসারে অন্য পুরুষদিগের প্রণয়পাশে বদ্ধ হইতে হয় ইহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই।

পুর্ব্বোক্ত দুর্ঘটনা সকলের প্রতি বিশেষ ৰূপ দৃষ্টি রাখিলেও কেহ এমত প্রত্যাশা করিতে পারিবেন না যে পরিণয়সম্বন্ধে যে দেশে যে প্রথা চলিতেছে হঠাৎ তাহা সমূলে উন্মূলিত

হইবেক, কিন্তু এক্ষণকার কৃতবিদ্য সভ্য এবং পুরাতন বিজ্ঞ মহানুভাবগণ যদি জিগীষা পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করিতে কিঞ্চিৎ যত্ন করেন এবং আপনাপন সন্তান সন্ততিদিগকেও এতদ্বিষয়ে যত্নবান হওনার্থে উপদেশ দেন ও আপামর সাধারণ সকলেই এই বিষয়ের আলোচনা নিয়ত করিতে থাকে তবে কোন কালে ঐ প্রথার পরিবর্ত্তন হওয়া আশ্চর্য্য নহে বিবেচনায় যে কয়েকটী নিয়ম বলিতেছি, ভবিষ্যতে সকলে তদনুবর্ত্তী হইলে কিছু ফল অবশ্যই লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে। ঐ সকল নিয়ম এই এই।

প্রথমতঃ। এক্ষণে বালিকাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দেওনের যে প্রথা স্থানে স্থানে চলন হইয়াছে, যাহাতে ঐ রীতি সর্ব্বত্র সম্পূর্ণভাবে প্রচলিত হয় ও সমস্ত বালিকাগণ বার বৎসর বয়সপর্য্যন্ত প্রকাশ্য পাঠশালায় ও তদনন্তর ষোল বৎসর বয়সপর্য্যন্ত স্ব স্ব আলয়ে বিদ্যাভ্যাস করত

সমস্ত নীতিশিক্ষা এবং জ্ঞানলাভ করিতে পারেন এ বিষয়ে দেশস্থ সকলেই উৎসুক হউন। বালিকাদিগকে যৎসামান্য লেখা পড়া শিখাইয়া দেশের গৌরব বৃদ্ধির প্রয়োজন নাই।

দ্বিতীয়তঃ। বালিকাদিগের প্রথমাবধি শেষপর্য্যন্ত পাঠ উপযোগী পুস্তক সকলের মধ্যে এরূপ উপদেশযুক্ত দুই এক খানি পুস্তক নিয়তই থাকা আবশ্যক যে তৎপাঠে উঁহারদের এমত দৃঢ় সংস্কার জন্মে যে মূর্খ, দরিদ্র, লম্পট, কি স্ত্রী পুত্ত্রদিগকে প্রতিপালনাক্ষম পুরুষকে যে কামিনী পাণিপ্রদান করিবেন তাঁহার দুর্গতির সীমা থাকিবে না, তিনি কখনই সাংসারিক কোন সুখের মুখাবলোকন করিতে পারিবেন না। পুরুষ অতি সুগঠন না হইলেও হানি নাই, স্ত্রীপুত্ত্রদিগকে প্রতিপালন করণে সক্ষম, ধার্ম্মিক, বিদ্বান্, যুবা ও সদ্ব্যবহারী হইলেই তাঁহাকে সুপাত্র বলা যাইতে পারে।

তৃতীয়তঃ। পতিব্রতা ধর্ম্ম কি? এবং সেই ধর্ম্ম কি প্রকার আচরণের দ্বারা রক্ষা হয়? রক্ষা হইলে পরে তাহার চরম ফল কি? এই সকল বিষয়ঘটিত হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রাদি হইতে অনুবাদপূর্ব্বক বঙ্গভাষায় নানা প্রকার পুস্তক লিখিত হইয়া বালিকাদিগের দ্বারা নিয়ত পঠিত হইতে থাকে এবং আদিরসঘটিত পরকীয় নায়কনায়িকাদিগের বৃত্তান্তসম্বন্ধীয় কোন পুস্তক বালিকাদিগের দৃষ্টি বা শ্রুতিপথে পতিত হইতে না পায়।

চতুর্থতঃ। বালিকাগণ যৌবনসোপানে পদার্পণের পূর্ব্বে উহারদের বিবাহ বা তৎসম্বন্ধ ধার্য্য না হইয়া উহারা যে সময়ে বিবাহের উদ্দেশ্য বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম এবং ভাবী পতির গুণ দোষ নির্ণয় করিতে পারিবে সেই সময়ে বিবাহের সম্বন্ধ হইতে থাকে।

পঞ্চম। বিবাহের পূর্ব্বে স্ত্রীপুরুষ উভয়কে এমত জ্ঞানবান হওয়া উচিত যে উভয়েই প-

রস্পরের স্বভাবের, মতের ও অভিলাষের এ-
কতা ধার্য্য করিতে পারেন এবং ঐ প্রকার
ঐক্যমত ব্যতীত ও পুরুষের ২০ বৎসর ও স্ত্রীর
১৪ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে কোন বিবাহ নির্ব্বাহ
না হয়। ঐ একতা ধার্য্যের ভারও ধূর্ত্ত ঘটক-
দিগের প্রতি অর্পণ না করিয়া যাঁহারদের বি-
বাহ হইবে তাঁহারা উভয়ে আপনাপন হস্তে
রাখিবেন।

ষষ্ঠ। বিদ্যা, বুদ্ধি, বংশমর্য্যাদা, অর্থ-
সঙ্গতিসম্বন্ধে স্ত্রী পুরুষ উভয়ে তুল্য বা কিঞ্চি-
ন্ন্যূনাধিক বংশোদ্ভব ব্যতীত কাহারও বিবাহ
না হইতে পায়, কারণ ঐ সকল বিষয়সম্বন্ধে
উভয়ে অধিক অসমভাবান্বিত হইলে একের
প্রতি অন্যকর্ত্তৃক অধিক গর্ব্ব ও ঘৃণা নিয়তই
প্রকাশ হইবে ও তৎপ্রযুক্ত এক জন যাবজ্জী-
বন ম্রিয়মাণ থাকিবেন এবং ঐ প্রকার দম্প-
তীর অপত্যগণ না পিতৃবংশের না মাতৃবং-
শের প্রকৃতিপ্রাপ্ত হইবেন।

সপ্তম। পুরুষবর্গ সুদৃঢ়প্রতিজ্ঞারূঢ় হইবেন যে বিদ্যা এবং সদ্ব্যবহারহীনা কোন কামিনীর পাণিগ্রহণ করিবেন না।

অষ্টম। পুরুষদিগের এক বনিতা বর্ত্তমানে বহুতর দারপরিগ্রহণের যে প্রথা এক্ষণে চলিতেছে, তাহা এই মত সংশোধিত হওয়া উচিত যে, যদি কোন পুরুষের প্রথমা বনিতার গর্ব্ভে সন্তান সন্ততি না জন্মে ও জন্মিবার সম্ভাবনা কোন বিশেষ কারণে রহিত হইয়া যায়, কি ঐ বনিতার ব্যভিচারদোষ ঘটিয়া থাকে তবেই তিনি অন্য এক বিবাহ করিতে পারিবেন নতুবা অন্য কোন কারণে নহে।

নবম। কুষ্ঠাদি উৎকটোৎকট রোগাক্রান্ত বংশোদ্ভবা, কপিলা অর্থাৎ পিঙ্গলবর্ণকেশা, নিয়ত ব্যাধিযুক্তা, গাত্রে লোমরহিতা অথবা দীর্ঘলোমযুক্তা, বহু পুরুষভাষিণী, অধিকাঙ্গী অর্থাৎ কোন হস্তে বা পদে ষড়ঙ্গুল্যাদি

বিশিষ্টা, পিঙ্গলাক্ষী এ সমস্ত কন্যা বিবাহে সর্ব্বদাই ত্যাগ করা আবশ্যক।

দশম। বিবাহের পূর্ব্বে স্ত্রী পুরুষের বর্ণাদি মিলনের যে বিধি জ্যোতিঃশাস্ত্রে আছে ঐ বিধির অন্যথাচরণ কোন স্থলেই হইতে না পায়।

উপরোক্ত নিয়মসকল ধার্য্য করিতে গেলে যদি এমত আপত্তি প্রদর্শিত হয় যে, হিন্দু বালিকাগণকে বিদ্যাভ্যাস করিতে শাস্ত্রে নিষেধ আছে, কোন কামিনী বিবাহের পূর্ব্বে ঋতুমতী হইলে তাহার চতুর্দ্দশ পুরুষকে নরকগামী হইতে হইবে, বঙ্গদেশস্থ কৌলীন্যমর্য্যাদা লুপ্ত হইয়া যাইবে, অর্থেচ্ছু মহাশয়েরা আপনাপন কন্যাগণকে বিক্রয় করিতে পারিবেন না, তবে বক্তব্য এই যে পূর্ব্বে অতি সম্ভ্রান্ত সমস্ত পরিবারস্থা কন্যাগণ সকলেই নানা বিদ্যায় নিপুণা হওনানন্তর আপনাপন ইচ্ছামত পাত্রে পাণিপ্রদান করিয়াছেন, অতি শৈশবা-

বস্থায় পিতা মাতার ইচ্ছাক্রমে কোন কুলবা-
লাই পরিণীতা হন নাই। সকলের বিদিতার্থ
কএকটীর নামোল্লেখ করিতেছি; যথা—দেব-
যানী, মৈত্রেয়ী, জানকী, শকুন্তলা, রুক্মিণী,
দময়ন্তী, দ্রৌপদী, উত্তরা। যদি স্ত্রীজাতিকে
বিদ্যাশিক্ষা এবং যৌবনাবস্থায় পাণিপ্রদান
করিতে শাস্ত্রে নিষেধ থাকিত তবে ঐ সকল
সৎকুলোদ্ভবা কামিনীরা কখনই নানা বিদ্যায়
ভূষিতা ও যৌবনাবস্থায় পরিণীতা হইতেন না,
তাঁহারদের সময়ে এক্ষণকার পণ্ডিতগণাপেক্ষা
অধিক জ্ঞানবান ধার্ম্মিক পণ্ডিত সকল বর্ত্তমান
ছিলেন, তাঁহারা এবং ঐ কামিনীগণের পিতা
ভ্রাতাপ্রভৃতি সকলেই ধর্ম্মশাস্ত্রে যে রূপ ব্যুৎ-
পন্ন ছিলেন, অধুনা তেমন এক জনও কুত্রাপি
দৃষ্ট হয় না। পূর্ব্বকালের ঐ প্রথা দৃষ্টে সক-
লেই অনুমান করিতে পারিবেন যে হিন্দুজাতি
সভ্য থাকার সময়ে কথিত প্রথা ঐ জাতি
মধ্যে চলিত ছিল, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের

অসভ্যতা সেই সকল দেশ হইতে উন্মূলিত হওত ভারতবর্ষে আগত হওনের পরেই যে সময়ে হিন্দুদিগের সাধু ব্যবহার অন্যান্য দেশে প্রস্থান করিয়াছে, তখনি কতক গুলিন চতুর ব্যক্তি এক পরামর্শী হওত বাল্যাবস্থায় কন্যা-গণের বিবাহ না দিলে পিতা মাতার অভি-লাষমত পাত্রে কন্যা প্রদত্তা হইবে না, তাহা না হইলেই শুক্রবিক্রেতা মহাশয়েরা আপনা-পন কন্যাগণকে উচ্চ মূল্যে বিক্রয় এবং বংশ-গৌরবাভিমানীরা আপনাপন দুহিতাগণকে বিবাহাজীবি পাত্রে সম্প্রদান করিতে অক্ষম হইবেন অনুমানে ধার্য্য করিয়াছেন যে অষ্টম বর্ষের মধ্যে কন্যাদানেই বিশেষ ফল আছে এবং অদত্তা কন্যা পিতৃগৃহে রজস্বলা হইলে সেই শোণিত ঐ কন্যার পিতৃপুরুষেরা পান করিবেন। ঐ ব্যবস্থা যদি কোন প্রাচীন-শাস্ত্রসম্মত হইত তবে পূর্ব্বকালে ঋষিগণ ও রাজগণ তদ্বিরুদ্ধ ব্যবহাররত এবং এক্ষণকার

কুলীন মহোদয়দিগের গৃহেও মেলমত পাত্রা-ভাবে অদত্তা কন্যাগণ বার্দ্ধক্যাবস্থাপ্রাপ্তা হই-তেন না, বরং ঐ কন্যাগণের ঋতুকালে তাঁ-হারদের মৃত পিতাপিতামহপ্রভৃতি প্রতি মাসে পিতৃলোক হইতে আগমন পুরঃসর শোণিত পান করিতেন। এক্ষণকার প্রচলিত কৌলীন্যমর্য্যাদাও কোন পুরাতন কি আধু-নিক শাস্ত্রমূলক নহে। কথিত আছে বৈদ্য-জাতি কোন ব্যক্তি যৎসামান্য দেশের রাজা থাকার সময়ে বিশেষ কোন কার্য্য নির্ব্বা-হার্থে কান্যকুব্জ দেশ হইতে যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণকে আপনালয়ে আহ্বান করিয়াছিলেন, তাঁহারা রাজাজ্ঞা প্রতিপালনের পর স্বদেশে প্রত্যাগমনানন্তর জাতি মধ্যে অচল হইয়া-ছিলেন; পরে ঐ রাজার নিকট পুনরাগমন করিলে ভূপতি ঐ ব্রাহ্মণদিগকে আপনাধি-কার মধ্যে বাসস্থান দিতে বাধ্য হন। তৎ-পরে উক্ত রাজবংশীয় অপর এক জন কথিত

দ্বিজগণের বংশধরদিগের মধ্যে যাঁহারদের তো-ষামোদে পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন, সেই সকলকে আপন রাজ্যমধ্যে কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রদান ক-রিয়াছেন এবং আপনার গুরুকুলপ্রভৃতি যাঁ-হারা ব্যগ্রতা সহকারে চাটূক্তি করেন নাই তাঁহারদিগকে নিকৃষ্ট শ্রেণীতে রাখিয়াছেন। এই কৌলীন্যমর্য্যাদা তপস্যার দ্বারা লব্ধ নহে এবং ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে যে বিশিষ্ট বরের প্রসঙ্গ আছে তাহারও কোন লক্ষণ এক্ষণকার কু-লীনসন্তানগণে নাই। প্রোক্ত বিবাহের প্রথা চলন হইলে ঐ কৌলীন্যমর্য্যাদার বিশেষ হা-নিরও সম্ভাবনা দৃষ্ট হয় না, কেননা যে কোন কুলীনসন্তান উপরের কথিতমত সৎপাত্র বি-বেচিত হইবেন, তাঁহাকে কোন কামিনী অ-বশ্যই পাণিপ্রদান করিবেন, তৎকৌলীন্যম-র্য্যাদাই বিবাহের প্রতিবন্ধক হইবে না, বরং অন্যান্য গুণনিচয়ের সহিত ঐ মর্য্যাদা অধি-কতর গৌরবপ্রদ হইবে। কেবল বিবাহজীবি

যে কুলীন মহোদয়েরা বিবাহের পরে দক্ষিণা গ্রহণ ব্যতীত আপনাপন বনিতাগণের অঙ্গস্পর্শ করিতে ঘৃণা এবং পুরুষানুক্রমে শ্বশুর-বংশধরদিগকে শিষ্যানুশিষ্য বিবেচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারদের কুব্যবহার এবং স্ত্রীগণের উৎকট দুঃখ নিবারিত হইবে মাত্র। অর্থেচ্ছু মহোদয়েরা আপনাপন কন্যাগণকে বিক্রয় করিতে অক্ষম হইলে তদ্দারা ধর্ম্মের বা সাধু-ব্যবহারের কিছুমাত্র হানি হইবে না, যে হেতু মনুর ধর্ম্মশাস্ত্রে এবং মহাভারতে আদিপর্ব্বের ৭৩ অধ্যায়ে কথিত আছে যে হিন্দুজাতির বিবাহ অষ্ট প্রকার; যথা—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, পৈশাচ। বিদ্যা অর্থাৎ বেদ, শীল অর্থাৎ আচার, এতদ্বিশিষ্ট উত্তম কুলোদ্ভব ব্রাহ্মণকে স্বয়ং আহ্বানপূর্ব্বক বস্ত্রালঙ্কারের দ্বারা পূজা করিয়া বিশেষ বস্ত্র দ্বারা বর কন্যা উভয়কে আচ্ছাদন করত বিধিপূর্ব্বক কন্যা সম্প্রদানের নাম

ব্রাহ্ম। বিস্তারিত যজ্ঞেতে কর্ম্মকারী ঋত্বি-
ককে সম্যগ্রূপে অলঙ্কৃত করিয়া কন্যাদানের
নাম দৈব। স্ত্রীগবী ও পুঙ্গব এই দুইকে গো-
মিথুন কহে, বরের নিকট হইতে এক বা দুই
গোমিথুন ধর্ম্মের নিমিত্ত অর্থাৎ যাগাদি সি-
দ্ধির জন্য গ্রহণপূর্ব্বক কন্যাদানের নাম আর্ষ।
তোমরা উভয়ে ধর্ম্মাচরণ কর, অর্থাৎ যাহা
করিবে একবাক্য হইয়া করিবে, এইরূপ বা-
ক্যের দ্বারা প্রথম নিয়ম করিয়া পূজাপূর্ব্বক
কন্যাদানের নাম প্রাজাপত্য। কন্যার পি-
ত্রাদিকে অথবা কন্যাকে শক্ত্যনুসারে ধন দিয়া
স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কন্যা স্বীকারের নাম আসুর।
স্বকামপূর্ব্বক কন্যা বর পরস্পর অনুরাগ দ্বারা
যে আলিঙ্গনাদি করে তাহার নাম গান্ধর্ব্ব।
বলাৎকারে কন্যা হরণের নাম রাক্ষস। নি-
দ্রাবিভূতা ও মদবিহ্বলা এবং সম্যগ্রূপ শীল
রক্ষণে অসমর্থা এবম্ভূতা কন্যাকে নির্জ্জনে মৈ-
থুনধর্ম্মে প্রবৃত্তির নাম পৈশাচ। স্বায়ম্ভুব মনু

এই অষ্ট প্রকার বিবাহের মধ্যে প্রথম কথিত চারি প্রকার অর্থাৎ ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য বিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্ত; প্রথমাবধি কথিত ছয় প্রকার অর্থাৎ ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ববিবাহ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম; রাজারা সপ্তম প্রকার অর্থাৎ রাক্ষসবিবাহও করিতে পারেন; বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে আসুরবিবাহ ধর্ম্ম; এবং প্রথম গণিত পঞ্চম প্রকার বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্ম, দৈব ও প্রাজাপত্য এই তিন প্রকার বিবাহ সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্ম, আর্ষ ও আসুরবিবাহ ধর্ম্ম নহে এবং পৈশাচ ও আসুরবিবাহ কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে এই মত কীর্ত্তন করিয়াছেন। এক্ষণে ব্রাহ্মণজাতি মধ্যে চিরকাল কন্যা দৌহিত্রাদিকে প্রতিপালন ও জামাতাকে নিয়ত আগমনাদির দক্ষিণা দেওনাঙ্গীকারে মূর্খতম, অধার্ম্মিক, বেদাচারবর্জ্জিত, বাচাল, অকৃতজ্ঞ, দুই চারিটী মাদকপানরত, যার পর নাই দ-

রিদ্র, প্রায়ই কুণ্ড, বিবাহজীবি এক পাত্রে শতা-
ধিক কন্যাদান এবং কন্যার পরিমাণাপেক্ষা
অধিক রজতখণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক কন্যা বিক্রয় করা,
এই যে দুই প্রকার বিবাহ সচরাচর দৃষ্ট হইয়া
থাকে ইহা ঐ জাতির বিহিত কোন প্রকার
বিবাহের মধ্যে গণ্য নহে। যদি তাহাই না
হইল ও সেই প্রকার বিবাহেতে বিপ্রকুলের
ধর্ম্ম রক্ষা হইতে থাকিল, তবে উপরের কথিত
মত বিবাহপ্রথা প্রচলন হইলে তদ্দ্বারা ব্রা-
হ্মণদিগের অধিক ধর্ম্ম সঞ্চিত এবং দেশের অ-
নেক মঙ্গল সাধিত হওয়া সর্ব্বতোভাবেই স-
ম্ভব। কন্যাবিক্রেতা মহোদয়গণ আরও বি-
বেচনা করিবেন, যে তাঁহারদের গৃহে কেবল
কন্যাগণই জন্মগ্রহণ করিবে পুত্র জন্মিবে না,
এরূপ নিয়ম নাই, যেমন কন্যাগণের পণ ব-
লিয়া তাঁহারা কিছু অর্থ গ্রহণ করিতেছেন, তে-
মনি পুত্রগণের বিবাহকালে কন্যামূল্যপ্রদান
করিতে হইতেছে, এ অবস্থায় তাঁহারদের এ-

কাংশে ক্ষতি অন্য অংশে লভ্য হইবে, অথচ তাঁহারা শুক্রবিক্রয়পাপ হইতে নিবৃত্ত হইবেন। অধুনা কি কুলীন কি অন্য ব্রাহ্মণদিগের শাস্ত্রে বিহিত যে সমস্ত বিবাহ হইতেছে তৎপ্রতি আমার বক্তব্য কিছুই নাই। উপরে যে সমস্ত শাস্ত্র ও যুক্তি প্রদর্শিত হইল তদনুসারেই যে সহসা সকলে কর্ম্মানুবর্ত্তী হইতে পারিবেন এমত প্রত্যাশা নাই। এক্ষণকার পণ্ডিত ও শিষ্য যজমানজীবি মহাত্মাদিগের সম্মতি ভিন্ন বিবাহসম্বন্ধীয় কোন নূতন প্রথা প্রচলিত হইতে পারিবে না কিন্তু যে দেশে শুক্রবিক্রয় হয় সেই দেশ পতিত এবং বিশিষ্ট বরকেই কন্যা দান কর্ত্তব্য, ধর্ম্মশাস্ত্রে এই মত ব্যবস্থা থাকাতেও যখন তদ্বিরুদ্ধ অনেকে অপত্যস্নেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনাপন কন্যাগণকে পশ্বাদির ন্যায় বিক্রয় এবং কৌলীন্যমর্য্যাদার জন্য অনেকে অপাত্রে কন্যাদান করিতেছেন; ভূদেব মহামতিদিগের

কিঞ্চিৎ উপকার আছে বলিয়া তাঁহারাও ঐ সমস্ত বিবাহে সম্মতি দিতেছেন ও বেদোক্ত প্রকৃত বিবাহের মন্ত্রপাঠ করিতেছেন, তখন মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিতে পারা যায় যে কেহই স্বার্থপরতা ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রাবলম্বন করিতেছেন না, সুতরাং ভূদেবদিগের দ্বারা নির্ব্বাহ না হইতে পারে এমত কর্ম্মই জগতে নাই। অধুনা ঐ মহোদয়দিগের কৃপাবলে অনেকে বেশ্যাবৃত্ত্যবলম্বন করিয়া তৎকালজাত পুত্র কন্যাগণকে লইয়া ভর্ত্তৃবংশমর্য্যাদাপ্রাপ্ত ও তজ্জাতি মধ্যে চলিত হইতেছে; অনেক পতিতব্রাহ্মণ গোষ্ঠীপতি হইয়া কুলীনপোষক হইতেছে; নানা জাতি পুরুষোপগতা ভ্রূণহত্যাপ্রভৃতি উৎকটোৎকৃষ্ট পাপচারিণী কামিনীদিগের অন্ন মহাপ্রসাদস্বরূপ পরিগৃহীত হইতেছে; যবনীপ্রভৃতিতে উপগত পুরুষেরা সমাজে পূজ্য হইতেছেন; ব্রহ্মহত্যা করিয়াও অনেকে প্রায়শ্চিত্ত বিনা সমাজে সম্মানভাজন হইতেছেন;

এই সমস্ত কার্য্য কেবল অর্থের অসাধারণ ক্ষমতাক্রমে নির্ব্বাহ হইতেছে মাত্র। পুরাকালেও মহা মহা রথীদিগকে অর্থের জন্য অন্যায়াচারী রাজগণের দাস্য করিতে হইয়াছিল। এক্ষণে দরিদ্রের প্রতিই সকলে শাস্ত্রবিধি চলিত করেন মাত্র। অতএব যদি দেশস্থ ধনাঢ্য মহোদয়গণ পূর্ব্বোক্ত বিবাহপ্রথা সত্বর চলন করিতে চাহেন তবে বর্দ্ধমানাধিপতি শ্রীমন্মহারাজা বাহাদুর বঙ্গদেশস্থ অন্যান্য যাবতীয় ধনীদিগের সহিত ঐক্যমত হওত চান্দার দ্বারা প্রচুরার্থ সংগ্রহপূর্ব্বক নবদ্বীপ, শান্তিপুর, ত্রিবেণী, কুমারহট্ট, বংশবাটী, সয়দাবাজ, বিক্রমপুরাদি প্রধান প্রধান সমাজ সকলের পণ্ডিত, ঘটক, গোস্বামি এবং অন্যান্য মান্য ব্রাহ্মণদিগকে এক সভায় আহ্বানানন্তর সকলকে তাঁহারদের সম্ভ্রমানুসারে কিছু কিছু অধিক অর্থ দ্বারা পূজা করিয়া, যিনি সম্মত হইবেন না তাঁহাকে কোন কর্ম্মোপলক্ষে নিমন্ত্রণপত্র প্রদত্ত হইবে

না, এই ভয় দর্শাইয়া কথিত বিবাহের ব্যবস্থা এবং তৎপ্রতি তাঁহারদের সম্মতি চাহিলেই তৎক্ষণাৎ উক্ত মহোদয়গণ শাস্ত্রদৃষ্টে নানা প্রকার ব্যবস্থা দিবেন এবং ঐ রূপ বিবাহে আপনারা সম্মত হইবেন। ধনী মহাশয়েরা যদি একবাক্য হন তবে তাঁহারা যেন মনে স্থান না দেন, যে ভূদেবদিগের শ্রীচরণসমূহ বিহিতার্থের দ্বারা পূজিত ও বিরুদ্ধমতাবলম্বিদিগের নিমন্ত্রণ বারণের ভয় প্রদর্শিত হইলে কেহ ব্যবস্থা দিবেন না কি সম্মত হইবেন না, যে হেতুক ধর্ম্মশাস্ত্রে সকল রাজাজ্ঞাক্রমেই পূর্ব্বকালে চলন হইয়াছিল, এক্ষণে দেশস্থ ধনীদিগের শাসনাধীনেও অনেক সুনিয়ম চলিতে পারে, কেবল যত্নাভাবেই তাহা হইতেছে না। শুদ্ধ স্ত্রীজাতির ব্যভিচারদোষ নিবারণার্থ উক্ত নিয়ম সকল কথিত হইল কেহ এমত অনুমান করিবেন না। এক্ষণে বঙ্গাঙ্গনারা বিদ্যাভাবে অজ্ঞানতিমিরাবৃতা থাকা ও বিবাহের পূর্ব্বে

দম্পতীকর্ত্তৃক পরস্পরের ব্যবহারাদি পরীক্ষিত হওনের প্রথা না থাকাপ্রযুক্ত তাঁহারদের পরস্পরের বিরুদ্ধস্বভাব জন্য অনেকের ভাগ্যে এরূপ ঘটে, যে যখন পুরুষ কোন পীড়া হেতু অতিশয় কাতর থাকেন, বনিতার সহিত রসালাপ করিতে পারেন না, তখন তাঁহার সহধর্ম্মিণী মনে করেন পতি আমাকে দেখিতে পারেন না এতৎকারণে মৌনী রহিয়াছেন; কোন পুরুষের মনে অন্য কোন বিষয়সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বৈরক্তি জন্মিলে তাঁহার বনিতা ভাবেন তাঁহারই প্রতি ঐ ব্যক্তি ঘৃণা করিতেছেন; কোন পুরুষের মহাবিপদ উপস্থিত দেখিয়াও তন্মোহিনী রসালাপ করিতে প্রবর্ত্ত হন, তখন তৎপ্রতি ঐ ব্যক্তি মনঃসংযোগ না করিলেই অনর্থক কলহ উপস্থিত হয়; কোন পুরুষের যাদৃশ অর্থ সঙ্গতি নাই তাঁহার বনিতা তদপেক্ষা অধিক মূল্যের বস্ত্রালঙ্কার চাহিয়া প্রাপ্ত না হইলেই হয় তাঁহারদের উভয়ে জন্মের মত

অপ্রণয় ঘটে নতুবা ঐ ব্যক্তিকে দস্যুবৃত্ত্যবলম্বনপূর্ব্বক গেহিনীর অভিলাষ পূর্ণ করিতে হয়; কোন পুরুষ যদি আপনার সামান্য বিষয়েই সন্তুষ্ট থাকিতে চাহেন ও অন্যের উপাসনা করিতে ভাল না বাসেন তবে তাঁহার বনিতা ঐ ব্যক্তিকে ভিক্ষা পর্য্যন্ত করিতে উপদেশ দেন, তাহা অমান্য করিলে তিরস্কারের সীমা থাকেনা; কোন কোন দম্পতীর শরীর এমত থাকে যে পুরুষ যে সময়ে অধিক গ্রীষ্মানুভবকরত চঞ্চল হন তখন তাঁহার বনিতা শীতে কাতর হইতে থাকেন এবং স্বামিকে কপটী বিবেচনা করেন; যে পুরুষের কিঞ্চিৎ দান শৌণ্ডতা থাকে, যদি তাহার বনিতা প্রতিগ্রহকারিকুলোদ্ভবা হন, তবে তাঁহারদের উভয়ে কথায় কথায় কলহ উপস্থিত হয়; যে পুরুষ কি কামিনী ভদ্রাচাররত তাঁহার সহধর্ম্মিণী কি স্বামী অসদাচারপ্রিয় হইলে তাঁহারা মৃত্যুকালের জন্য সুখী হইতে পারেন

না, নানা প্রকার কলহেই আপনাপন জীবনের শেষ করেন। পরস্পর বিরুদ্ধ মতের দম্পতীকে এমত অমূলজ ক্লেশ ভোগ করিতে হয় যে যদি পুরুষ নৌকাযানে স্থানান্তর গমনকালে তরণীসহ জলমগ্ন হওত কোন গতিকে প্রাণ রক্ষা করিতে পারেন এবং নিজালয়ে গিয়া ঐ দুঃখবৃত্তান্ত ব্যক্ত করেন এমত হয়, তবে তদ্গৃহিণী তখনি বলেন তুমিত শীতল জলে ডুবিয়া নৌকায় বসিয়াছিলে এবং স্বচ্ছন্দে আসিয়াছ ইহাতে তোমার কি ক্লেশ হইল? আমি জীবনাবধি অগ্নিকুণ্ডে থাকিয়া রন্ধনাদি করিতেছি ইহাতে আমার শরীর দগ্ধ হইতেছে, আমার এ ক্লেশের কথাটীত একবার জিজ্ঞাসাও করিয়া থাকনা; যদি কোন পুরুষ অতিশয় পরিশ্রম করণানন্তর নিদ্রাভিভূত হন, তবে তখনি তাঁহার বনিতা বলেন আমার সহিত বাক্যালাপ করিতে না হয় এই অভিপ্রায়ে কপট নিদ্রাবলম্বন করিয়াছ; কোন

সৎকুলোদ্ভবা কামিনীকে উত্তম বেশ ভূষা ধারণ করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি বেশ্যা বলিয়া থাকেন; কোন সমৃদ্ধিশালীর তনয়ার সুসজ্জীকৃত গৃহে তাঁহার স্বামী গমনপূর্ব্বক ধূমপানার্থে পাঁজালীর অগ্নি কোথায় পাইবেন অনুসন্ধান করিতে থাকেন, দাসীগণ ভদ্রাচারে তামাক প্রস্তুত কবিয়া দিলে বলেন আমার কোন পুরুষে অমন বড়মানুষী তামাক খায় নাই, চক্‌মকি নারিকেল ছোবড়া তামাকের ভাঁড় আনিয়া দাও তামাক সাজিয়া খাই, তদভাবে অমনি শ্বশুরকুলের উপর বিরক্ত হন, যারপর নাই উপাদেয় খাদ্য প্রাপ্ত হইলে বলেন, এমন লক্ষ্মীছাড়ার বাটীতে বিবাহ করিয়াছি কএক দিবসাবধি মুড়ি গুড় অভাবে প্রাণটা গেল; বাটীর বহির্দ্দেশে যখন থাকেন তখন ভদ্রাসন হইতে প্রস্থানপূর্ব্বক কাহার অথবা ভাণ্ডারীপ্রভৃতি সামান্য সামান্য ভৃত্যবর্গের সহিত একত্রে উপবেশন ও কথো-

পকথন করেন, শৌচকার্য্য নির্ব্বাহার্থে পুষ্ক-
রিণীতীর প্রাপ্ত না হইলেই দুঃখের সীমা
থাকে না, বিদায়কালে শ্বশুরপ্রভৃতির স্থানে
প্রচুররূপ অর্থ ও বস্ত্রাদি লাভের পরে দাসী-
গণের অঙ্গে উত্তম বসন ভূষণ দৃষ্টে তাহার-
দের স্থানেও কিছু যাচ্ঞা করেন, স্বধামে
প্রত্যাগমনপূর্ব্বক শ্বশুর বাটীর নিন্দা উক্তি ক-
রত শেষ করিতে পারেন না, আপন পিতা
মাতার সমীপে বলেন শ্বশুরালয়ে ধান্য ভা-
নিবার ঢেঁকী নাই, স্ত্রীগণ এমত বাবু যে বা-
টীতেই মল মূত্র ত্যাগ করিয়া থাকে, আপ-
নারা জল বহন করিতে পারে না, চাকরে
বাজার হইতে দ্রব্যাদি আনিয়া দেয় তবে
আহার করে, অপর লোকে গৃহাদি পরিষ্কার
করে, বাটীতে জামাই গেলে পদ প্রক্ষালনের
জল অন্য লোকে দেয়, শয্যা সকল এমত কো-
মল যে শয়ন করিতে গেলে বোধ হয় যেন
হ্রদে প্রবিষ্ট হইলাম, রাত্রিকালে একটীও প্র-

দীপ দেখিতে পাওয়া যায় না, দাসীগণ জামাতাকে প্রণামী দেয় না, এমন স্থানে কি ভদ্র লোকে বিবাহ করিয়া সুখী হইতে পারে? আমার অতি দুর্ভাগ্য, তজ্জন্য ও স্থানে বিবাহ হইয়াছে। ঐরূপ কোন কোন ভদ্র সন্তান এমত সীমন্তিনী প্রাপ্ত হন, যে তিনি পতি গৃহে গিয়া যখন দেখেন গৃহ মধ্যেই থাকিতে হয়, তখনি মনে করেন এ কি দায়ে পতিত হইলাম, আহা! আমারদের সেখানে দিবা রাত্রি চণ্ডালপ্রভৃতির বাটী বাটী ভ্রমণ করিতে পাইতাম, রজকালয়ে বস্ত্র দিয়া আসিতাম, কোন স্থানে নিমন্ত্রণ হইলে পুরুষবর্গের সঙ্গে গিয়া আহার করিতাম এবং অঞ্চলে বান্ধিয়া কত খাদ্যদ্রব্য আনিতাম, যজমান বাটীতে কোন কর্ম্ম উপস্থিত হইলে সেখানে গিয়া থাকিতাম, তাহারদের জানতই হউক, বা অজ্ঞানতই হউক, কত দ্রব্য আনিতাম, আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনীরা মহাবিষুব সংক্রান্তির

দিন নানা জাতির বাটীতে গিয়া কত শক্তু আনিয়া থাকে, পাড়া প্রতিবাসীর বাটীতে কন্যার বিবাহ সময়ে গিয়া বাসরে থাকে, শয্যা তোলার দক্ষিণা পায়, নূতন জামাতার সঙ্গে কত কৌতুক করে, স্বগ্রামে বা নিকটস্থ অন্য গ্রামে কাহারও জামাতার আগমন হইলেই সেই বাটীর স্ত্রীগণ আগ্রহসহকারে আমার ঐ ভগিনীকে লইয়া যায়, উহারা দিবা যামিনী তথায় থাকে, উহারদের সহিত হাস্যালাপের দ্বারা ঐ জামাতা কত সন্তুষ্ট হয়, গমনকালে প্রণামীস্বরূপ টাকা দেয়, পিতা মাতা জানত আমাকে এমত পাত্রে সম্প্রদান করিয়াছেন যে আমার ভাগ্যে পূর্ব্বোক্ত কোন এক সুখই সঙ্ঘটিত হইবে না, প্রত্যুত বাটীর মধ্যে থাকিয়াই কালাতিবাহিত করিতে হইবে, উচ্চৈঃস্বরে কোন একটী কথা কহিলে দাসীগণ পর্য্যন্ত তিরস্কার করিয়া থাকে, আমার যেমন পোড়া কপাল তেমনি ঘরে আ-

গত হইয়াছি। অনেক স্থানে এরূপ ঘটনাও হইয়া থাকে যে যে কামিনীর মাতা পিতামহীপ্রভৃতি সমগ্র গৃহকর্ম্মই স্বস্ব হস্তে নির্ব্বাহ এবং তৃণ কাষ্ঠ পর্য্যন্ত আহরণ করিয়াছেন, তিনি শ্বশুরালয়ে স্বহস্তে কোন খাদ্য কি অন্য দ্রব্য স্বজনবর্গকে দিতে অবমাননা বোধ করেন, স্বগাত্র মার্জ্জনাকার্য্য ভৃত্যবর্গের হস্তেই সমাধা করিয়া থাকেন, মুখ প্রক্ষালনাদির জল ভৃত্যরাই হস্তে ঢালিয়া দেয়, স্নানের সময়ে ভৃত্যগণই হস্তে হস্তে বস্ত্র প্রদানপূর্ব্বক আর্দ্র-বস্ত্র অঙ্গ হইতে উন্মোচন করিয়া লয়। বিবাহের পূর্ব্বে স্ত্রীপুরুষকর্ত্তৃক পরস্পরের বংশ মর্য্যাদাদি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পরীক্ষিত হওনানন্তর বিবাহ হইলে পরস্পরের বিরুদ্ধ আচার ব্যবহার উপলক্ষে পরস্পরকে নিয়ত দগ্ধীভূত হইতে এবং জীবদ্দশাতেই নিরন্তর নরকে বাস করিতে হয় না, উত্তমে উত্তম অধমে অধম মিলিত হয়।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিবাহ নির্ব্বাহের প-রেই যে স্ত্রীগণ নীতিশিক্ষায় ক্ষান্তা হইবেন এমত নহে, তাঁহারা যাবজ্জীবন নানা জ্ঞান-গর্ভ পুস্তকাদি পাঠ করত নানা দেশীয় সদ-সৎ ব্যক্তিব্যূহের আচার ব্যবহার এবং কে কোন কর্ম্মের দ্বারা কি রূপ সুখ বা দুঃখ ভোগ করিয়াছেন জ্ঞাত হইবেন, এবং তন্মধ্যে যে গুলিন অসদ্ব্যবহার তৎপ্রতি অতিশয় ঘৃণা এবং সদাচার গুলিনের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সু-খদ কর্ম্মগুলিন আচরণ, দুঃখদ কর্ম্মগুলিন প্র-যত্নসহকারে কায়িক বাচনিক ও মানসিক প-রিত্যাগ করিবেন।

যুবতীগণের প্রতি ব্যবহার বিষয়ক।

দৃষ্ট হইতেছে যে অনেকে যুবতীদিগকে দৃঢ়তম বিশ্বাস করেন, তাঁহারদের আচরণে

কোন কুটিলতা আছে ইহা মনে স্থানও দেন না, বরং অন্যকর্ত্তৃক ঐ ক্রূরতার উল্লেখ হইলেও তৎপ্রতি রুষ্ট হন; অনেকে বয়স্থা স্ত্রীগণের প্রতি নিয়তই অবিশ্বাস ও নির্দ্দয়াচরণ করিয়া থাকেন; অনেকে আপনাপন বনিতার এমত দাস হইয়া উঠেন যে তচ্চরিত্রানুসন্ধানে ক্ষণকালের জন্যও প্রবর্ত্ত হন না, বরং স্ত্রীর অনুজ্ঞাক্রমেই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ঐ ব্যবহারের দ্বারা অনেক অনিষ্টোৎপত্তি সম্ভব, এবং যে কামিনী কোন কারণে আপন পতির প্রতি দ্বেষ্যা হন তৎসহবাসে তাঁহার স্বামির রেতঃক্ষীণ ও মন গ্লানিযুক্ত হইয়া অল্পকালের মধ্যেই তাঁহাকে তনুত্যাগ করিতে হয়, সুতরাং কথিত কুব্যবহার সকলের পরিবর্ত্তে নিম্নস্থ নিয়মমত কার্য্য সম্পাদিত হইলে অনেক শুভফল লাভের প্রত্যাশা আছে।

১। মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রকারকেরা "যুবতী

আপন পতির অঙ্গে অবস্থিতা থাকিলেও পরিরক্ষণীয়া” এই যে নিয়ম ধার্য্য করিয়াছেন ইহার প্রতি সকলে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া স্ত্রীজাতি ১৩ বৎসর অবধি ৪০ বৎসর বয়সপর্য্যন্ত ক্ষণকালের জন্য নির্জ্জন স্থান, মুহূর্ত্তমাত্র অবসর এবং অভিলষিত পুরুষ প্রাপ্ত না হন এমত যত্ন সাধ্যমত করিতে থাকিবেন। পূর্ব্বে প্রায় সমস্ত পরিবার মধ্যে রীতি ছিল, এবং এক্ষণেও কোন কোন স্থানে আছে যে যুবতীদিগের সঙ্গে এক এক জন প্রবীণা স্ত্রী নিয়তই থাকিতেন ও থাকেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে কি গৃহ মধ্যে কি অন্য স্থানে, কোন খানেই কোন যুবতী একাকিনী অবস্থান করিতে না পান। এই রীতি প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু কৃতক্লীবেরাও প্রহরী থাকিয়া অন্তঃপুরবাসিনী কামিনীদিগের অভিলাষের আনুকূল্য করিয়াছে, এবং স্ত্রীজাতি মধ্যে এমত একতা আছে যে যুবতীই হউন অথবা প্রবীণাই হউন,

আপনার দোষ ব্যক্ত হওনাশঙ্কায় কোন অবলাই অন্যের ব্যভিচার দোষ প্রায়ই প্রকাশ করিয়া থাকেন না বিবেচনায় সকলে বিহিতাচরণ করিবেন।

২। কোন যুবতী স্বামিগৃহে কি স্থানান্তরে পতি ভিন্ন আত্মীয় কি অপর কোন যুবা পুরুষের সহিত নিভৃতস্থানে উপবেশন অথবা কথোপকথন করিতে না পান, কেননা পণ্ডিতেরা বলেন যে স্ত্রীগণ অপরের কা কথা আপনাপন ভ্রাতা কি পুত্রকেও সুবেশ দৃষ্টে অনন্যমনা হইয়া থাকেন।

৩। অসতী কামিনীরা কোন যুবতী সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক গোপনে কথোপকথন করিতে ক্ষণকালের জন্য অবসর না পান।

৪। পুরুষেরা আপনাপন বনিতা, ভগিনীকন্যাপ্রভৃতির সহিত যথাযোগ্য মিষ্টালাপ করিবেন, কদাচই কোন ব্যক্তিকে নিষ্ঠুরবাক্য

বলিবেন না। স্ত্রীগণ আপনাপন পতি কি স্বজনবর্গের সহিত প্রকাশ্যভাবে বাক্যালাপ কি ভ্রমণের প্রথা যদি কেহ চলন করিতে চাহেন তাহাতে হানি নাই কারণ পূর্ব্বকালে হিন্দুমহিলারা ঐ ব্যবহাররতা ছিলেন বরং রাজ্ঞীরা পতির সহিত রাজসিংহাসনেও উপবেশন করিতেন, কেবল যবনদিগের ব্যবহার দৃষ্টে কথিত প্রথা তিরোহিত হইয়াছে মাত্র।

৫। পুরুষগণ আপনাপন ক্ষমতানুসারে স্ত্রীগণের হস্তে কিছু মাত্র অর্থ রাখিবেন।

৬। কোন তীর্থে, কি দেবালয়ে, অথবা পুরাণাদি শাস্ত্রীয় কথা কিম্বা গান শ্রবণে গমনের ক্ষমতা কোন যুবতীই প্রাপ্ত না হন, এবং ইষ্টদেবতার পূজাদি শিক্ষা দেওনার্থে গুরু কি পুরোহিতপদবাচ্য কোন যুবা পুরুষের নিকটে কোন যুবতী নিভৃতে অবস্থান করিতে না পান। পুরুষেরা ঐ প্রকার পূজাদি আপনাপন বনিতাকে শিখাইবেন।

৭। যে যুবতীর পতির যেমতাবস্থা তিনি তদনুরূপ গৃহকার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া অবকাশ-কাল অসতী কামিনীগণের সহিত গল্প উপ-লক্ষে অতিবাহিত না করিয়া নীতি ও জ্ঞান-গর্ব্ভ পুস্তক সকল পাঠ করিবেন। এতদ্দ্বারা কেহই এমতানুমান করিবেন না যে সমস্ত স্ত্রীগণকে রন্ধনাদি সমুদায় গৃহকর্ম্মই নির্ব্বাহ করিতে হইবে। জগতে এমত মনুষ্য অনেক আছেন যাঁহারা দাস দাসী রাখিতে সক্ষম নহেন তাঁহারদের বনিতাগণ যদি কোন ধন-বানের দাস দাসী দৃষ্টে গৃহকর্ম্ম হইতে একে-বারে অবসৃতা হন, তবে তাঁহাদিগকে অসীম দুঃখে পতিত হইতে হইবে, সুতরাং ঐ প্রকার কামিনীগণকে আপনাপন অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া গৃহকার্য্য সমস্তই নির্ব্বাহ করা উচিত। যাঁহারদের দাস দাসী রাখিবার ক্ষ-মতা আছে তাঁহারদের সহধর্ম্মিণীরা দাস দা-সীদিগের কর্ম্মের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে

এবং যে কর্ম্ম ভৃত্যবর্গের দ্বারা নির্ব্বাহ হওনের নহে তাহা আপনাপন কি পুরুষবর্গের অভি-লাষমত নির্ব্বাহ করিতে পারেন। কথিত আছে, যে ভার্য্যা গৃহকর্ম্মে দক্ষা সেই ভার্য্যা, যে ভার্য্যা পুত্রবতী সেই ভার্য্যা, যে ভার্য্যা পতি-প্রাণা সেই ভার্য্যা, যে ভার্য্যা পতিপ্রিয়া সেই ভার্য্যা। শাস্ত্রকারেরা ইহাও বলিয়াছেন এবং নিয়তই দৃষ্ট হইতেছে যে কেবল আপনার কা-মনা সকল জন্যই ভার্য্যাপ্রভৃতি এই জগতের যাবতীয় বস্তু প্রাণিপুঞ্জের প্রিয় বলিয়া গ্রাহ্য, ঐ সকল বস্তুর অভিলাষ পুর্ণ হইবার জন্য তাহারা কোন ব্যক্তির প্রিয় নহে। যদি ভা-র্য্যার দ্বারা পুরুষের অভিলাষ পুর্ণ না হয়, ভার্য্যা যৌবনগর্ব্বিতা ও পররতা হইয়া উঠেন, তবে তাঁহাকে তৎস্বামী অবশ্যই ত্যাগ করি-বেন; লোকভয়ে কদাচই তাঁহার দোষ গো-পন করত তদাজ্ঞাবহ হইয়া থাকিবেন না। গৃহছিদ্র গোপন রাখিবার যে বিধি আছে

তাহা ভার্য্যার ব্যভিচার দোষের প্রতি বর্ত্তেনা, বরং ঐ বিধি অনুসারে ব্যভিচার দোষে দূষিতা বনিতাকে যদি কেহ ত্যাগ না করেন তবে তাঁহাকে নিরন্তর যৎপরোনাস্তি যাতনা ভোগ করিতে হইবে, কখন বা ঐ হতভাগ্যা বনিতার দ্বারা তাঁহার স্বামী বা পুত্রাদির প্রাণপর্য্যন্ত বিনষ্ট হওয়া সম্ভব।

কোন কামিনীর চরিত্রানুসন্ধান করিতে গেলে বিবেচনা আবশ্যক যে স্ত্রীজাতি তিন শ্রেণীতে বিভক্তা; স্বীয়া, পরকীয়া, সামান্যা। তন্মধ্যে স্বীয়া অর্থাৎ সাধ্বী স্ত্রীর লক্ষণ এই যে পতিমাত্র প্রাণতুল্য জানে, অপর পুরুষের মুখ দর্শন করিতে অতিশয় ভয় করে, স্বগৃহ হইতে প্রতিবাসীর গৃহে গমন করিতে দ্বীপান্তরের ন্যায় জানে, পতিবাক্য শিরোধার্য্যপূর্ব্বক তচ্ছুশ্রূষায় নিযুক্তা থাকে, পতির সুখ দুঃখে তত্তুল্য হয়, পতির ভোজনান্তে ভোজন, শয়নান্তে শয়ন করে, পতি স্থানান্তরে

গমন করিলে সুখসেব্য কোন দ্রব্য ব্যবহার করে না, ক্ষুণ্ণান্তঃকরণে কালাতিবাহিত করিয়া থাকে, পতির আজ্ঞানুসারে তৎপ্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করে, এই প্রকার অনেক সদ্ব্যবহার আছে। পরকীয়া স্ত্রীর লক্ষণ এই যে পতির সহিত রতিতে ঔদাস্য করিয়া কামবারি ত্যাগ করে না, অথচ ভঙ্গিমার দ্বারা জানায় যেন ত্যাগ করিতেছে, কখন কখন ত্যাগও করে, পতিকে বাহ্যে প্রণয়মাত্র দেখায়, অন্তরে অবজ্ঞা করত পরপুরুষ রতিতে অতিশয় আসক্তা হয়, গুরুজন সমীপে মিথ্যা কথা কহিয়া নিয়তই আপন দোষ গোপন করে, এবং বাহ্যে সাধ্বী স্ত্রীর ন্যায় কতক লক্ষণ প্রকাশ করিয়া থাকে। বাস্তবিক যেমন কোন পুরুষ তত্ত্বজ্ঞানাভ্যাস-কালে অন্য কোন বিষয়েই মনোনিবেশ করিয়া থাকেন না, সাংসারিক সমস্ত বিষয়েই তাঁহার ঔদাসীন্য জন্মে, সেই রূপ পরকীয়া কামিনীরা পরপুরুষসঙ্গ রসাস্বাদন করেন, প-

তিসেবা কি সন্তান সন্ততি জন্মিলে তাহারদের লালন পালনাদি সমস্ত কর্ম্মে তাঁহারদের ঔ-দাস্য হয়। জ্ঞানী পুরুষেরা যদ্রূপ যম, নি-য়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যানধা-রণা, সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগ সাধিয়া থাকেন, তদ্রূপ পরকীয়া নায়িকাগণ পরকান্ত সম্বন্ধীয় স্মরণ, কীর্ত্তন, কেলি, প্রেক্ষণ, গুহ্যভাষণ, সং-কল্প, অধ্যবসায়, ক্রিয়ানিবৃত্তি এই অষ্টাঙ্গ সুরতব্যাপার সম্পন্ন করেন। মিথ্যা বাক্যই তাঁহারদের অঙ্গাভরণ মাত্র হয়। সামান্যা বনিতার লক্ষণ এই যে তাহারা ধনাদি গ্রহণ-পূর্ব্বক সর্ব্ব প্রকার ও সর্ব্বাবস্থাপন্ন ও সর্ব্ব জাতি পুরুষে উপগতা হয়, প্রত্যেক পুরুষকেই প্রগাঢ় প্রণয় দর্শাইয়া জানায় যে সেই পরম প্রিয়, তদ্ভিন্ন অন্য পুরুষকে স্বপ্নেও মনে করে না, এক পুরুষের ক্রোড়ে থাকিয়াও অন্যের প্রতি কটাক্ষ করিতে থাকে ও অন্যের প্রতি চিত্তার্পণ করে, নানা পুরুষের নিকট গমন

করিয়া তন্মধ্যে কোন একের নিকট মনোভি-লাষ পূর্ণ করে, কাপট্য দ্বারা সকল পুরুষকে বশে রাখে, প্রগাঢ় রতি, স্নেহ ও হাস্যাদি দর্শা-ইয়া পরের ধন ও মনঃ হরণ করে। যে কা-মিনী যেমন চতুরা হউক না কেন তাঁহার স্ব-ভাবানুসারে পূর্ব্বোক্ত কোন এক লক্ষণ অব-শ্যই লক্ষিত হইয়া থাকে, পুরুষেরা মোহপ্র-যুক্ত আপনাপন বনিতার এমত বশতাপন্ন হন, যে সহস্র সহস্র দোষের কারণ জ্ঞাত হইয়াও তচ্চরিত্রের প্রতি সন্দেহ মাত্র করেন না, ইহা-তেই স্ত্রীজাতির দোষভাগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হই-তেছে। যদি সকলেই স্ত্রীগণের দোষ গুণ নির্ণয় করত সতের পুরস্কার, অসতের তিরস্কার করেন, তাহা হইলে অনেকে দুষ্কর্ম্ম হইতে নি-বৃত্তা হইতে পারেন। ব্যভিচার দোষে দূ-ষিতা কামিনীদিগের উপপতিগণের প্রতিকূলে দণ্ডবিধি অনুসারে রাজদ্বারে আদাশ উপ্থা-পিত হওয়াও সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর, লোক-

লজ্জায় উপেক্ষা কর্ত্তব্য নহে। এই সমস্ত প্রকার ব্যবহারের পরেও যে কামিনী ব্যভিচার দোষে লিপ্তা হইবেন, যদি তাঁহাকে তৎ-স্বামী মমতা হেতু ত্যাগ করিতে না পারেন, তবে এবম্ভূতা স্ত্রীকে প্রকাশ্যভাবে যদিচ্ছা ব্যবহারানুমতি দিয়া ক্ষান্ত থাকাই উচিত, যেহেতু পূর্ব্বকালে স্ত্রীগণের মধ্যে সচরাচর ঐ রীতি চলন ছিল, ঔদ্দালক ঋষিতনয় শ্বেতকেতু আপন জননীর কদাচার দৃষ্টে রহিত করিয়াছেন মাত্র। স্ত্রীজাতি বাল্যাবস্থায় পিতা মাতা কর্ত্তৃক, যৌবনে স্বামী কর্ত্তৃক, বার্দ্ধক্যে পুত্রাদি কর্ত্তৃক রক্ষিতা হওনের যে বিধি মন্বাদিকৃত শাস্ত্রে আছে, তদ্বদাচরণ অতীব কর্ত্তব্য এবং তদন্যথায় স্ত্রীজাতীকে যিনি স্বাধীনতা প্রদান করিবেন তাঁহার দুর্গতির সীমা থাকিবেক না। নব্যদলস্থগণ এমত বিবেচনা করিবেন না, যে যখন পৃথিবীর অন্যান্য ভাগের কামিনীরা স্বাধীনতা প্রাপ্ত হওয়া জন্য সে দে-

শস্থ লোকেরা পরম সুখে আছেন, তখন বঙ্গাঙ্গনারাও সম্যগ্‌রূপে স্বাধীনা হইলে দেশের উন্নতি হইবেক, কেননা যে দেশস্থ কামিনীরা স্বাধীনতালাভ করিয়াছেন সেই দেশের পুরুষদিগকে অসীম ক্লেশ ভোগ করিতে হইতেছে। তদুদাহরণ অধিক কি দিব, সকলে বিনা পক্ষপাতে আলোচনা করুন দেখি, যখন ঐ দেশের কোন কামিনী যৌবনগর্ব্বে আপনার পতিকে উপেক্ষা করিতেছেন তখন তাঁহার পতির, এবং যখন কোন বিধবা আপনার প্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র কন্যা বর্ত্তমানে পত্যন্তরে আপনার পাণি পুনঃ প্রদান করিতেছেন তখন তৎপুত্র কন্যাদিগের মনে কি প্রকার রাগ ও দুঃখোদয় হইতেছে? কেবল দেশাচারের দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ থাকা হেতু তাঁহারা মনের রাগ ও দুঃখ মনেই সম্বরণ করিতেছে মাত্র।

যে স্ত্রী অপত্য প্রসবের পূর্ব্বে বিধবা হইবেন, যদি তিনি অকপটে পুনরায় বিবাহের

অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন তবে তাঁহার দ্বিতীয় বার বিবাহ হওয়া সর্ব্বতোভাবেই যুক্তিযুক্ত। এতদ্বিষয়ের লিখিত বচন পরাশর সংহিতায় আছে এবং তদুপলক্ষে পণ্ডিতমণ্ডলী মধ্যে অনেক প্রকার তর্ক বিতর্ক হইতেছে ও হইয়া গিয়াছে, তৎসমুদায় ব্যক্ত করণের প্রয়োজনাভাব, কেবল ইহাই বক্তব্য যে স্বভাবের শাস্ত্রানুসারে এমত স্ত্রী পুরুষসঙ্গ ভিন্ন কোন মতেই জীবনযাপন করিতে পারে না, যদি তাহার শরীর শোণিত ও শুক্র ব্যতিরেকে কারণান্তর দ্বারা উৎপন্ন হইত, তবে সেই কারণানুসারেই কার্য্য হইবার সম্ভাবনা ছিল, যখন তাহা হয় নাই, তখন শোণিত শুক্রের ধর্ম্ম মৈথুন হরি, হর, ব্রহ্মাপ্রভৃতি কেহই নিবারণ করিতে পারিবেন না, কোন লিখিত বচনানুসারে বারণ করিতে গিয়া এই সকল ফলোৎপন্ন হইতেছে যে অল্প বয়স্কা কোন বিধবা কর্ত্তৃক লিখিত শাস্ত্রোক্ত বৈধব্যধর্ম্ম রক্ষিত হইতেছে না,

বরং ঐ প্রকার বিধবাগণ প্রায় সকলেই নিয়ত পরপুরুষরতা আছেন, এবং তদ্দ্বারা এক একটী বিধবার প্রতিবর্ষে যে তিন চারিটী গর্ভ হইয়া থাকে, তৎসমুদায় ঐ হতভাগ্যদিগের স্বজনবর্গের সাহায্যেই বিনষ্ট হইতেছে; কোন কোন স্থলে ঐ রূপ বিধবার অভিলাষ তাঁহার দেবর, ভাশুর, শ্বশুর, সপত্নীপুত্রপ্রভৃতি স্বজনগণ মধ্যে কোন মহাত্মার দ্বারা গোপনে পূর্ণ হইতেছে। এতদাচার দ্বারা যদি কথিতা বিধবাদিগের ধর্ম্মরক্ষা হইতেছে এমত হয়, তবে উঁহারদের দ্বিতীয়বার বিবাহের দ্বারা বরং অধিক ধর্ম্ম রক্ষারই প্রত্যাশা আছে, অনিষ্টের মধ্যে ইহাই দৃষ্ট হয় যে ঐ অল্প বয়স্কা বিধবারদের শ্বশুরপ্রভৃতি স্বস্ব গৃহে স্থিতা পরকীয়া নবরসাস্বাদনে নিরাশ হইবেন। বিশ্বনিয়ন্তারও এমত অভিপ্রায় নহে যে পুরুষদিগের যত বার হউক, প্রয়োজনমাত্রেই তাঁহারা বিবাহ করিতে পারিবেন, স্ত্রীগণ অল্প বয়সে পতিহীনা হইলে আর পতি গ্রহণ করি-

বেন না। যাহা হউক, হিন্দুজাতির সম্ভ্রান্ত পরিবার সকলের মধ্যে বিধবাবিবাহপ্রথা বহু কালাবধি চলিত না থাকাপ্রযুক্ত এক্ষণে সকলের সম্মতির সহিত ঐ প্রথা সর্ব্বত্রে চলন হইবে এমত ভরসা করিতে পারি না, বিশেষতঃ যে সকল ব্যক্তি ঐ বিষয়ে উৎসুক আছেন তাঁহারা প্রায়ই আপনাপন পরিবারস্থ বিধবাদিগের বিবাহ দিতে যত্নমাত্র করেন না, কেবল অন্যান্য পরিবারস্থ বিধবাদিগের উদ্বাহ দেখিতে ভাল বাসেন। যদি ধনীগণ আপনাপন পরিবার মধ্যে কথিত প্রথা চালাইতে সচেষ্ট হন, তবে অধিক পরিমাণে বিধবাবিবাহ হওয়া সম্ভাব্য। পরন্তু স্ত্রীগণ প্রাপ্তযৌবনে আপনাপন ইচ্ছানুরূপ পাত্রে পাণিপ্রদানের প্রথা সর্ব্বত্রে চলন এবং পুরুষগণ পূর্ব্বকথিতমত সাবধান হইলে বিধবাবিবাহের বিশেষ প্রয়োজন হইবে না, তৎকারণ এই যে পুরুষবর্গ বাল্যাবধি সাবধান হইলেই

দীর্ঘায়ু হইতে পারিবেন, এবং যদ্যপি কোন বয়স্থা স্ত্রীর বিবাহের পর তাঁহার স্বামী অ-ন্যূন দুই বৎসরকাল জীবিত থাকেন তথাপি তদন্তরে দুই একটী সন্তান সন্ততি জন্মিবার সম্ভাবনা থাকিবে। অপত্যোৎপত্তির পর যে স্ত্রী দুর্ভাগ্যক্রমে পতিহীনা হইবেন, তিনি সন্তান সন্ততির প্রতি স্নেহ জন্য পত্যন্তর গ্রহণেচ্ছু হইবেন না। যদি অপত্যোৎপত্তির পূর্ব্বে কোন কামিনীকে বৈধব্যযাতনা ভোগ করিতে হয়, তবে তিনিও আপন মনকে এই কারণে শান্ত করিতে পারিবেন যে যখন আপনেচ্ছাক্রমে পতিগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই পতি অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন, তখন নির্ব্বন্ধই ছিল যে তাঁহাকে বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, এবং তিনি শাস্ত্রানুসারে অবশ্যই যত্যাচারিণী হইতে পারিবেন, তখন তিনি আর আপনার পিতা মাতা কি অপর অভিভাবকের প্রতি এরূপ

কোপপরায়ণা হইবেন না যে যেমন একটা বৃদ্ধ কি রুগ্নহস্তে আমাকে নিক্ষেপ করিয়াছিল তেমনি ফল হইল, এক্ষণে আমি নানা কুকর্ম্মে রভা হই গিয়া কে রক্ষা করিবে করুক। সর্ব্বদাই দৃষ্ট হইয়া থাকে যে কোন ব্যক্তি আপনার কৃতকর্ম্মের মন্দ ফলের স্বরূপ কোন ক্লেশে পতিত হইলে অধিক কাতর হইয়া থাকেন না, এবং অন্যের কৃতকার্য্যের দ্বারা যে দুঃখ উপস্থিত হয় তাহাও প্রায় কেহ সহন করিতে পারেন না।

স্ত্রীগণের সতীত্ব রক্ষণোদ্দেশে পুরুষবর্গকেও একটী গুরুতর বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত, তদ্বিশেষ এই যে অনেক লম্পট পুরুষকে দেখা যায় তাঁহারা কেহ কেহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজাঙ্গনাদিগের সহিত রাসলীলা শাস্ত্র পাঠ করত "পরপুরুষসঙ্গ কামিনীগণের পরম ধর্ম্ম" ইত্যুক্তে তৎপোষকতায় স্বকপোল কল্পিত কতক গুলিন বচন রচনাপূর্ব্বক স্ত্রীজাতির অঙ্গ

বিশেষকে রাধার স্বরূপ এবং আপনারদের অঙ্গ বিশেষকে কৃষ্ণের স্বরূপ দর্শাইয়া, কেহ কেহ হিন্দুদিগের তন্ত্রশাস্ত্রানুযায়ী বামাচার মত প্রকাশপূর্ব্বক আপনারদের পঞ্চম কর্ম্মেন্দ্রিয়কে রুদ্র, স্ত্রীজাতির পঞ্চম কর্ম্মেন্দ্রিয়কে সনাতনী ব্যাখ্যা করত আপনারা শিব সাজিয়া, স্ত্রীগণকে পার্ব্বতী সাজাইয়া, অনেকে উত্তম উত্তম বস্ত্রালঙ্কার ও প্রচুর অর্থের প্রলোভ দেখাইয়া, কেহ কেহ আপনারদের রূপ লাবণ্য দর্শাইয়া ; কেহ কেহ বা বলদ্বারা স্ত্রীদিগকে আপনাপন বশে আনিয়া অভীষ্ট সিদ্ধ করেন। একেত স্ত্রীজাতি প্রায়শঃ পরপুরুষ সঙ্গেচ্ছু, তাহা হইতে উহারদিগকে বিরতা রাখা কঠিন ব্যাপার, আবার পুরুষদিগের দ্বারা উহারদের চেষ্টার আনুকূল্য হইলে স্বর্ণে সোহাগা সংযুক্ত হয়, অথচ যে কোন মতাবলম্বি পুরুষ হউন, যখন তিনি দেখেন বা শ্রবণ করেন, যে তাঁহার পরিবারস্থা বা রক্ষিতা কোন কামিনী

অন্য পুরুষোপগতা হইয়াছেন তখন তাঁহার মনঃপীড়ার সীমা থাকে না এবং তজ্জন্য তিনি আপনার ক্ষমতানুসারে ঐ কামিনীর ও তদুপপতির অনিষ্ট সাধনে ত্রুটি করেন না। ঐ কারণে অনেকের প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়াছে। ঐ বিদ্বেষি পুরুষ ইহা বিবেচনা করেন না, যে তিনি যে কামিনীর সতীত্ব নষ্ট, বা যে অসতী কামিনীর প্রণয়ে আপনাকে আবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি ঐ কামিনীর স্বামী প্রভৃতি রক্ষকগণের ঐ প্রকার বিদ্বেষভাব জন্মিয়াছে এবং তাঁহারাও কোন সময়ে তাঁহার বিশেষ অনিষ্ট সাধিবেই সাধিবে। কথিত ব্যাপারটী এমন বিদ্বেষমূলক যে যখন কোন ধনী যৌবন, ধনসম্পত্তি, প্রভুত্ব, অবিবেকতা বা তাহার কোন একের প্রভাবে আপনার প্রতিবাসী, গ্রামস্থ বা অন্য কোন পরিবারস্থা কোন কামিনীর সতীত্ব নষ্ট অথবা তৎসহ প্রণয় করেন, তখন তাঁহার কোন প্রকার ক্ষমতাদৃষ্টে

যদি ঐ কামিনীর স্বামী প্রভৃতি রক্ষকেরা তৎকালেই ঐ দুষ্কর্ম্মের শোধ দিতে না পারেন, তথাপি পুরুষানুক্রমে তাঁহারদের মনে মনে বিদ্বেষভাব থাকে, যখন কথিত দুষ্কর্ম্মান্বিত পুরুষ কিম্বা তাঁহার মৃত্যুর পরে তৎকুলজাত অন্য পুরুষেরা ক্ষমতাহীন হন, তখনি সেই পরিবারস্থা কোন যুবতীকে যে গতিকে পারেন আপন বশীভূতা করত পূর্ব্বকৃত দুষ্কর্ম্মের শোধ দেন, এবং অন্যান্য সতীকেও বাদ সাধেন। ক্রমশঃ এবম্প্রকার ঘটনা সকল সংঘটিত হওয়ায় অনর্থের সীমা থাকে না। এতদালোচনায় পুরুষমাত্রকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া উচিত যে তাঁহারা প্রাণান্তেও কোন রক্ষিতা পরস্ত্রীর সতীত্ব হরণ বা তৎপ্রণয়পাশে আপনাদিগকে বদ্ধ করিবেন না, বরং যদি কোন এক পুরুষকে ঐ রূপ দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত দেখিতে পান তবে তাঁহাকে সকলে সমাজ বহিষ্কৃত ও তদ্বিরুদ্ধে বিচারাগারে আদ্দাশ উত্থাপন করিবেন।

পুরুষবর্গের দ্বারা ঐ প্রকার অঙ্গীকার ও তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠিত হইলে পরে পরপুরুষসঙ্গাভিলাষিণী কোন কামিনীর মানস কোন ক্রমেই সিদ্ধ হইবে না, সুতরাং কি স্ত্রী কি পুরুষ উভয় জাতিরই ধর্ম্ম ও পুরুষগণের সম্মান রক্ষা হইবে, কোন পুরুষকেই অসীম মনঃপীড়ায় দগ্ধীভূত হইতে হইবে না। সকলেই স্মরণ রাখিবেন, যে পুরুষদিগের পাপই তাঁহারদের কুলস্ত্রীগণের ব্যভিচার দোষের এবং বর্ণসঙ্করোৎপাত্তির কারণ হইয়াছে; যথা—ধর্ম্মের এই গতি যে, যে কুলে পাপ হয় সেই কুলের স্ত্রীগণ ভ্রষ্টা হয় এবং তাহারদের গর্ভে বর্ণসঙ্কর জন্মে ও তজ্জন্য সেই কুলের জল পিণ্ড লুপ্ত হইয়া যায়।

অনেক পরিবার মধ্যে আর এই একটী কুপ্রথা আছে যে সংসারে যে পরিমাণে আহারীয় দ্রব্য আহরিত হয়, তন্মধ্যে উত্তম ও অধিকাংশ পুরুষগণ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া অবশিষ্ট

অল্প ও যৎসামান্য পরিমাণ পুরুষদিগের পা-ত্রোচ্ছিষ্টসম্বলিত সধবা ও অনূঢ়াদিগের জী-বনধারণের উপায় হইয়া থাকে, বিধবাদিগকে আরও সামান্যাহারে প্রাণ রক্ষা করিতে হয়। এই রীতিপ্রভাবে স্ত্রীজাতির মনে মনে অতি-শয় বিদ্বেষভাবের আবির্ভাব ও তজ্জন্য অ-নেক অশুভ ফলোৎপন্ন হইতেছে, এমন কি কোন কোন স্ত্রী উপাদেয় দ্রব্য আপন লালসা সংযমনে অক্ষমা হওত পাকস্থলীতেই আ-হার করিতেছে এবং তদুচ্ছিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জনের দ্বারা গৃহস্থের সমস্ত যজ্ঞ নির্ব্বাহ হইতেছে। ঐ প্রথা রহিতপূর্ব্বক তৎপরিবর্ত্তে যে সংসারে যে পরিমাণ খাদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে তা-হাই সম্ভবমত অর্থাৎ যে দ্রব্য যাঁহার ভক্ষণীয় তাহা স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকাগণকে সম-ভাগে বিভাগ করিয়া দেওয়া অতীব কর্ত্তব্য। ঐ মতাচরণের দ্বারা সকলেরই চিত্ত প্রসন্ন থাকিতে পারে, কারণ আত্মা সকলেরই প্রিয়

বস্তু, আত্মদুঃখভোগে সকলেই বিরত এবং এক পরিবারস্থ স্ত্রীগণ যদি সমানাবস্থায় অবস্থান করেন, পুরুষদিগের সহিত তাঁহারদের আহারীয় দ্রব্যসম্বন্ধে ইতর বিশেষ না থাকে, তবে কোন অবলার মনে বিদ্বেষভাবের উদয় হইতে পায় না, গৃহস্থ বিশেষকে স্ত্রীবিশেষের উচ্ছিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জনাদির দ্বারা দেবতা, ঋষি, পিতৃলোক, অতিথি, ব্রাহ্মণাদির পূজা এবং আপনারদের জীবন ধারণ করিতেও হয় না। তবে কেহ আপনার ভাগ হইতে স্নেহবশতঃ কোন দ্রব্য অন্যকে দিলে হানি নাই।

বাসস্থান বিষয়ক।

মনুষ্য যত পবিত্রস্থানে বাস করিবেন ততই সুখী হইবেন, এই নিয়মানুসারে সকলেরই

উচিত যে নিকটে আর্দ্র ভূমি বা দুর্গন্ধ দ্রব্যাদি না থাকে এবং অন্যান্য উপদ্রব শূন্য হয় এমত শুষ্ক স্থানে আপনাপন ক্ষমতানুযায়ী এরূপ বাসস্থান নির্ম্মাণ করিবেন যে গৃহমধ্যে দিবা যামিনী নির্ম্মল বায়ু সঞ্চালিত হইতে পারে এবং গৃহটী সর্ব্বদাই পরিষ্কার রাখেন। যে দেশে যখন মহামারী উপস্থিত হয় তখন সেই দেশ পরিত্যাগ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

পিতৃ মাতৃ ভক্তিবিষয়ক।

যিনি পিতা মাতার অভিপ্রায় জানিয়া তাঁহারদের সন্তোষজনক কর্ম্ম করেন তিনিই সৎপুত্র, যিনি পিতৃ মাতৃ আজ্ঞাপ্রাপ্ত হওত তাঁহারদিগের সন্তোষজনক কর্ম্ম করেন তিনি মধ্যম পুত্র, আর যিনি ক্রোধ জন্মাইয়া তাঁ-

হারদের অভিপ্রেত কর্ম্ম করেন তিনি অধম পুত্র, শাস্ত্রে এই মত ধার্য্য হইয়াছে, কিন্তু ঐ প্রকার উত্তম পুত্র কোন ব্যক্তির আছে এমত প্রায়ই দৃষ্ট হয় না, কোন কোন ব্যক্তি পুণ্যবলে শাস্ত্রোক্ত মধ্যম পুত্র প্রাপ্ত হন, ঐ প্রকার অধম পুত্রের ন্যায় যাঁহারা আছেন তাঁহারদের পিতা মাতাদিগের ভাগ্যেরও প্রশংসা করা উচিত। অনেকেই এমত আছেন যে পিতা মাতার সন্তোষজনক কর্ম্ম দূরে থাকুক নিয়তই তাঁহাদিগকে অসন্তুষ্ট রাখেন, কেহ বা আপন বনিতার কেহ আপন উপপত্নীর এতাদৃশ বশতাপন্ন হন যে বনিতা বা উপপত্নীর সেবায় পিতা মাতাকে নিয়োগ করিয়া থাকেন, ঐ সেবায় অথবা কর্ম্মান্তরে পিতা মাতার কোন ত্রুটি হইবামাত্র কোন কোন মহোদয় জনক জননীকে প্রহার পর্য্যন্ত করেন এবং অপরাপর বিষয়েও তাঁহারদিগকে ক্লেশ দিতে পরাঙ্মুখ হন না। কেহ বা বৃদ্ধ পিতা মা-

তার হস্তে কিছু ধন নাই দৃষ্টে তদুভয়কে আপনালয় হইতে বাহির করিয়া দেন। এই ধর্ম্ম ও লোক বিগর্হিত ব্যবহার পরিহারপূর্ব্বক সকলকেই আপনাপন পিতা মাতার নিকট পূর্ব্বোক্তমত উত্তম, অন্ততঃ মধ্যম পুত্রের ন্যায় আচারবান হওয়া উচিত। পিতা মাতা অপেক্ষা গুরুতর বা হিতৈষী জগতে আর কেহই নাই, সন্তানের জন্মগ্রহণাবধি পিতা মাতা যে রূপ ক্লেশ স্বীকার পুরঃসর ঐ সন্তানের লালন পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তদ্রূপ ক্লেশ অন্য কেহই সহন করিতে পারেন না। অনেকের এমত সংস্কার হয় যে পিতা মাতা জীবদ্দশায় তাঁহারদের শুশ্রূষায় তাদৃশ যত্ন না করিয়া তাঁহারদের মরণের পর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে এবং তীর্থ বিশেষে আপনাপন গৌরব বৃদ্ধির জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করেন, এই প্রকার কার্য্য পিতৃ মাতৃ শুশ্রূষার মধ্যে গণ্য নহে, তাঁহারা জীবদ্দশায় আপনাপন সন্তান সন্ততি

গণের আচরণের দ্বারা কায়িক বাচনিক ও মানসিক কোন ক্লেশানুভব না করেন এবং নিয়তই পরিতুষ্ট থাকেন ইহা হইলেই সন্তান সন্ততির কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে, পিতৃ মাতৃ বিয়োগ অনন্তর শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে শাস্ত্রাজ্ঞা প্রতিপালন মাত্র হইয়া থাকে। কোন কোন ব্যক্তি এতাধিক নির্দ্দয়তা ও অকৃতজ্ঞতার বশবর্ত্তী হন যে আপনারা পিতা মাতা অপেক্ষা অধিক জ্ঞানবান হইয়াছেন বিবেচনায় তাঁহারদের বিদ্যমানেই অভিমত গ্রহণ ব্যতিরেকে কেহ সন্ন্যাসী, কেহ অন্য ধর্ম্মাবলম্বী, কেহ বা উপপত্নীর প্রণয়পাশে বদ্ধ হওত পিতা মাতা হইতে অন্তর হন, আর একটীবার তাঁহারদের মুখাবলোকন করেন না। আহা! যে মাতা দশ মাসকাল সন্তানকে গর্ব্ভে ধারণকালে ও প্রসবান্তে অশেষ যাতনা ভোগ করিয়াও ক্ষণকালের জন্য দুঃখানুভব করেন নাই বরং নিয়তই হর্ষ ছিলেন, সন্তানের মল মূত্রকেও সর্ব্বদা প-

বিত্র জ্ঞান করিয়াছিলেন, স্বয়ং অনাহারেও শরীরের রস সন্তানমুখে প্রদানপূর্ব্বক অনির্ব্বচনীয় সুখলাভ করিয়াছিলেন, সন্তানকর্ত্তৃক আহত ও গৃহবহিষ্কৃত হইয়াও সেই সন্তানের মঙ্গল প্রার্থনা করেন, যে পিতা মাতা সন্তানের লালন পালন বিদ্যাশিক্ষা, সুখসৌভাগ্যার্থে আপনারদের প্রাণপর্য্যন্ত পণ করিয়াছিলেন, যে সন্তানের মুখ ক্ষণকাল জন্য মলিন দৃষ্টে জগৎ অন্ধকার দেখিয়াছিলেন, যে সন্তানকে হর্ষ দৃষ্টে তুলনা রহিত সুখভোগ করিয়াছিলেন, সেই সন্তানের কি জন্মের মত ঐ পিতা মাতাকে পরিত্যাগ করা উচিত? যিনি সন্ন্যাসী হইতে যান তিনি কি জানেন না যে, যে "অখণ্ডৈকরসা মাতা, অখণ্ডৈকরস পিতা" এই রূপ শ্রুতি আছে, এবং কোন কারণেই বা পিতা মাতাপেক্ষা আপনাকে পবিত্র জ্ঞান করিয়া থাকেন? অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, আনন্দময়, বিজ্ঞানময় সকলেরই এই পঞ্চকো-

শের তুল্যাকার, তুল্যগুণ, তুল্যকর্ম্ম, কূটস্থ চৈতন্যও এক ভিন্ন দুই নাই, তবে সন্তান কি কারণে পিতা মাতাকে হেয়জ্ঞানে ত্যাগ করেন? যদি তিনি পিতা মাতাকে আত্মজ্ঞানরহিত বিবেচনা করেন, তবে শাস্ত্রে দৃষ্টি রাখিলেই জানিতে পারা সম্ভব যে জ্ঞানী, অজ্ঞানী চরমে উভয়েরই এক গতি, জীবদ্দশায় জ্ঞানীর জ্ঞাতপথের ন্যায় দুঃখনিবৃত্তি মাত্র প্রভেদ আছে। যদি তাহাতেও বিশ্বাস না জন্মে তবে সন্তান পিতা মাতাকে ত্যাগ না করিয়া আত্মজ্ঞানোপদেশের দ্বারা আপনার ন্যায় জ্ঞানবান করিতে পারেন। যে সন্তান হিন্দুধর্ম্মে দোষ দৃষ্টে অন্য ধর্ম্মাবলম্বন করিতে যান, তিনি কি জানেন না যে, যে শোণিত ও শুক্রের দ্বারা তৎশরীর উৎপন্ন হইয়াছে তিনি কোন লিখিত পুস্তকের রচনা পারিপাট্য দৃষ্টে স্বধর্ম্ম জ্ঞানাভাবে যে রূপ কাচই কাচুন আর যে রূপ সাজ সাজুন তাঁহার শরীর ও ইন্দ্রিয়বর্গ সেই

শোণিত শুক্র হইতে আর পৃথক্ হইবে না? যে জীবের কালান্তরীয় সুখের জন্য তিনি নানা পথানুসন্ধান করিতে রত হন, সেই জীব যে কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, মনুষ্যের কোন প্রকার চেষ্টার দ্বারা সে কারণেরও অ-ভাব হইবে না। যদি তাহাই না হইল, তবে তিনি কোন প্রকার বেশ দেখাইয়া বা শব্দ শুনাইয়া জগৎপাতার সমীপে পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবেন না। যিনি উপ-পত্নীর প্রণয়পাশে বদ্ধ হওত পিতা মাতাকে ত্যাগের সঙ্কল্প করেন, তিনি বিবেচনা করি-বেন যে যখন তাঁহার ধনসম্পত্তি ও রতিশক্তি কিছুই থাকিবে না, তখন কি তাঁহার সেই প্রেয়সী আর তাঁহাকে পূর্ব্বের ন্যায় আপ-নালয়ে স্থান দান করিবে, কি তিনিই উহাকে আপনাধীনে রাখিয়া পুর্ব্ববৎ সম্ভোগসুখলাভ করিয়া চরিতার্থ হইবেন? যদি কেহ বলেন যে কোন কোন পিতা মাতা এমত কদর্য্য ব্যব-

হারাদিতে রত থাকেন যে তদ্দৃষ্টে তাঁহারদের সন্তানগণকে ঐ পিতা মাতার সঙ্গ পরিত্যাগ করণে বাধ্য হইতেই হয়, তবে বক্তব্য এই যে ঐ প্রকার ব্যবহারাদি পিতা মাতাকে পরিত্যাগের কারণ নহে, কেননা পিতা মাতার যেমন আচার ব্যবহার, সেই বীজে যে সকল সন্তান উদ্ভব হইবেন, তাঁহারা স্বভাবতঃ ঐ আচার ব্যবহার অবশ্য প্রাপ্ত হইবেন, ঐ সন্তানগণ অনেক বিদ্যাভ্যাসই করুন আর অধিকতম পাণ্ডিত্যলাভই করুন, পিতৃ মাতৃ স্বভাব ত্যাগের ক্ষমতা কখনই প্রাপ্ত হইবেন না। ইহার একটী সামান্য দৃষ্টান্ত এই যে কটু, তিক্ত, কষায়, লবণ, অম্ল, মধুর এই ছয় রসই পৃথিবীতে আছে, একই স্থানে যুগপৎ মরিচ, তিন্তিড়ী, নিম্ব, ইক্ষু, দাড়িম্ব, লোণাতৃণ বীজ বপন করত একই পুষ্করিণী কি কূপ হইতে জল সিঞ্চন ও সকলের সম্বন্ধে তুল্য যত্ন করিলেও তদ্দ্বারা যে সমস্ত বৃক্ষ উৎপন্ন হইবেক, তৎপ্রত্যেকেই

আপনাপন বীজের স্বভাব অনুসারে স্বজা-তীয় রস পৃথিবী হইতে আকর্ষণ করিবে, এক বৃক্ষ অন্য জাতীয় রস কখনই গ্রহণ করিবে না। যদি কেহ ভাবেন যে তাঁহার স্বভাব তৎপিতা মাতার স্বভাব অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হ-ইয়াছে, তৎপ্রতি কোন আপত্তি নাই। ফলতঃ তাহা হইলেও তিনি যে কারণে আপনি পৃ-থক্ স্বভাব প্রাপ্ত হন, সেই কারণে পিতা মা-তার স্বভাব উত্তম হওনার্থে যত্ন করিবেন, তাঁ-হারদিগকে কদাচই ত্যাগ করিবেন না। কোন ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে পিতা মাতা পতিত হইলেও তাঁহারদের সন্তানেরা আপনাপন পিতা মা-তাকে উদ্ধারের চেষ্টা করিবেন।

ধনোপার্জ্জন, ব্যয় ও সঞ্চয় বিষয়ক।

ধনোপার্জ্জনে অনেককেই ন্যায়পথ পরিত্যাগ করিতে দেখা যায়, তাঁহারা জানেন যে পরপীড়নাদি যে কোন অসৎকর্ম্মের দ্বারাই হউক, কিছু অর্থাহরণ করাই পুরুষার্থের শেষ হয়, ইহা জ্ঞাত নহেন, যে যিনি যেমন চতুর হউন না কেন, তাঁহার বিভব চিরকাল তদ্গৃহে থাকিবার নয় এই ভূমণ্ডলে অনেকে অনেক ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াছিলেন, তাঁহারদের সেই সম্পত্ত্যাদি কোথায় আছে এবং তাঁহারা ও তাঁহারদের উত্তরাধিকারীগণ কখন মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন কেহ বলিতে পারেন না, কেবল যে মহামতিগণের দ্বারা কোন সৎকীর্ত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে তাঁহারদিগেরই নাম কেহ২ জানেন।

নিভৃতগৃহ মধ্যে ক্রোড়ে নিদ্রিত ব্যক্তির মস্তক ছেদন করা যে প্রকার কুৎসিত কর্ম্ম, অবোধগণকে প্রপীড়নপূর্ব্বক জ্ঞানাভিমানিদিগের অর্থ শোষণ করাও তদ্রূপ। যাঁহারা ঐরূপ অন্যায়াচরণ ভালবাসেন, সকলেই তাঁহাদিগকে নৃশংস ভিন্ন আর কিছুই বলেন না, কেবল যাঁহারা ঐ নির্দ্দয়দিগের গুরু, পুরোহিত, কুটুম্ব, আত্মীয় বা প্রতিবাসীর স্বরূপ তাঁহারদের অন্যায়ার্জ্জিত ধনের কিছু কিছু অংশ কোন ছলে প্রাপ্ত হন, তাঁহারাই অপরোক্ষে কিঞ্চিৎ প্রশংসা করিয়া থাকেন মাত্র, ফলতঃ তাঁহারা মনে মনে জানেন ও পরোক্ষে বলেন যে ঐ ব্যক্তিরা বড় দুর্ব্বৃত্ত। ব্যয়পক্ষে অনেক এমত আছেন যে ন্যায় বা অন্যায় যে গতিকে হউক, যে পরিমাণে ধনোপার্জ্জন করুন তাহার যৎসামান্যাংশ আপনারদের ভরণপোষণার্থে ব্যয় করত অবশিষ্ট সমস্তই সঞ্চয় করেন। তাঁহারদের মৃত্যুর পর ঐ ধন তাঁহার-

দিগের স্ত্রীপুত্রাদির হস্তগত হওত তদ্দ্বারা নানা প্রকার অসৎকর্ম্মানুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অনেকে এমত আছেন যে আপনাপন আয়াপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক ব্যয় করিয়া এতাধিক দায়গ্রস্ত হন যে অত্যল্পকাল মধ্যেই তাঁহারদের বিভব কিছুই থাকে না, বহুবিধ দুষ্কর্ম্মের পর অবশেষে ভিক্ষার দ্বারা উদর পোষণ করিতে হয় এবং আপনাপন উত্তরাধিকারীগণকে ঐ অবস্থায় রাখিয়া লোকান্তর গমন করেন। এই সমস্ত কুরীতির পরিবর্ত্তে ধনার্জ্জনার্থে যিনি যে পথাবলম্বন করুন, তিনি সেই পথে ন্যায়ানুযায়ি যাহা লাভ করিতে পারেন তাহাই যথেষ্ট বিবেচনায় তৃপ্ত হওত ন্যায়মত স্পৃহা রাখাই তৎকর্ত্তব্য। সকলেই ন্যায়ার্জ্জিত ধনের দ্বারা প্রথমতঃ আপনার ও পরিবারের পরিমিতরূপে পোষণ করিবেন, তৎপরে বাসস্থান ও পরিচ্ছদাদির জন্যও ঐ রূপ ব্যয় কর্ত্তব্য, তদনন্তর বালক বালিকাদিগের

বিদ্যাভ্যাসের ব্যয় নির্ব্বাহপূর্ব্বক অন্যের অনি-ষ্টকারী না হয় এরূপ অঙ্গহীন পরিশ্রম করিতে অশক্ত অথচ দীন ব্যক্তিদিগকে সাধ্যমত কি-ঞ্চিৎ দান করিতে পারেন, তৎপরে যদি সাধ্য হয় তবে দেশস্থ সাধারণ জনগণের বিশেষ হিতজনক কর্ম্মে অর্থাৎ বালক বালিকাদিগের বিদ্যাশিক্ষা এবং পরানিষ্টকারী না হয় এ প্র-কার অযোত্রাপন্ন রুগ্ন ব্যক্তিদিগের চিকিৎসার জন্য কিছু ব্যয় করিবেন। সকলে স্বজাতীয় প্রথানুসারে পুণ্যজনক কর্ম্মে অবস্থানুসারে সর্ব্বদাই রত থাকিবেন, কিন্তু আপনাপন শে-ষাবস্থার ব্যয় ও শিশুসন্তান সন্ততি, বৃদ্ধ পিতা মাতা অথবা সাধ্বী বনিতাসত্বে তাঁহারদের জন্য কিছু ধন সঞ্চয় ও সাধ্যানুসারে লভ্যজ-নক কিছু স্থাবরসম্পাত্তি সংগ্রহ করিয়া রাখি-বেন, অন্যথায় তুঃখের সীমা থাকিবে না। কুলাইলে প্রমোদজনক বিহিত কর্ম্মে সময়ে সময়ে কিছু ব্যয় করিলেও হানি নাই। পুত্র

কন্যাদিগের বিবাহ, কি পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ অথবা অন্য কোন সৎকর্ম্মোপলক্ষে সর্ব্বস্বান্ত কি ঋণ-জালে জড়িত হইয়া নাম প্রকাশের জন্য অ-ধিক ব্যয় অতীব অকর্ত্তব্য। ঐ প্রকার ব্যয় দ্বারা কত শত সমৃদ্ধিশালীরা দৈন্যাবস্থাপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার সংখ্যা হয় না। ন্যায়মত অর্জ্জিত ধনে কুলায় না এই অনুমানে অন্যায় উপার্জ্জনে প্রবর্ত্ত হওয়া অতি অনুচিত, কেননা যখন কোন পুরুষের হস্তে কিছুই ধন থাকে না, পরান্নেই তাঁহাকে জীবন ধারণ করিতে হয়, তখন তিনি মাসিক পঞ্চ মুদ্রার নিমিত্ত জগদীশ্বর সমীপে নিয়ত প্রার্থনা করিতে থা-কেন, এবং ঐ পরিমাণ অর্থ প্রাপ্তিতে যৎপ-রোনাস্তি সন্তোষলাভ ও তদ্দ্বারা আপনার তৎকালোচিত সমস্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন। তবে কিঞ্চিদ্দিন গতেই তাঁহার ঐ পঞ্চ মুদ্রায় অকু-লান হইবার কারণ কি? যদি কেহ বলেন আশা ক্রমশই বৃদ্ধি হইতে থাকে, সুতরাং

মনুষ্যকে অন্যায় পথাবলম্বন করিতে হয়। যাঁহারদের আশা ঐ প্রকার বৃদ্ধি হয় তাঁহারা বিবেচনা করিবেন যে অন্যায় পথাবলম্বন করিলেও তাঁহারদের আশা কোন মতেই পূর্ণ হইবে না, সমস্ত পৃথিবীশ্বরেরও রাজ্যবৃদ্ধির আশা হইয়া থাকে, এমত অন্যায়াকাঙ্ক্ষা পূরণার্থে কি জগদীশ্বর স্বতন্ত্র আর একটী পৃথিবী সৃজন করিবেন? না তিনিই কোন প্রকার অন্যায়াচারের দ্বারা অন্য রাজ্য প্রাপ্ত হইবেন? সন্তোষামৃত পান ভিন্ন যখন আশা পূরণের উপায়ান্তর নাই, তখন অন্যায় পথে পদ সঞ্চালন না করিয়া ন্যায়মত আশা বৃদ্ধি করিলেও কিছু ফল লাভ হইতে পারে।

সকলেই জানেন মনুষ্যের কত পরিশ্রমে কত কালে অধিক ধন সঞ্চিত হইয়া থাকে। পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ কি কন্যা পুত্রের বিবাহাদি কর্ম্মোপলক্ষে হিন্দুজাতির যে অধিক পরিমাণে অর্থ ব্যয় হয়, তদ্দ্বারা স্বদেশের কোন

উপকার নাই, কেবল নাম প্রকাশের জন্য অধিক কালের সঞ্চিতার্থ এককালে ত্যাগ করিতে অথবা ঋণগ্রস্ত হইতে হয় মাত্র। যে শ্রাদ্ধে ৫০০০০৲ মুদ্রা ব্যয় হইয়া থাকে, তদুপলক্ষে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতকে ২০০৲ টাকা, অতি দীন জনে।০ আনার অধিক প্রদত্ত হয় না, অথচ ঐ পরিমাণ দানে কোন ব্যক্তির চিরদুঃখ নিবারিত হওনের নহে বরং তদ্গ্রহীতাদিগের প্রত্যেকেই কোন না কোন কারণে দাতার প্রতি রুষ্ট হন, এবং হতভাগ্য কাঙ্গালীদিগের মধ্যে অনেককে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে হয়। বিবাহোপলক্ষে যে অধিক ধন ব্যয় হইয়া থাকে তাহার অধিকাংশই নাচ, তামাসা, বাদ্য, ভাণ্ড, অগ্নিক্রীড়াতেই যায়, ঐ প্রকার কর্ম্মের দ্বারা দেশের হিত দূরে থাকুক অনেকের রোগোৎপত্তির ও কতকের প্রাণ বিয়োগের সম্ভাবনা আছে।

পরিবার পোষণ বিষয়ক।

বঙ্গদেশে বহু পরিবার প্রতিপালনের যে প্রথা আছে তাহা অকৃতি ও অলসদিগের হিতকর এবং সক্ষম ও পরিশ্রমীদিগের ক্লেশদায়ক। তদ্বিশেষ এই যে এক পরিবার মধ্যে যদি একজনকর্ত্তৃক কিছু ধনার্জ্জিত হয়, অথবা যদি কোন পরিবারের পৈতৃক সম্পত্তির কর্ত্তৃত্ব ভার এক জনের হস্তে থাকে, তবে যিনি কর্ত্তা নাম ধারণ করেন, তদধীন পুরুষেরা কেহই কিছু মাত্র উপার্জ্জনের চেষ্টা করেন না, কেবল বাটীতে নানা বিধ অলীক আমোদে মগ্ন থাকেন, অন্যান্য ধনিদিগের ব্যবহারাদি দৃষ্টে আপনারা সর্ব্বদাই আয়াপেক্ষা অধিক ব্যয় করেন, কর্ত্তাটীকে নানা প্রকার প্রতারণাবাক্যে ভুলাইয়া অধিক অর্থ আপনারদের হস্তে রাখেন। ঐরূপ ব্যবহারের দ্বারা কর্ত্তাকে অত্যল্পকালের মধ্যেই দৈন্যাবস্থা-

প্রাপ্ত হইতে হয়, তখন যদি তিনি অন্যান্য পুরুষগণকে পৃথক্ করিয়া দিতে চাহেন, তবে সকলে তাঁহার প্রতি অশেষ দোষারোপণপূর্ব্বক বলেন তিনি চিরকাল সংসারের কর্ত্তৃত্ব ভার আপন হস্তে রাখিয়া পৈতৃক সমস্ত সম্পত্তি গোপন করিয়াছেন, ঐ ঐশ্বর্য্য প্রত্যেককে সমানাংশে বিভাগ করিয়া না দিলে কেহই প্রার্থক্য স্বীকার করিবেন না। যখন কর্ত্তাটী ধনার্জনে অক্ষম হন, তখন অন্যান্য পুরুষেরা আপনারদের অসদ্ব্যয় জন্য গৃহীত কতক গুলিন ঋণের দায় তাঁহার মস্তকে অর্পণ করত গৃহান্তর নির্ম্মাণপূর্ব্বক তথায় বাস করেন, এবং লোক সমাজে সর্ব্বদাই তাঁহার নিন্দা অভিব্যক্ত করিতে থাকেন, তন্মঙ্গলোদ্দেশে আর কেহই কোন কর্ম্ম করেন না। অনেক পরিবার একত্রে থাকার কিছু দিন পরে নানা হেতু ক্রমে একের প্রতি অন্যের এরূপ ঈর্ষা জন্মে যে তজ্জন্য পরস্পর নিয়তই কলহ হইতে থাকে,

পরিশেষে রাজদ্বারে নানাবিধ মোকদ্দমা উ-
ত্থিত হইয়া সকলেই শ্রীভ্রষ্ট হন। এই সকল
ঘটনা অনুসারে কত পরিবারের সম্ভ্রম চিহ্ন
বিলুপ্ত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এক্ষণে
যদি এরূপ নিয়ম ধার্য্য হয় যে সন্তানের ২০
বৎসর বয়স হইবামাত্র তৎপিতা কি অন্য অ-
ভিভাবক যে কেহ থাকেন তিনি ঐ সন্তানকে
পৃথক্ করিয়া দেন, ঐ সন্তান তদবধি আপন
পরিশ্রমের দ্বারা ধনার্জন ও সংসারযাত্রা নি-
র্ব্বাহ করিতে থাকেন বালিকাগণ বিবাহের
পরেই আপনাপন পতিগৃহে বাস করেন, কোন
কোন সময়ে আপনার বা পিতা মাতার ইচ্ছা-
নুসারে পিত্রালয়ে আগমনপূর্ব্বক অল্পকাল
অবস্থিতি হন পিতৃবিয়োগান্তে তদ্ধন তাঁহার
সন্তানেরা শাস্ত্রমত বিভাগ করিয়া লন, তবে
সকলেই সুখী হইতে পারেন। এবিষয়ে অ-
নেক অদূরদর্শীরা বলিতে পারেন যে পিতা
অপত্যস্নেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক আপন সন্তানগ-

ণকে পৃথক্ করিয়া দেওয়া বিধেয় নহে এবং সন্তানগণ যৌবনাবস্থায় পিতা মাতা হইতে পৃথক্ হইলে পিতৃ মাতৃ ভক্ত হইবে না, তজ্জন্য পিতা মাতার অনেক ক্লেশ হওয়া সম্ভাব্য। কথিতযুক্তি ও শঙ্কা বিফল, কেননা পিতা আপন সন্তানগণকে বিদ্বান্ হওনান্তে পৃথক্ করিয়া দিলে তাঁহার অপত্যস্নেহের অন্যথা হইবার নহে, বরং পৃথক্ হইলেই সন্তানগণ আলস্যের দাসত্ব করণের অবকাশাভাবে আপনাপন জীবিকার জন্য সচেষ্ট এবং তদ্বিষয়ে পিতৃসাহায্যও প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহারা কৃতকার্য্য হইলেই তাঁহারদের পিতা মাতাদিগের আনন্দের সীমা থাকিবে না, তখনি প্রকৃত অপত্যস্নেহের কার্য্য হইবে। যে পিতা স্নেহবশতঃ সন্তানকে পৃথক্ করিয়া না দিয়া আপনার নিকট রাখিবেন এবং পুত্রবধূ ও পৌত্রাদিকেও প্রতিপালন করিবেন, তাঁহার সন্তান কখনই আপনার জীবিকার জন্য যত্নমাত্র করি-

বেন না, আলস্যপরতন্ত্র হওত অন্যায় ব্যয়ে কেবলই পিতৃধন ক্ষয় করিবেন, ঐ ভাবে কিছুকাল গতে তাঁহারা সকলেই অতিশয় দুঃখে পতিত হইবেন। এ প্রকার অপত্যস্নেহের প্রভাবে অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট ফলের প্রত্যাশা মাত্র নাই। যে সন্তানেরা পিতা মাতার দ্বারা লালিত পালিত ও বিদ্বান্ হইবেন, তাঁহারা ধনোপার্জ্জনে প্রবর্ত্ত হওনানন্তর যদি পার্থক্য জন্য পিতৃ মাতৃ ভক্তি ত্যাগ করিতে পারেন, তবে সে রূপ সন্তান অপ্রাপ্তিতে তাঁহারদের পিতা মাতা যে ভাবে কালাতিবাহিত করিতেন ঐ রূপ সন্তানগণসত্ত্বেও সেই ভাবে জীবনাবসান করিতে পারিবেন, এবং অর্থ সঙ্গতি থাকিলে চরমে কোন ক্লেশেও পতিত হইবেন না। কথিত আছে যে সন্তান হইতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের কিছুই সাধিত না হয় তাঁহার জন্ম অজাগলস্থ স্তনের ন্যায়। পরপিণ্ডভোগ মৃত্যু হইতেও অধিকতর যাতনা।

পিতার নিকটেও যাচ্ঞা কর্ত্তব্য নহে। এই সকল নীতিবাক্য সকলেই নিয়ত স্মরণ রাখিবেন। অঙ্গনারা আপনাপন পতি, তদভাবে পুত্র কর্ত্তৃক পালিতা হইলে তাঁহারদের কোন ভার অপরকে বহন করিতে হইবে না। কোন অধীরা অগত্যা আপনার পিতা কি ভ্রাতা কর্ত্তৃক পালিতা হইলে কোনই হানি নাই।

স্ত্রীগণের ঋতুকালাবধি জাত বালক বালিকাদিগের বিদ্যাভ্যাসের সময়পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিষয়ক।

উত্তম বংশধর জন্মে, এতদ্বিষয়ে যত্নবান হওনাপেক্ষা মনুষ্য জাতির উৎকৃষ্ট কর্ম্ম জগতে

আর কিছুই নাই। প্রত্যেক মানবের সুসন্তান কি সন্ততি উৎপন্ন হয় এই অভিপ্রায়ে প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা অনেক প্রকার উপদেশ করিয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে প্রায়ই তদনুসারে কার্য্য হয় না সুতরাং দীর্ঘায়ু সুসন্তানের মুখ অনেকেই দেখিতে পান না। এই বিষয়সম্বন্ধীয় সমুদায় বিধি বিস্তারমত বর্ণনা করিতে গেলে অনেক সময়াবশ্যক, অথচ আয়ুর্ব্বেদাদি যে সকল শাস্ত্রে ঐ সকল বিধি আছে ঐ শাস্ত্র সকল প্রাপ্তব্য বিজ্ঞগণ তদনুসারে কর্ম্মানুবর্ত্তী হইতে পারেন, যাঁহারা ঐ সকল শাস্ত্র দেখিতে অক্ষম তাঁহারদের জন্য সংক্ষেপতঃ বক্তব্য এই এই :—

১। স্ত্রীর ঋ[illegible]কা[illegible] উপস্থিত হইলে প্রথম ক্ষণ অবধি ২৪ প্রহ[illegible] [illegible]তে [illegible]মীযোগে ঋতুরক্ষা করা উ[illegible], [illegible] ঐ কর্ম্ম সম্পা[illegible] দিত হইলে যদি অপ[illegible]ন্ন হয় তবে সেই

সন্তান কি সন্ততির অনেক প্রকার বিঘ্ন ঘটনা সম্ভব।

২। ঋতুমতী স্ত্রীগণ ঋতুকাল তিন দিবস ক্রন্দন, নখচ্ছেদন, তৈলাদি মৰ্দ্দন, দিবাশয়ন, দ্রুত গমন, অত্যুচ্চ শব্দ শ্রবণ, বহু ভাষণ এবং উৎকট পরিশ্রমাদি করিবেন না।

৩। দম্পতীর মধ্যে কোন এক জনের শরীরে কোন প্রকার পীড়া, দুর্ভাবনা, ক্লেশ, শোক, ক্ষোভ কি লোভ থাকার সময়ে ঋতুরক্ষা কৰ্ত্তব্য নহে। উভয়ে যে সময়ে সুস্থকায়ে প্রফুল্ল চিত্তে থাকিবেন সেই সময়ে অতি উপাদেয় দ্রব্য ভোজন, উত্তম বেশ ভূষা ধারণপূৰ্ব্বক উত্তম ভবনে উত্তম শয্যায় প্রগাঢ় অনুরাগসহকারে সহবাস করা উচিত। ঐ সময়ে কোন মাদক দ্রব্যের দ্বারা চিত্তকে প্রফুল্ল করা বিধেয় নহে, যদি কেহ করেন তবে জাত বালক কি বালিকা সেই মাদকপ্রিয় হইবে।

৪। চতুর্থ নিশায় ঋতুরক্ষার পর পুনর্ব্বার রজোদৃষ্ট না হইলে অপত্যাভিলাষিণী স্ত্রীদিগের পুরুষ সহবাস অকর্ত্তব্য। এই নিয়ম প্রতিপালনে অনেকে অসন্তুষ্ট হইতে পারেন, কিন্তু ইহার ফল অতি উত্তম, অর্থাৎ গর্ব্ভাবস্থায় স্ত্রীজাতির পুরুষসহবাসে ঐ গর্ব্ভ বিনষ্ট হইবার সম্যক্ সম্ভাবনা। যদি কোন কারণে তাহা না হয় তবে সেই গর্ভস্থ সন্তান বা সন্ততিকে অল্পায়ুঃ, চিররোগী, বিকলাঙ্গ অথবা বুদ্ধিহীন হইতে হইবেক। কথিত নিয়মটী প্রতিপালনে ঐ শঙ্কা থাকে না। পুরুষদিগকেও এই বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। কতক গুলিন পশু পক্ষীদিগের ব্যবহার দৃষ্টে ঐ নিয়ম শিক্ষা করা ও তাহার ফল জানা যাইতে পারে অথচ উহারা মনুষ্যের ন্যায় জ্ঞানসম্পন্ন নহে।

৫। গর্ব্ভবতী স্ত্রীগণ গর্ভধারণের দিবসাবধি আপনাপন ক্ষমতানুযায়ী মনোহর

বেশ ভূষা ধারণ ও প্রফুল্লচিত্তে কালযাপন করিবেন। অগ্নিকারক সুস্বাদু লঘু দ্রব্য সকল ভোজনাবশ্যক। পুরুষসম্ভোগ, রাত্রি জাগরণ, যানারোহণ, দূরগমন, অনশন, অতিশয় জলসেবা, ব্যায়াম, শোক, শূন্যগৃহ, দুর্গন্ধ পদার্থ, উচ্চশব্দ, কঠিন শয্যা, অতিশয় স্নিগ্ধসেবা, চক্ষের অপ্রিয়পদার্থ দর্শন, ভয়ঙ্করভাব ভাবনা, মল মুত্রাদির বেগ ধারণ ত্যাগ করিবেন।

৬। প্রসবকালে শুষ্ক অসঙ্কীর্ণ এবং বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালিত উত্তম গৃহে সন্তান প্রসব করা উচিত, কদর্য্য সূতিকাগারে প্রসব হওয়া কদাচই শ্রেয়স্কর নহে।

৭। প্রসবান্তে কতক দিবস পর্য্যন্ত প্রসূতি ও নবপ্রসূত বালক বালিকাদিগকে অশুচি জ্ঞানরাহিত্যে শুচি জ্ঞানে তাঁহারদের সহিত সকলেই সদ্ব্যবহার করিবেন। ঐ প্রকার প্রসূতি ও বালক বালিকাদিগকে স্পর্শ

করিলে স্নান করিতে হয় এমত জ্ঞান কেহই করিবেন না। যে শোণিতাদি দৃষ্টে তাঁহাদিগকে অপবিত্র বোধ হয় সেই শোণিতাদি সমস্ত শরীরেই আছে বিবেচনা করিলে উহারদিগকে কদাচই অশুচি বোধ হইবে না।

৮। প্রসবকালাবধি কিয়দ্দিবস যাবৎ প্রসূতি ও জাত বালক বালিকাদিগের মল, মূত্র, স্রবিত শোণিতাদি, সূতিকাগারে রাখিবার যে প্রথা পল্লীগ্রামাদিতে আছে, তাহা রহিত পূর্ব্বক সূতিকাগার সর্ব্বদাই পবিত্র রাখা কর্ত্তব্য। কথিত দুর্গন্ধ দ্রব্য সকল গৃহ হইতে বাহির করিবামাত্র প্রসূতি ও বালক বালিকাদিগের হানি হইবে এমত শঙ্কা যদি কেহ করেন তবে তিনি ঐ সকল দ্রব্য সূতিকাগার হইতে বাহির করিয়া অন্য গৃহ মধ্যে রাখিতে ও তথায় প্রহরী স্বরূপ স্বয়ং অবস্থান করিতে পারেন।

৯। প্রসবান্তে প্রসূতি ও শিশুদিগকে

অধিক রৌদ্রে বা অগ্নির উত্তাপে নিয়ত তাপিত করা উচিত নহে। বিশুদ্ধ গৃহ মধ্যে যৎসামান্য অঙ্গারাগ্নি রাখিলেই উষ্ণতার কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে।

১০। শরীর বিদ্যায় নিপুণা, মধ্য বয়স্কা, সুশীলা, হৃষ্টচিত্তা, বিশুদ্ধ দুগ্ধা, পুত্রবতী, দয়াশীলা, স্বাধীনা, অল্পে সন্তুষ্টা, সৎকুলোদ্ভবা, সজ্জনদুহিতা, ছলবর্জ্জিতা, বালককে আপন পুত্রের ন্যায় দ্রষ্টা, এই প্রকার ধাত্রী নিয়োগ করা উচিত। এক্ষণকার ন্যায় চণ্ডালীপ্রভৃতি অতি নীচ কুলোদ্ভবা, মূর্খতমা, লোভাদি নানা দোষে দূষিতাদিগকে সূতিকাগারে প্রবেশ করিতেও দেওয়া বিধেয় নহে। যদি কেহ এমত বলেন যে উক্ত প্রকার ধাত্রী অধুনা পল্লীগ্রামে পাওয়া যায় না, তবে তিনি প্রসূতি ও শিশুদিগকে কুসংসর্গে নিক্ষেপ না করিয়া আপন গৃহকামিনীদিগকে ধাত্রীকার্য্যে নিয়োগ করিবেন। যদি তাঁহারা ঐ কার্য্য

জ্ঞাত না থাকেন তবে অল্পে অল্পে শিক্ষা করিতে পারেন।

১১। প্রসবান্তে প্রসূতি অতি উপাদেয় অগ্নিদীপক দ্রব্য ভোজন, বিশুদ্ধ বায়ুসেবন ও প্রসন্নচিত্তে কালযাপন করিবেন। আপন স্তন্যের দ্বারাই সন্তান পোষণ করা উচিত। যদি প্রসূতির পীড়া বা কারণান্তরে স্তন্যবিকার প্রাপ্ত বা তদভাব হয় তবে প্রসূতির সমবয়স্কা সুস্থকায়া বিশুদ্ধ দুগ্ধবতী অন্যের স্তন পানই শিশুর পক্ষে শ্রেয়ঃ, তদভাবে গব্য বা ছাগদুগ্ধ দিলেও হানি নাই।

১২। শিশুসন্তানকে বলপূর্ব্বক আক-র্ষণ করা, কোন প্রকার ভয় দর্শান, হঠাৎ নিদ্রা ভঙ্গ করান এবং কোন কারণে তাহার অস-ন্তোষ জন্মান উচিত নহে।

১৩। শিশুসন্তান পীড়িত বা ক্ষুধিত হ-ইলেই ক্রন্দন করিয়া থাকে, যখন অনুরাগ সহকারে স্তনপান না করে তখন তাহার পীড়া

হইয়াছে বিবেচনায় বিহিত চিকিৎসা করান, পীড়া না হইলে ক্ষুধার সময়ে অচিরেই তন্মুখে স্তন দেওয়া উচিত।

১৪। শিশু কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হইলে প্রতি-দিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে অগ্নিসন্দীপক আহার দে-ওয়া ও স্নান করান উচিত। অধিক আহার দেওয়া কোন মতেই বিধেয় নহে।

১৫। যৌবনকালোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত শিশুগণের আত্ম হিতাহিত বিবেচনাশক্তি কি-ছুই থাকে না, ঐ কালপর্য্যন্ত তাহারদের ক্ষু-ধার উদ্রেক না হইলেও আহারের জন্য ব্যগ্র হইয়া থাকে এবং অন্যান্য অনেক অসৎকর্ম্মে তাহারদের অভিরুচি হয়, ঐকালপর্য্যন্ত তাহা-রদিগকে পরিমিত আহার দেওয়া, সর্ব্বদা সৎ-সংসর্গে রাখা, অসৎকার্য্যে প্রবর্ত্ত হইতে না দেওয়া উচিত।

১৬। যখন শিশুগণ অন্যের বাক্য শু-নিলে কিঞ্চিৎ বুঝিতে ও আপনারা আধ আধ

বাক্য কহিতে পারে তৎকালাবধি তাহারদি-
গকে "জুজু, হুমো" ইত্যাদি শঙ্কাজনক বাক্য
যেন কেহ না শুনান। যে সকল বাক্য শুনিলে
সাহস বৃদ্ধি হয় এমত বাক্য শিশুগণকে সক-
লেই শুনাইবেন। যে কোন বস্তু দৃষ্টে শি-
শুরা জিজ্ঞাসা করিবেক যে ওটা কি? ঐ প-
দার্থ যিনি প্রকৃতরূপে জানেন তিনিই যেন
সদুত্তর প্রদান করেন, যে বস্তুর যথার্থ অবস্থা
যিনি জ্ঞাত নহেন তিনি কহিবেন আমি জানি
না, যখন পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাসার্থে গমন ক-
রিবে তখনি পুস্তকে দেখিতে পাইবে। তাৎ-
পর্য্য এই যে চন্দ্রমণ্ডলে বুড়ি কাটনা কাটি-
তেছে, তৎসম্মুখে বৎস সহিত গবী বান্ধা
আছে; বিদ্যুৎ দেবকন্যার রূপের ছটা; বজ্র
ইন্দ্রের বাণ বা ব্যক্তি বিশেষের অস্থি, এই
প্রকার বাক্য শিশুরা সর্ব্বদা শুনিলে তৎপ্রতি
তাহারদের এমন দৃঢ় প্রতীতি হয় যে পরে ঐ ঐ
বস্তুর স্বরূপাবস্থা কোন কারণে জ্ঞাত হই-

লেও তৎপ্রতি বিশ্বাস জন্মে না, অনেক ক্লেশে কিঞ্চিৎ প্রত্যয় হইবামাত্র স্বজাতীয় শাস্ত্রাদির প্রতি একেবারে ঘৃণা ও অবিশ্বাস করে।

১৭। শিশুদিগের নিকট কোন প্রকার মিথ্যা বা ছলোক্তি কিম্বা তাহারদিগকে কোন বিষয়ে প্রতারণা করা অনুচিত, ফলতঃ বিদ্যাভ্যাসে বা পীড়িতাবস্থায় ঔষধ সেবনে অথবা অন্য হিতজনক কর্ম্মে শিশুগণকে প্রবর্ত্ত করাইতে হইলে কোন লোভ দর্শানতে হানি নাই। শিশুরা যে আশাপ্রযুক্ত ঐ ঐ কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইবে, তাহা যে পর্য্যন্ত পুরণ হইতে পারে তদ্দ্বারা উহারদের উৎসাহ বৃদ্ধি করা উচিত, কেবল পীড়ার সময়ে ঔষধসেবনের পর তাহারদের আশানুযায়ি দ্রব্য যদি কুপথ্য হয় তবে না দিয়া প্রকৃত শান্ত্বনা বাক্যের দ্বারা ক্ষান্ত রাখাই শ্রেয়ঃ।

১৮। দাসত্বের জন্য বিদ্যাভ্যাস করিতে

হয় এরূপ বাক্য শিশুগণকে শুনান অনুচিত। বিদ্যা ভিন্ন সংসারের কোন বিষয় জানিবার, গুণিগণ সমাজে পরিচিত হইবার এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ সাধনের উপায়ান্তর নাই, বিদ্যাহীন ব্যক্তি মনুষ্যের মধ্যেই গণ্য নহে, উহার বয়স যত বৃদ্ধি হইবে ততই উহাকে লোকসমাজে ঘৃণাস্পদ হইতে হইবে, ইত্যাদি নানা প্রকার নীতিবাক্য শিশুরা নিয়ত শ্রবণ করিতে পায় সকলেই এমত উপায় ধার্য্য করিবেন।

১৯। শিশুদিগকে পেঁচুয়ায় পায় অথবা ডাইনে খায় এমত বিশ্বাস কেহই করিবেন না; কারণ পেঁচুয়া কি ডাইন আদৌ নাই, কতক গুলিন প্রতারক লোকেরা আপনারদিগকে পেঁচুয়া বা ডাইনের ওঝা পরিচয় দিয়া কোন শিশুকে পীড়িত দৃষ্টে হাতচালা বা অন্য কর্ম্মের দ্বারা গৃহস্থের প্রতীতি জন্মাইয়া চিকিৎসার ছলে অর্থ শোষণ করিয়া

থাকে মাত্র। ঐ প্রকার ওঝার দ্বারা বালকদিগের রোগের শান্তি মাত্র হয় না, কেবল নানা প্রকার অত্যাচার ও বালকগণকে কুপথ্য প্রদত্ত হয়। ঐ ওঝা অন্য চিকিৎসককেও ডাকিতে দেয় না। ঐ রূপ ওঝাদিগের অনিষ্টাচরণের দ্বারা অনেক বালককে অকালে কালকর্ত্তৃক কবলিত হইতে হয়, সুতরাং ঐরূপ ওঝাগণের দ্বারা চিকিৎসার প্রথা সকলেই রহিতপূর্ব্বক উহারা প্রতারণা জন্য রাজদ্বারে দণ্ড পায় এবং আপনারদের চাতুর্য্য ব্যবসায়ে বিরত হয় এমত উপায় নির্দ্ধারণ করিবেন।

২০। শিশুগণ দুই বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইবামাত্র তাহারদের জনক জননীগণ আপনাপন সন্তানকে বাটীতেই সম্ভবমত বিদ্যাশিক্ষা দিবেন, পঞ্চম বর্ষে উহারদিগকে শিক্ষকহস্তে সমর্পণ করিবেন।

২১। কোন অপরাধ জন্য শিশুগণকে

বাক্যের দ্বারা শাসন করা উচিত, কোন প্র-
কার আঘাত অকর্ত্তব্য।

বালক বালিকাদিগের বিদ্যাভ্যাস বিষয়ক।

এক্ষণে রাজনিয়মানুসারে ইংলণ্ডীয় এবং
অন্যান্য দেশীয় বিদ্যাশিক্ষার যে সমস্ত সদু-
পায় হইয়াছে তত্তাবতই এ দেশস্থ লোকদিগের
পক্ষে হিতকর। দুঃখের বিষয় এই যে দে-
শস্থ অনেক সম্ভ্রান্ত মহোদয়দিগের হস্তে অ-
নেক কর্ত্তৃত্ব ভার থাকাতেও শিক্ষকদিগের
চরিত্রানুসন্ধান কেহই করেন না, প্রকাশ্য বি-
দ্যালয়ের যে সকল ছাত্রগণ রীতিমত পরী-
ক্ষোত্তীর্ণ হন তাঁহারাই শিক্ষকের পদে নি-
যুক্ত হইয়া থাকেন, তাঁহারদিগের মধ্যে অ-

নেকের আচার ব্যবহার দৃষ্টে বালকবৃন্দ অগ্রেই পরিমিত মদ্যপানরত, পিতৃ মাতৃ ভক্তিতে এবং স্বজাতীয় ধর্ম্মে স্পৃহা শূন্য হইয়া উঠেন, এবং তজ্জন্য অনেকে দুষ্কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হন, অথচ তাঁহারা বিদ্যালয়ে যে সমস্ত পুস্তক পাঠ করেন তন্মধ্যে কোন গ্রন্থেই এমত উপদেশ নাই যে অধিক পরিমাণে বারুণী উদরস্থ, স্বজাতীয় ধর্ম্ম ও পিতৃ মাতৃ ভক্তি ত্যাগ করিলেই মনুষ্য জগদীশ্বরের কৃপাপাত্র হইবেন ও সাংসারিক সমস্ত সুখের মুখাবলোকন করিবেন, আর কোন ক্লেশেই কখন পতিত হইবেন না, বরং নানা পুস্তকেই ঐ ব্যবহার অতিশয় নিন্দনীয় ও সর্ব্বদাই পরিত্যজ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহারা ঐ সকল কুব্যবহাররত হইয়াছেন তাঁহারদিগের দুর্গতিরও সীমা নাই। অতএব যাঁহারদের আচার ব্যবহার দৃষ্টে বালক বালিকারা স্বজাতীয় সদাচাররত ও পিতৃ মাতৃ আজ্ঞাবহ থা-

কেন স্বজাতীয় ধর্ম্মে আস্থা শূন্য না হন, এমত সচ্চরিত্র ব্যক্তিরা বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক নিযুক্ত হওনার্থে প্রথমতঃ সকলেরই যত্নবান হওয়া উচিত। যদি তাঁহারদের ঐ প্রয়াস ব্যর্থ হয়, তবে সদাচারবর্জ্জিত দুষ্কর্ম্মে রত শিক্ষকদিগের নিকট বিদ্যাভ্যাসের জন্য কেহ আপন সন্তান সন্ততিদিগকে না পাঠাইয়া সকলে এক্ষণে যে পরিমাণ ব্যয় করিতেছেন তদপেক্ষা কিছু অধিক অর্থাপগম স্বীকারপূর্ব্বক আপনারদের অভিলাষমত শিক্ষক নিযুক্ত করিতে পারেন। যদি তাহাতেও অক্ষম হন তবে সকলে আপনাপন পুত্র কন্যাদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণাগ্রে নিয়ত এমত উপদেশ করিবেন যে তাহারা বিদ্যালয়ে গিয়া পাঠ্য পুস্তকাদিতে এবং শিক্ষকদিগের প্রকাশ্য বক্তৃতায় যাহা অধ্যয়ন ও শ্রবণ করিবেন তাহাই সত্য ও তদনুগমন করা উচিত, তদ্বিরুদ্ধ শিক্ষকগণের যে সকল কর্ম্ম দৃষ্ট বা শ্রুত হ-

ইবে তদ্বদাচরণ করা অতি গর্হিত এবং শিক্ষকদিগের নিকট বিদ্যাধ্যয়ন ভিন্ন তাঁহারদের ব্যবহার শিক্ষার প্রয়োজন মাত্র নাই। বিজাতীয় ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগের বাক্যে মোহিত হইয়া কেহ আপন সন্তান সন্ততিকে তাঁহারদের স্থাপিত বিদ্যালয়েও পাঠাইবেন না। এক্ষণে অন্যান্য যে সমস্ত বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, তথায় স্বজাতীয় ও বিজাতীয় বিদ্যাভ্যাসের দ্বারা যে পরিমাণ ব্যুৎপত্তি লাভের প্রত্যাশা আছে তদর্থে বালক বালিকাগণ সমুৎসুক থাকিয়া অর্থসঙ্গতিসত্বে বালকগণ গৃহে রাখিত শিক্ষকের নিকট স্বজাতীয় ভাষার ব্যাকরণ, সমস্ত দর্শনশাস্ত্রের সারভাগ, ইতিহাস পুরাণাদি, ধর্ম্মনীতি, দায়সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা সমগ্র, আয়ুর্ব্বেদাদি চিকিৎসাশাস্ত্র সকলের সারভাগ, কাব্যালঙ্কারাদি শাস্ত্রের স্থূল মর্ম্ম, স্বদেশীয় কৃষি, বাণিজ্য, শিল্পবিদ্যা শিক্ষার যে পুস্তকাদি পাওয়া

যায় তত্ত্বাবতের সারভাগ সর্ব্বদাই অবিচলিতচিত্তে এরূপ অধ্যয়ন করিবেন যে তাঁহারা বাগ্মী, নীতিনিপুণ, প্রগল্‌ভস্বভাব, মেধাবী, স্মৃতিসম্পন্ন, উৎকৃষ্টাপকৃষ্টের বিভাগে অভিজ্ঞ, আত্মতত্ত্বজ্ঞ, ন্যায় ও ধর্ম্মনীতিজ্ঞ, স্বস্ব স্বাস্থ্যরক্ষণে নিপুণ, প্রত্যক্ষ অনুমানাদি প্রমাণের দ্বারা বস্তুর নির্ণায়ক, সমস্ত প্রকার বাক্যের গুণ দোষজ্ঞ, যে কোন জাতীয় পণ্ডিতকর্ত্তৃক কথা প্রসঙ্গ হইলে তদীয় বাক্যের ক্রমিক সদুত্তর দানে সমর্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের সারজ্ঞ, সন্ধি বিগ্রহাদির মর্ম্মজ্ঞ, নৃত্য গীতাদির সারজ্ঞ, কৃষি বাণিজ্য শিল্পকার্য্যের প্রকৃত বিধানজ্ঞ হইতে পারেন। বালিকাদিগকে বিদ্যালয়েই হউক কি স্বস্ব গৃহেই হউক, অধ্যয়নপূর্ব্বক এমত জ্ঞানলাভ করা উচিত যে তাঁহারা সমস্ত গৃহকর্ম্মে দক্ষ (অর্থাৎ আপনাপন অবস্থানুসারে যখন আপন হস্তে কোন কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে হয় তখন স্বয়ং,

যখন অন্যের দ্বারা কোন কর্ম্ম নির্ব্বাহ করাইতে হয়, তখন তদ্দ্বারা সমুদায় কর্ম্ম সুচারুমত নিষ্পাদনে নিপুণা) পতিব্রতা, লজ্জা ও বিনয়ান্বিতা, স্বজাতীয় ধর্ম্মনীতিকুশলা, ধাত্রীকর্ম্মদক্ষা, কলহবিরতা, অন্যের প্রতি দ্বেষবর্জ্জিতা, আত্মতত্ত্বজ্ঞা হইতে পারেন। স্ত্রীজাতির পরম ধন যৌবন, এবং তৎসহকারে যে কিছু অর্থ প্রাপ্তব্য এতদুভয় হরণার্থে ধূর্ত্তেরা কেহ ভক্তিজাল, কেহ মুক্তিজাল, কেহ ধর্ম্মজাল, কেহ পুরুষবশীকরণবিদ্যাজাল, কেহ পুত্রাদি বিবিধ সম্পদ প্রদানের প্রলোভবাক্যজাল, কেহ লাবণ্যজাল, কেহ বিশুদ্ধ প্রণয়জাল স্কন্ধে ধারণপূর্ব্বক তন্মধ্যে কোন এক জালে স্ত্রীগণকে আবদ্ধা করত ধন, মান, জাতি, কুলাদি বিনাশের পর প্রৌঢ়াবস্থায় অশেষ যন্ত্রণায় নিক্ষেপ করণাভিপ্রায়ে নানা বেশে দেশে২ ভ্রমণ করিতেছে, তাহারদের বাক্য শ্রবণমাত্র কেহই তাহাতে বিমুগ্ধা না হন।

বিজ্ঞেরা বলিয়াছেন অতুরেরা বৈদ্যের, ব্যসনীয় পুরুষেরা শাসনকর্ত্তাদিগের, মূর্খেরা পণ্ডিতদিগের জীবনোপায় হইয়াছে, যে কোন পুরুষ বা স্ত্রী পুর্ব্বকথিতমত জ্ঞানসম্পন্ন হই-বেন তাঁহাকে ঐ সকলের মধ্যে কোন একের নিকট পশুবৎ গ্রাহ্য হইতে হইবে না।

বর্ত্তমানকালে মনুষ্যের আয়ু অল্প, জী-বিকার জন্য স্থির বিত্ত অনেকের নাই, সক-লের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ নহে, অনেকের শরীর সর্ব্বদা রুগ্ন থাকে বলিয়া কেহ কথিতমত জ্ঞানো-পার্জ্জনে বিরত হইবেন না। যে সমস্ত সুনি-য়ম পুর্ব্বে ব্যক্ত হইয়াছে, যিনি তৎসমুদায় প্রতিপালনে যত্নাতিশয় সহকারে প্রবর্ত্ত হই-বেন তিনি যাবতীয় বিষয়েই ব্যুৎপন্ন হইতে পারিবেন সন্দেহ নাই।

যদি কেহ আপত্তি করেন যে স্ত্রী ও শূদ্র জাতিকে আত্মতত্ত্ব উপদেশ করিতে নাই, তবে উত্তর এই যে মৈত্রেয়ীপ্রভৃতি কতক গুলিন

স্ত্রী এবং দাসীপুত্র নারদপ্রভৃতি অনেক পুরু-
ষেরা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। স্বয়ং
ভগবান্ বিষ্ণুর অবতার কপিল আপন মাতা
দেবহূতিকে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপন মাতা
দেবকীকে আত্মজ্ঞানোপদেশ করিয়াছিলেন,
এবং গীতার নবমাধ্যায়ে ঐ ভগবান আত্ম-
তত্ত্বজ্ঞান ও আপনার স্বরূপ বর্ণন করত ৩২
শ্লোকে কহিয়াছেন স্ত্রী শূদ্রাদি যে কেহ আমা-
কে আশ্রয় করিবে তাহারা পরাগতি প্রাপ্ত হ-
ইবে। এই সকলের দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে
যে এক্ষণে স্ত্রী শূদ্রাদিকে অজ্ঞানান্ধকূপে নি-
ক্ষেপ করণাভিপ্রায়ে তাঁহারদিগকে কেহ আ-
ত্মজ্ঞানোপদেশ করিতে ভাল বাসেন না।

স্ত্রীবর্গ আপনাপন অবস্থানুসারে সম্ভব-
মত শিল্পকর্ম্ম শিক্ষা করিতে পারিলে অনেক
শুভ ফলের প্রত্যাশা আছে।

রাজভক্তিবিষয়ক।

"অশ্বশ্চৈক রসো রাজা" এই শ্রুতি, "নরা-নাঞ্চ নরাধিপং" এই স্মৃতি অনুসারে দেশের সম্রাট্‌কে জগদীশ্বর বুদ্ধে কায়মনোবাক্যে ভক্তি করা উচিত। যেমন ঈশ্বরানুগ্রহক্রমে জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ চাতুর্ব্বিধ জীবের সমস্ত প্রয়োজন নির্ব্বাহ হইতেছে, তদ্রূপ রাজশাসনানুসারেই প্রজাবর্গের যাবতীয় হিত সাধিত হইতেছে। রাজাকে যে কিঞ্চিৎ কর বা শুল্ক দিতে হয় তজ্জন্য ক্ষণ-কালের জন্যও কিঞ্চিন্মাত্র বৈরক্তিভাব ভা-বনা করা মানবজাতির ধর্ম্ম নহে, যে হেতু ঐ পরিমাণ কর বা শুল্ক প্রজাদিগের আয়াপেক্ষা অনেকাংশে ন্যূন, তৎপ্রদানে ক্ষতিমাত্র নাই, এই দেশে যত মনুষ্যের বাস আছে তাঁহার-দের প্রত্যেকের দৈনিক ব্যয়াপেক্ষাও দেয় বার্ষিক রাজকর বা শুল্কের পরিমাণ অল্প

হইবেক, অথচ রাজশাসন ব্যতীত প্রজাদি-
গের কোন প্রকার আয়েরই সম্ভাবনা থাকে
না, বরং দস্যুগণের দ্বারা সঞ্চিত সম্পত্তি ও
প্রাণপর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়। পূর্ব্বকালে যখন এই
দেশ হিন্দুজাতির শাসনাধীন ছিল তখন রা-
জগণের পক্ষপাতিতা দোষে জাতি বিশেষ অ-
পর সমস্ত জাতির উপর সম্পূর্ণ প্রভুত্ব করি-
তেন, ঐ সকল জাতিকে স্বর্গ বা নরকগামী
করণের কর্ত্তা ছিলেন, মৃত্যুর পর পুজার তার-
তম্যানুসারে সদসদ্গতি দিতেন, অনেকে আপ-
নাপন আলয়ে ৮৪ টী নরককুণ্ড প্রস্তুত রাখি-
য়াছিলেন, অন্য জাতি যে কোন ব্যক্তি আজ্ঞা-
বহ না হইত তাহাকে যে প্রকার নরকের যোগ্য
বিবেচনা করিতেন সেই নরককুণ্ডে নিক্ষেপ
করত দণ্ড প্রদান করিতেন, আপনারা স্বহস্তে
রাজধর্ম্মলিখিতপুর্ব্বক তন্মধ্যে বিধান করি-
য়াছিলেন যে আপন জাতি কেহ সহস্র দু-
ষ্কর্ম্ম করিলেও রাজসমীপে দণ্ড ভোগ করিতে

হইবে না, যে অপরাধে অন্য জাতির প্রাণ-দণ্ড হইবে সেই অপরাধে আপনারা ক্ষৌর কর্ম্মের স্বরূপ মস্তকমুণ্ডনপূর্ব্বক নিষ্কৃতি লাভ করিবেন, যে রাজা ঐ ব্যবস্থার অন্যথাচরণ করিবেন তাঁহাকে রাজ্যভ্রষ্ট এবং নরকগামী হইতে হইবে। রাজারাও ঐ সমস্ত বিধি কায়মনোবাক্যে মান্য করত তদনুসারেই সমস্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন। যখন এই রাজ্য যবনদিগের হস্তে ছিল তখন তাঁহারা হিন্দুবর্গকে নাস্তিক ও অধার্ম্মিকের শেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, স্বজাতি প্রজাবর্গের প্রতি যাবতীয় বিষয়েই অনুগ্রহ, হিন্দু প্রজাদিগের প্রতি সর্ব্বতোভাবেই নিগ্রহ করিতেন; হিন্দুদিগের জাতি, মান, সম্পদ, প্রাণ কোন যবন প্রজাকর্ত্তৃক নষ্ট হইলেও অত্যাচারীর কোন দণ্ড হইত না, হিন্দু কোন প্রজা যবনের কথার উচিত উত্তর দিলেই তাহার সর্ব্বনাশ হইত, দস্যুরা প্রজাদিগের সর্ব্বস্ব হরণ করিলে তৎ

প্রতিকারমাত্র হইত না, অন্য দেশস্থ দুর্ব্বৃত্ত-গণ দলবদ্ধ হওত প্রজাদিগের উপর প্রকাশ্য-ভাবে আক্রমণ করিলেও প্রজারা রাজসা-হায্যপ্রাপ্ত হইত না। ব্রিটিস জাতির রাজ-নিয়মাবলীতে ঐ সকল দোষের লেশও নাই, তাঁহারা আপন জাতীয়ধর্ম্মোপদেষ্টাকে এবং এ দেশস্থ ডোমপ্রভৃতি যৎপরোনাস্তি নীচ ব্যক্তিকে বিচারকালে সমান দেখেন, ঐ ধর্ম্মো-পদেষ্টা কি স্বজাতীয় সম্ভ্রান্ত কোন ব্যক্তি এ দেশস্থ অতি নীচকে কটূক্তি করিলেও রাজ-দ্বারে দণ্ডপ্রাপ্ত হন, জ্ঞানকৃতবধের জন্য ইং-লণ্ডীয় অনেক ব্যক্তির প্রাণপর্য্যন্ত দণ্ড হই-য়াছে। ঐ জাতির পক্ষপাতশূন্যতা গুণের অধিক প্রশংসা কি করিব? তাঁহারদিগের দ্বারা স্থাপিত বিচারালয়ে রাজবিরুদ্ধে আদ্দাশ উত্থিত হওত তাঁহারদেরই স্বল্প বেতনভোগী এতদ্দেশীয় বিচারকের দ্বারাই রাজার প্রতি-কূলে নিষ্পত্তি হইতেছে, এই সমস্ত গুণ দৃষ্টে

এক্ষণকার প্রজাবৎসল রাজার হিতচেষ্টা সকলেই করিবেন এবং রাজসমীপে কৃতজ্ঞ হইবেন।

বিবাদ নিবৃত্তিবিষয়ক।

ধনমদ, জনমদ, পাণ্ডিত্যমদ, সদাচারমদ, যৌবনমদ, প্রভুত্বমদ, সৌন্দর্য্যমদ, শক্তিমদ, ভক্তিমদ, জীবন্মুক্তিমদ, দানমদ, আভিজাত্যমদ, তপস্যামদ, অধ্যয়নমদ, যজ্ঞমদ, অন্যায়ে পরার্থশোষকতামদ, জিগীষামদ, ধর্ম্মমদ, চাতুর্য্যমদ, অজ্ঞানমদ, বক্তৃতাদি নানাবিধ মদের কোন এক বা অধিক মদবিহ্বলতা, ক্রোধ, মাৎসর্য্য ও লোভের সহায়তায় দেয় বস্তুর অদান, যে কোন গতিকেই হউক পরস্ব হরণ, নানা প্রকার বাগ্বিতণ্ডা, ছলগ্রহণ, অন্যের

রক্ষিতা স্ত্রী অভিগমন, এই কয়েকটী কারণ আকর্ষণপূর্ব্বক সর্ব্ব প্রকার বিবাদ উত্থাপন করে। সেই সকল কলহের দ্বারা তল্লিপ্ত ব্যক্তিব্যূহের কিছুই উপকারের প্রত্যাশা নাই, প্রত্যুত প্রথমেই অনেক প্রকার অপকার সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে, পরে নরহত্যাকাণ্ড পর্য্যন্ত শান্তিভঙ্গের যে সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত হয় তদুপলক্ষে রাজদ্বারে ফৌজদারী বিচারের শেষ হইতে হইতেই প্রত্যেক পক্ষের বহুল অর্থ নাশ হয়, এবং দণ্ডবিধিতে প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত যে সমস্ত শাস্তি অবধারিত হইয়াছে, অপরাধ অনুসারে তাহারও কিছু কিছু অনেককে ভোগ করিতে হয়, ইহাতেই অনেকে গোত্রহীন হন। যাঁহারা প্রচুর ধনশালী তাঁহারদের দ্বারা ঐ বিষয়ঘটিত আদ্দাশ দেওয়ানী আদালতে উত্থিত হইয়া শেষে নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত দেশীয় ও বিষয়বিশেষে ইংলণ্ডীয় আদালত সকলের ন্যায্যান্যায্য ব্যয়াদিতে প্রায়

সকলেই হতশ্রী হন, অত্যল্প লোকের এতা-
ধিক ধন থাকে যে তাহারা দুই একটা মো-
কদ্দমার দায়ে ঐ ধনের শেষ করিয়া তুলিতে
পারেন না; কিন্তু কোন এক বিষয়ে জয়লা-
ভের বা পরাভূত হওনের পর এমত কলহ-
প্রিয় হন যে বিবাদ ভিন্ন তিলার্দ্ধকাল আপ-
নাপন চিত্তকে হর্ষ রাখিতে পারেন না, বি-
বাদে প্রবর্ত্ত থাকাকেই পরম পুরুষার্থ জ্ঞান
করেন, কোন সজ্জনকর্ত্তৃক নিবৃত্তিজনক বাক্য
শুনিলে তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন,
আপনাপন অভিলাষের অনুকূল বাক্য যাঁ-
হার মুখ হইতে শুনিতে পান তাঁহার যৎপ-
রোনাস্তি সমাদর করেন, জয় লাভের আশ্বাস
দিয়া তাঁহারদের স্থানে কত লোকে কত অর্থ
হরণ করে তাহার সঙ্খ্যা হয় না, অতি ইতর
সাক্ষিগণকে প্রচুর ধন প্রদানের পর তাহার-
দের পাদস্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে হয়। এবম্বিধ
কার্য্যের দ্বারা অত্যল্পকাল মধ্যেই তাঁহার-

দের সঞ্চিত সমুদায় অর্থই বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তৎপরে তাঁহারা ঋণজালে জড়িত হইয়াও কিছু দিন আমোদ করেন, পরে যখন ঐ ঋণের দায়ে গৃহাদি বিক্রীত হইয়া যায়, তখন তাঁহারদিগকে ভিক্ষান্নেই জীবন ধারণ করিতে হয়। ইহার প্রমাণের স্থল কত শত মহাত্মা বর্ত্তমান রহিয়াছেন বলিয়া শেষ করিতে পারা যায় না। ঐ বিপন্নজনগণকে দৃষ্টেও কি সকলে বিবাদ হইতে নিবৃত্ত হইতে পারেন না? সকলে আপনাপন দেয় বস্তু প্রদান ও ন্যায়পথে পদ সঞ্চালন করিলে কোন প্রকার বিবাদ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। যদি কখন কোন বিষয়সম্বন্ধে এক জনের বিবেচনার ত্রুটিতে বা অন্যায়াচরণের দ্বারা কোন অকৌশল উপস্থিত হয়, তবে উভয় পক্ষ গ্রামস্থ বা দেশস্থ ভদ্রলোকদিগকে মধ্যস্থের ন্যায় আহ্বান পূর্ব্বক তাঁহারদের অভিপ্রায়ানুসারে কর্ম্মানুবর্ত্তী হইলেই ঐ বিবাদ ভঞ্জন হইয়া যায় এবং

দেশস্থ লোকদিগের সৌভাগ্যের সীমা থাকে না। বিবাদপ্রিয় ব্যক্তিরা হতসর্ব্বস্ব হইয়াই নিষ্কৃতি পান এমত নহে, কৃত্রিম নিদর্শনপত্রাদি সৃজন করণ এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াইবার অপরাধে কখন কখন রাজদণ্ড ভোগ করেন। তাঁহারা সুদরিদ্র হইয়া যত দিন জীবিত থাকেন তত দিন এক জন অন্যের অনিষ্টচেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই ভাল বাসেন না, ঐ অবস্থায় মানবলীলা সম্বরণের পর তাঁহারদের উত্তরাধিকারীরাও পুরুষানুক্রমে পরস্পর শাত্রবাচরণ করিয়া থাকেন। কোন কোন ব্যক্তির এতাদৃশ অর্থ ও লোকবল থাকে যে তাঁহারা যে কোন কারণে হউক অন্যের প্রতি অসন্তুষ্ট হইবামাত্র প্রথমতঃ আপনাপন ক্ষমতায় যত পারেন অত্যাচার করেন, তদ্দ্বারা পরিতৃপ্ত না হইলে তৎপ্রতিকূলে নানা বিচারালয়ে কতক গুলিন মিথ্যা মোকদ্দমা উত্থাপনপূর্ব্বক অভিলাষ পূর্ণ করেন। তখন যদি

বিপক্ষের প্রতিশোধের ক্ষমতা না থাকে তবে অগত্যা তিনি ঐ অহিতাচরণ সহন করেন, পরে যে কোন সময়েই হউক সুযোগ প্রাপ্ত-মাত্র যত দূর সাধ্য পক্ষান্তরের অনিষ্ট সাধেন। কোন মনুষ্যেরই চিরকাল সমভাবে গত হয় না, জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য কৌশল, কালের কি কুটিলা গতি, জন্য বস্তুমাত্রই কি অল্পকাল স্থায়ী? যে ব্যক্তি এক সময়ে কোন কারণে কতক লোকের উপর প্রভুত্ব প্রাপ্ত হওত সমস্ত বিষয়েই আপনাকে অদ্বিতীয় বিবেচনায় প-রম তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন, অন্যান্য মান-বগণকে তৃণজ্ঞানও করেন নাই, কিঞ্চিৎ কাল গতেই তাঁহাকে পরপিণ্ডভোগী হইতে হই-য়াছে। যিনি কোন সময়ে বন্যপশুর ন্যায় ছিলেন, কি ভিক্ষা অথবা দাসত্বের দ্বারা বহু কষ্টে আপনার উদর পোষণ করিতেন, অন-তিবিলম্বে তিনিই দেশবিশেষের রাজা কিম্বা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হওত সহস্র সহস্র

লোকের উপর প্রভুত্ব করিয়াছেন। এক স-
ময়ে এক জনের বংশ এমত বিস্তৃত হইয়া থাকে
যে এক নগরে সকলের সমাবেশ না হওয়ায়
অনেকে দিগ্দিগন্তরে আপনাপন বাসস্থান
নির্ণয় করণে বাধ্য হন, কিছু দিন গতে সেই
বংশের নামও থাকে না। এক সময়ে যে
বংশের সকলেই সুপণ্ডিত হন, অন্য সময়ে
সেই বংশধরেরা সকলেই মূর্খতম হইয়া থা-
কেন। এক সময়ে যে পরিবারের মান সম্ভ্র-
মের সীমা থাকে না, সময়ান্তরে তাঁহারাই
সাধারণের দ্বারা অপমানিত হইতে থাকেন।
পৃথিবীর যে ভাগ এক সময়ে অরণ্যাকীর্ণ, প-
র্ব্বতময় বা জলমগ্ন দৃষ্ট হয়, কিছুকাল গতে
তাহাই মহানগর ও সভ্যগণের আবাসস্থান
হইয়া উঠে। মহানগরও মরুভূমি বা সা-
গরগর্ব্ভগত, মরুভূমিও অসংখ্য জনপূর্ণ হয়।
কোন সময়ে এক দেশের মানবগণ এমত সভ্য
ভব্য, সাহসী ও ধনশালী হইয়া উঠেন যে নানা

দেশস্থ মনুষ্যেরা তথায় গিয়া সমস্ত নীতি শিক্ষা করেন ও তাঁহারদিগের আচার ব্যবহারের অনুকরণ দ্বারা সৌভাগ্যের মুখাবলোকন করিতে পান, সময়ান্তরে সেই দেশস্থ লোকেরাই অন্যান্য দেশীয়দিগের নিকট যার পর নাই অসভ্য ও ভীরু বলিয়া পরিগণিত হন। এক সময়ে যে দেশের লোকেরা সাহস ও পরিশ্রমের দ্বারা এমত সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠেন যে ভূমণ্ডলের অন্যান্য ভাগের মানবনিচয় ঐ দেশকে আশ্রয় করত সৌভাগ্যের সোপান প্রাপ্ত হন, অন্য সময়ে সেই দেশের লোকেরাই নিরুৎসাহ ও আলস্যপ্রভাবে এতাধিক দৈন্যদশায় পড়েন যে অন্যের দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া অহরহ প্রভুর তর্জ্জন গর্জ্জন শুনিতে থাকেন তথাপি আপনাপন উদর প্রকৃষ্টরূপে পোষণ করিতে পারেন না। মানবদেহ ক্ষণভঙ্গুর হইয়াও যে কিঞ্চিৎকাল বর্ত্তমান থাকে তন্মধ্যে বাল্য,

যৌবন জরা নানাবস্থা প্রাপ্ত হয়। যে কামিনীকে এমন যৌবনগর্ব্বা দেখা গিয়াছে যে তিনি তৎপ্রভাবে এই সসাগরা ধরাকে শরা জ্ঞান এবং কুলধর্ম্মাদি অতিক্রমপূর্ব্বক স্বেচ্ছাচাররতা হইয়াছিলেন, যাঁহার সম্ভোগসুখলাভের প্রত্যাশায় সহস্র সহস্র ধনীগণ আপনারদের সর্ব্বস্ব ক্ষয় করিয়াছিলেন, কুলধর্ম্মাতিক্রম জন্য যাঁহার স্বজনগণ অসীম ক্লেশানুভব করিয়াছিলেন, অত্যল্প দিন গতে তিনিই বার্দ্ধক্যাবস্থাপ্রাপ্ত হওত মুষ্টি ভিক্ষার্থে ভ্রমণ করিতেছেন শত দ্বারে গিয়াও অর্দ্ধ সের তণ্ডুল লাভ করিতে পারেন না। যে পুরুষ যৌবনে আপন হস্তে সহস্র সহস্র মনুষ্যের মস্তক ছেদন করিয়াছেন, যাঁহার সদৃশ বীর তৎকালে ভূমণ্ডলে আর ছিল না, যাঁহার করুণাকণা প্রাপ্ত্যাকাঙ্ক্ষায় অসংখ্য লোক গলবস্ত্র হইয়া দিবা যামিনী দণ্ডায়মান ছিল, কিয়ৎকাল পরেই তিনি গতিশক্তিরহিত ও ধনহীন হওত ধ-

রাশায়ী হইয়াছেন, তৃষ্ণায় জিহ্বা শুষ্ক হওয়াতেও তাঁহাকে জলগণ্ডূষ কেহ প্রদান করেন নাই। যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ষড়্‌দর্শনের বাক্যবাণে অনেককে জর্জ্জরীভূত করিয়াছেন, অনতিবিলম্বে আসন্নকালে তাঁহার সেই রসনা জগদীশ্বরের নামটীও উচ্চারণ করিতে সক্ষম হয় না, তখন তাঁহার সেই দুঃখানল নির্ব্বাসনার্থে কেবল তদক্ষিযুগলই নিরন্তর জলসেচন করিতে থাকে তদ্দ্বারা প্রতিকারমাত্র হয় না। যে পুরুষ যৌবনমদে অনেক কুলকামিনীগণের কুলধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছিলেন, বার্দ্ধক্যে কি রুগ্নাবস্থায় তৎসমক্ষেই তাঁহার পরিবারস্থা যুবতীরা পরপুরুষসহবাস করিতেছন এবং তখন তাঁহার আকৃতি দৃষ্টে যুবতীগণের মনঃ শান্তিসলিলস্পর্শ করিতেছে। যে ষোড়শী বালা বিবেচনা করিয়াছিলেন যে তাঁহার পীনোন্নত স্তনদ্বয় সুমেরু পর্ব্বত ভেদ করত তচ্ছৃঙ্গোপরি দেবগণের তুল্যভবৎ শোভা ধারণ করিয়াছিল,

যুবাগণের স্বর্গারোহণের এক মাত্র উপলক্ষ হইয়াছিল, দিকপালদিগের দর্শনেন্দ্রিয়গণকে চরিতার্থ করণাভিপ্রায়ে পবন দেব যে স্তনযুগলকে অনাবৃত করণার্থে মুহুর্মুহুঃ তদাচ্ছাদন উন্মোচন করিয়াছিলেন এবং সেই সুযোগে জাপক, স্তাবক, পূজকপ্রভৃতি সাধকেরা যদ্দর্শনে আপনারদের বহু শত জন্মকৃতপুণ্যপুঞ্জের পক্বফলদ্বয় নির্ণয়পূর্ব্বক কোন সময়ে অবশ্যই প্রাপ্ত হইব ইত্যাকার জ্ঞানে আপনারদিগের সিদ্ধাবস্থা দৃষ্টে চরিতার্থ হওত তদবধি সাধনা সকল পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, যৎস্পর্শসুখসমাধি সুখকেও পরাভব করিয়াছিল, অন্যেরদের শিশু সন্তানেরাও যদ্দর্শনে আপনারদের জীবন রক্ষার মূল কারণ পয়োনিধির আকর বিবেচনায় গ্রহণার্থে ব্যাকুল হইয়াছিল এবং বারেক হস্তে ধারণ বা রসনায় গ্রহণপূর্ব্বক ত্রিভুবনের যাবতীয় সুখ এককালেই অনুভব করিয়াছিল, যাহার স্পর্শসুখ-

লাভের জন্য রাবণ ও কীচকপ্রভৃতি বীরপুরু-
ষেরা আপনাপন অমূল্য ধন জীবন হারাইয়া
খেদ করেন নাই, কিঞ্চিৎ কাল গতে যখন
সেই কুচদ্বয় চর্ম্মচটীর পক্ষদ্বয়ের ন্যায় মূর্ত্তি
ধারণ করিয়াছে তখন তদ্দর্শনে আবার সেই
যুবকগণপ্রভৃতির শরীর হইতে কামদেব অমা-
ত্যবর্গের সমভিব্যাহারে অতি ব্যস্তে স্থানা-
ন্তর পলায়নপরায়ণ হইয়াছেন, দৈবাৎ যদি
কেহ স্পর্শ করিয়াছেন অমনি মৃত্যু তুল্য
দুঃখানুভব করিয়াছেন, দিবা রাত্রি অনাবৃত
থাকাতেও তৎপ্রতি কেহ দৃষ্টিপাত করেন
নাই। যে যুবা পুরুষের সুকুমার কায়া দর্শ-
নাকাঙ্ক্ষায় কুলকামিনীরা কোন সময়ে ব্যগ্র-
চিত্তে নানা পথানুসন্ধান করিয়াছিলেন, অন্য
সময়ে সেই দেহ কুষ্ঠ রোগের গেহ ও মক্ষিকা-
গণের প্রিয় হইয়াছে। 'যে সুগায়কের মধুর
স্বরে পশু পক্ষী পর্য্যন্ত বিমোহিত হইয়াছিল,
সময়ান্তরে তাঁহার রসনা একটী শব্দ উচ্চারণ

করিতেও অক্ষম হইয়াছে। যে নর্ত্তকীর নৃ-
ত্যের ভরে মেদিনী কম্পায়মানা ও যদ্দর্শনলা-
লসায় কত শত নৃপতিরা হতসর্ব্বস্ব হইয়া-
ছিলেন, কিয়ৎকাল গতে নিতিই গতিশক্তি-
রহিতা হইয়াছেন। যে মত্ত মাতঙ্গের বল
দ্বারা কোন সময়ে নিবিড় বন উচ্ছিন্ন প্রায়
হওত নানা প্রকার পশুকুল ভয়ে ব্যাকুল হইয়া
দিগ্‌দিগন্তরে প্রস্থান করিয়াছিল, সেই করি-
রাজ মনুষ্যকরে পতিত হইয়া তদাজ্ঞা বহন
করিতেছে। যে জ্যোতির্ব্বিদের গণনাশক্তির
দ্বারা গ্রহ উপগ্রহগণের গতি নিরূপিত হই-
য়াছে, নিতিই আপনার শমনভবন গমন স-
ময় জানিতে পারেন না। যে আমলার এতা-
ধিক মামলা বোধ ছিল যে এক সময়ে বড় বড়
বিচারকেরাও তাঁহার হস্তস্থিত সূত্রের দ্বারা
কাষ্ঠপুত্তলিকাগণের ন্যায় হস্ত মুখ চালনা ক-
রিয়াছিলেন, তাঁহাকেই আবার আণ্ডামন উ-
পদ্বীপে কারাবাস করিতে হইয়াছে। যে চ-

ত্ুর পুরুষের চাতুরী এতাদৃশ হইয়াছিল যে তৎপ্রভাবে কত শত কোটি মুদ্রার প্রমিস্যারি নোট কৃত্রিম সৃজিত ও সেই ধনে বহুবিধ সৎ-কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইয়াছিল, যিনি রাজপুরুষদিগের কৃপাপাত্র হইবার আশয়ে সাধারণের হিত-জনক কর্ম্মে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন, তাঁ-হাকেই সাত বৎসর দ্বীপান্তরে কারাবাসের পর হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করিতে হইয়াছে। যে ভূম্যধিকারীর কর বৃদ্ধির কৌশলক্রমে কতক গ্রামের প্রজাকুল হাহা শব্দে ভ্রমণ করিতেছেন, তাঁহাকেও কিছু-কাল শ্রীঘরে বাস করিতে হইয়াছে। এক সময়ে যাঁহার এতাধিক কুলমর্য্যাদা ছিল যে তিনি অন্যেবদের ভবনে দক্ষিণা গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্রাব ত্যাগ করাতে তাঁহারা ব্রাহ্মণপদবাচ্য হইয়াছিলেন, সময়ান্তরে নিতিই আপন কন্যা বিক্রয় করিয়া যৎসামান্য ব্রাহ্মণেরদের মধ্যে গণ্য হইয়াছেন। যে সদাচারীরা এক সময়ে

সৎশূদ্রকর্ত্তৃক আনিত গঙ্গাজল অবপিত্র বিবেচনায় পাত্র সহিত ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিছু দিনের পর তাঁহারা কি তাঁহারদের উত্তরাধিকারীরা নানা প্রকার মাংসের সহিত বারুণীকে কারণবারি বিবেচনায় উদরে স্থান দান করিতেছেন। চর্ম্মকারও সময় বিশেষে হরিভক্ত হইতেছে। যে যাজ্ঞিক পুরুষের যজ্ঞধূমে নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়াছিল, তাঁহার বংশধরেরা চর্ম্ম বিক্রয় করিতেছেন। যে ব্রাহ্মণ কোন সময়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিয়াও সাপরাধী হন নাই, বরং চরণে বেদনা হইয়াছিল এই ভাবে তদোপযোগী সৎকার লাভ করিয়াছিলেন, কথায় ২ কোপদৃষ্টে রাজগণের পুরী ভস্মীভূতা করিতেন, অধুনা সেই ব্রাহ্মণবংশাবতংসদিগের মধ্যে অনেকে স্ত্রীপুরুষে উদর পোষণার্থে বারাঙ্গনাদিগের পর্য্যন্ত পাচক পাচিকা নিযুক্ত হইয়াছেন। যে জাতি আপনারদের বনিতা ও

তনয়া প্রভৃতিকে অন্য জাতি পুরুষদিগের মাতৃ সমা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, সেই জাতি কামিনীরা অনেকে এক্ষণে বেশ্যাকুল উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছেন। যিনি কোন সময়ে প-রম ধার্ম্মিকের ন্যায় ব্যবহার করিতেন, তিনিই আবার যার পর নাই অধার্ম্মিক হইয়াছেন। যিনি মুক্তির জন্য স্থানবিশেষে অবস্থিত হইয়া আপনাকে পরম সাধু অন্যেরদিগকে নরা-ধম বিবেচনা করিয়াছেন, যাঁহার ঐ স্থানে মৃত্যু জন্য ধন্য ধন্য শব্দে গগণমণ্ডল পুর্ণ হই-য়াছে, তিনিই আপনার আদ্যশ্রাদ্ধকালে প্রেত শব্দে কথিত হইয়াছেন। যে নীতিজ্ঞ পুরুষের স্থানে সৎপরামর্শ গ্রহণপুর্ব্বক অনেকে মহা মহা বিপদোত্তীর্ণ হইয়াছেন, আপনার বিপদ-কালে তিনি তৎপ্রতিকার কিছুই করিতে পারেন নাই। যিনি সমস্ত ব্যাপারে আপনাকে পরম পবিত্র জ্ঞান করিয়াছেন, চরমে তিনি মল মূত্র মধ্যে থাকিয়া মৃত্যুমুখাবলোকন করি-

য়াছেন। চন্দ্র সূর্য্যের রশ্মিও দ্বিমুহূর্ত্তকাল এক প্রকার থাকে না। জগতের যাবতীয় বিষয়ের অত্যল্পকাল স্থায়িত্ব দৃষ্টে মনুষ্যকে কোন প্রকার মদে মত্ত বা বিবাদে প্রবর্ত্ত হ-ওয়া উচিত নহে। বিবাদ নিবৃত্তির দ্বারা লোকের উপকার ভিন্ন অপকার সম্ভব নহে।

কুলটা কামিনীগণের আসক্তি ত্যাগ বিষয়ক।

অনেকে যৌবনে এবং বার্দ্ধক্যে কুলটা কামিনীদিগের প্রণয়পাশে এমন আবদ্ধ হন যে গতবিভব, নানা রোগের আধার, হীনবল হইলেও তাঁহারদের জ্ঞানোদয় হয় না, বরং তখনও কুলটাদিগের সহিত প্রণয়বর্দ্ধনার্থ চৌ-র্য্যবৃত্ত্যাবলম্বনপূর্ব্বক ধনার্জ্জনের ও দ্রব্যগুণা-

দির দ্বারা দৈহিক বল বৃদ্ধির নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করেন, তিলার্দ্ধকালের জন্য অনুমান করেন না যে ঐ কামিনীরা কেবল অন্যেরদের অর্থগ্রাহিকা, যে কোন কৌশলে পারুক পুরুষগণকে বিবিধ মোহজালে আবদ্ধ করত তাঁহারদের সর্ব্বস্ব হরণ করে, যখন যে পুরুষের স্থানে আর কিছুই পায় না তখন তাঁহাকে প্রহারের দ্বারা দূরীভূত করে। পরকীয়া কামিনীদিগের সহবাসে পুরুষেরা প্রথমেই উপদংশ, প্রমেহপ্রভৃতি বহুবিধ রোগাক্রান্ত হন, যাবজ্জীবন সেই সকল রোগ ভোগ এবং তজ্জন্যই অকালে মৃত্যুমুখাবলোকন করেন, অনেকে পুরুষার্থ রহিত ও কুষ্ঠী হইয়াও থাকেন। উক্ত কর্ম্মে লোকভয়, ধর্ম্মভয়, বিদ্যা, বুদ্ধি কিছুই থাকে না, বিলক্ষণ ধনবান পুরুষের স্ত্রী পুত্রগণকে অন্নাভাবে কাতর হইয়া অন্যের দাসত্ব স্বীকারপূর্ব্বক আপনাপন উদর পোষণ করিতে হয়। পরকীয় নায়কগণ প্রচুর

ধনক্ষয় করিয়াও আপনাপন প্রণয়িনীগণ স-
মীপে কিছুমাত্র সম্মানপ্রাপ্ত হন না, প্রিয়ত-
মাদিগের মল মূত্রাদি স্বহস্তে স্থানান্তরিত
করিয়াও তাড়না ভিন্ন সরস কথা শুনিতে পান
না, তাঁহারদের সন্তান সন্ততিরা অন্নাভাবে
দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতে থাকে, তাঁহারা প্রণ-
য়িনীগণের পুত্র কন্যাদিগকে উত্তম অশন,
উত্তম বসন, উত্তম ভূষণ প্রদান করিয়া চরি-
তার্থ হন। ঐ পুরুষেরা আপনাপন পিতা
মাতার প্রতি কিছু ভক্তি অথবা সন্তান সন্ত-
তিগণের প্রতি কিছু স্নেহ প্রকাশ করিলে তাঁ-
হারদের দুর্গতির সীমা থাকে না, গৃহ সংমা-
র্জ্জনী ও চর্ম্মপাদুকাঘাতকে সর্ব্বদাই অঙ্গাভ-
রণ জ্ঞান করিতে হয়, তাঁহারদের পিতৃ পিতা-
মহাদির শ্রাদ্ধ তর্পণাদি ঐ কামিনীগণের মল
মূত্রের ও অন্যান্য গুহ্যপদার্থের দ্বারাই সম্পন্ন
হইয়া থাকে, তজ্জন্য বৈষয়িক বা দৈহিক
কোন ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। ঐ কা-

মিনীরা কোন এক পুরুষের সঙ্গেই কপট প্রণয় রাখে এমত নহে, উহারদের ঐ প্রণয়দ্বার অবারিত, যৎসামান্যাবস্থাপন্ন যে কোন পুরুষ হউক না কেন, কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিলেই ঐ প্রণয়ভাজন হন। এই প্রকার ব্যবহার দ্বারা উহারদের উপপতিগণের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষভাবের আবির্ভাব হওত কত অনিষ্টোৎপন্ন হয় তাহার সংখ্যা নাই, কখন কোন পুরুষকে অন্যের আঘাতে প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে হয়। যে কুলটারা প্রকাশ্য বেশ্যা নহে তাহারদের আত্মীয় অন্তরঙ্গেরা পুরুষানুক্রমে ঐ পুংশ্চলী নায়কগণের ও তাঁহারদের সন্তানাদির অনিষ্ট সাধনে ত্রুটি করেন না। পুরুষদিগের ধন, মান, প্রাণ হারাইয়া ঐ প্রকার দুর্দ্দশা আর কোন কার্য্যেই হয় না। পতঙ্গগণ অগ্নিশিখার প্রণয়ে আসক্ত হওত কেবল আপনাপন প্রাণোৎসর্গই করিয়া থাকে, পরকীয়া প্রণয়াসক্ত পুরুষগণকে ধন, মান,

পিতৃ মাতৃভক্তি, অপত্যস্নেহপ্রভৃতির সহিত প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হয়। ঐ সকল দোষ দৃষ্টে পুরুষেরা কোন কুলটার প্রণয়ে আসক্ত হইবেন না। যদি তাঁহারা পরস্ত্রীগণের সঙ্গাসক্তি ত্যাগ করেন তবে কাযেকাযেই স্ত্রীজাতির ব্যভিচারদোষ সকল বিলুপ্ত হইতে পারে।

একতাবিষয়ক।

কোন দুই ব্যক্তির মধ্যে সর্ব্বাংশে একতা প্রায়ই দৃষ্ট হয় না, ইহার মূল কারণ আত্মগর্ব্ব ও অন্যকে তুচ্ছ জ্ঞান। পুরুষেরা আপনারদিগকে জ্ঞানবান, বলবান, ধনার্জক বিবেচনায় স্ত্রীগণকে হেয়জ্ঞান করিতেছেন। স্ত্রীগণ নানা প্রকার চাতুরীর দ্বারা পুরুষগণকে বশতা-

পন্ন রাখণে আপনারদিগকে নিপূণা জানিয়া পুরুষগণকে তুচ্ছ বোধ করিতেছেন। পণ্ডিতেরা ব্রহ্মাণ্ডের অন্য সমস্ত লোককে মূর্খ জ্ঞানে ফুলিতেছেন। মূর্খেরা পণ্ডিতগণকে সদাচারহীন দৃষ্টে তুষ্ট আছেন। ধনীরা অধনীবর্গের দীনতা দৃষ্টে তাঁহারদিগকে হেয়, আপনারদিগকে জগদীশ্বরের প্রিয়পাত্র বিবেচনায়, অত্যুচ্চ আসনে সমাসীন হওত ফাটিতেছেন। অধনীরা ধনীগণকে পাপাচাররত ও আপনারদিগকে ধার্ম্মিক বোধে তৃপ্ত আছেন। ব্রাহ্মণেরা অপর সমস্ত বর্ণকে অপবিত্র ও আপনারদিগকে পরম পবিত্রাত্মা বিবেচনায় তৃপ্তিলাভ করিতেছেন। অন্য জাতিরা ব্রাহ্মণদিগের অনেককে ভিক্ষু ও নানা দুষ্কর্ম্মে রত দৃষ্টে তাঁহারদিগকে সামান্য ও আপনারদিগকে উৎকৃষ্ট জানিতেছেন। বলিষ্ঠ দুর্ব্বলদিগকে অক্ষম, দুর্ব্বল বলিষ্ঠকে অসৎকর্ম্মান্বিত বুদ্ধে তৃপ্ত আছেন। কুলী-

নেরা অকুলীনদিগকে যার পর নাই নিকৃষ্ট, আপনারদিগকে পরম পূজ্য বিবেচনা করিতেছেন। অকুলীনেরা আপনারদিগকে কুলীনগণাপেক্ষা উৎকৃষ্ট গুণবিশিষ্ট বোধে তুষ্ট আছেন। এই প্রকার প্রত্যেক মনুষ্যই কোন এক বিষয়ে আপনাকে শ্রেষ্ঠ, অন্যেরদিগকে নিকৃষ্ট জ্ঞানে গর্ব্বিত আছেন। যিনি বৈরাগ্যাবলম্বনপূর্ব্বক সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহার মনেও কখন কখন এরূপ গর্ব্ব উদয হইতেছে যে অপর সকলেই নির্ব্বোধ তিনিই সুবোধ। এই সমস্ত ব্যবহারের দ্বারা মানবগণের পরস্পর প্রণয় সঞ্চারিত ও একতা সংস্থাপিত কদাচই হওনের নহে। বিশ্ববিরচকের দ্বারা এই নিয়ম ধার্য্য হইয়াছে যে যখন এই জগতের সমুদায় বস্তু পৃথক্ ২ থাকিবে তখন বস্তুমাত্রেরই উৎপত্তির অভাব হইবে, কতক গুলিন পদার্থ একত্রিত হইবামাত্র অনেক বস্তু সমুদ্ভূত এবং অনেক মহৎ কার্য্য স-

ম্পাদিত হইবে ; যথা—আকাশ, বায়ু, তেজঃ, অপ্, ক্ষিতি কিয়ৎপরিমাণ অংশানুসারে মিশ্রিত (যাহাকে শাস্ত্রে পঞ্চীকরণ বলে) হওয়াতেই তাহারদের দ্বারা এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এবং তৎকার্য্য সমস্ত সুচারুমত নির্ব্বাহ হইতেছে। ঐ পঞ্চভূত যদি কথিতমত মিশ্রিত না হইয়া স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিত তবে এই প্রপঞ্চের নামটীও হইত না। বৃক্ষ লতাদির বীজ, মৃত্তিকা, জল একত্রিত হওন ব্যতিরেকে বৃক্ষাদির উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা ছিল না। জরায়ু ও অণ্ডজ জীবগণের স্ত্রী পুরুষ সংযোগ ভিন্ন ঐ উভয় জাতি কোন প্রাণী জন্মগ্রহণ করিত না। মৃত্তিকা, চুণ, কাষ্ঠ প্রভৃতি কতক গুলিন বস্তু একত্রিত হইয়াই অট্টালিকা নাম ধারণ করিয়া থাকে, উহারা পৃথক্২ ভাবে অবস্থিত হইলে কিছুই হইতে পারে না। মধুমক্ষিকাপ্রভৃতি সামান্য২ অনেক জীব একত্রিত হওত যে আশ্চর্য্য কৌশলে আপনা-

পন সমস্ত প্রয়োজন নির্ব্বাহ করিতেছে, উহারা পৃথক্ থাকিলে তাহার কিছুই পারিত না। একটী তৃণ যৎসামান্য ভার বহন করিতে পারে না, অথচ কতকগুলিন একত্রিত হওত যখন রজ্জু নাম ধারণ করে, তখন তদ্দ্বারা মত্তমাতঙ্গ বদ্ধ, প্রকাণ্ড রথও টানিত হইতেছে। অনেক গুলিও মশকের যুগপৎ দংশনের দ্বারা হস্তিকে স্থানান্তরিত এবং বহুতর পিপিলিকার ঐ রূপ দংশনে সিংহকে প্রাণ ত্যাগ করিতে হয়। এই সমস্ত বৃত্তান্ত পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক ভারতবর্ষস্থ লোকেরা যদি জাত্যভিমানাদি কিঞ্চিৎ সম্বরণ করত সকলে একতাবলম্বন করেন, তবে তাঁহারদের দ্বারা উৎকট উৎকট সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারে, এবং সকলেই সৌভাগ্যের মুখ দেখিতে পান, নতুবা ক্রমশঃ তাঁহারদের দুর্ভাগ্যই বর্দ্ধিত হইবে সংশয় নাই।

ইহা সত্য যে প্রত্যেক মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি

পৃথক্ বিধায় দুই জনে সমুদায় কার্য্যে ঐক-
মত্যাবলম্বন প্রায়ই করিয়া থাকেন না, কিন্তু
দেশ মধ্যে একতা সংস্থাপন করিতে গেলে
প্রত্যেককেই বিবেচনা করা উচিত যে তাঁহার
যে ক্ষমতা নাই তাহা অন্যের আছে, অ-
ন্যের যে সামর্থ্য নাই তাহা তাঁহার আছে,
এমতাবস্থায় এক দেশস্থ সমুদায় মনুষ্য এক-
তাপর হইলে অনেক প্রকার যোগ্যতার কার্য্য
সমাধা হইতে পারে, একতা ভিন্ন অনেক মত
আয়াসসাধ্য কার্য্য কোন এক জন কর্ত্তৃক
কদাচই নির্ব্বাহ হইতে পারে না। যদি কেহ
বলেন তিনি যেমন সৎ অন্য কেহই তদ্রূপ
নহেন, তবে তিনি পক্ষপাত ও জিগীষা শূন্যা-
ন্তঃকরণে বিবেচনা করিবেন, যে তাঁহার শ-
রীরে কোন দোষ আছে কি না? যদি তিনি
আপনার কোন দোষ দেখিতে পান, তবে
অবশ্যই অনুমান করিতে পারিবেন, যে তিনি
যাঁহারদিগের দোষ দেখিয়া থাকেন তাঁহার-

দিগেরও কোন গুণ আছেই আছে। এই প্রকার জ্ঞানের দ্বারা সকলে জানিতে পারিবেন, যে জগতে এমত মনুষ্য নাই যে তাঁহার শরীর কোন দোষ বা গুণবর্জ্জিত। যদি প্রত্যেক শরীরেই কিছু দোষ কিছু গুণ থাকিল, তবে আর আপনাকে নির্দ্দোষী অন্যের দিগকে দোষী বলিয়া কেহই গর্ব্ব করিতে পারিবেন না, এবং তখন সকলেরই প্রতীতি হইবে যে অনেকে একত্রিত হইলেই অনেক কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। যিনি আপনাকে সর্ব্বাংশে নির্দ্দোষী বিবেচনা করিয়া থাকেন তাঁহার সেই অতি বড় দোষ, আবার অন্যের দোষ অনুসন্ধান করা যে কীদৃশ দোষ বলিতে পারি না।

সদসৎ ব্যবহারবিষয়ক।

জগতের সমস্ত মনুষ্য কোন সময়ে এমত সদ্ব্যবহাররত ছিলেন যে কেহই মিথ্যা কথা বলিতে, অন্যের হিংসা বা কোন প্রকার চাতুরী করিতে জানিতেন না, তখন তাঁহারদের আত্মদোষ গোপন এবং বাক্যে কতকগুলিন গুণ প্রকাশ পূর্ব্বক লোক সমাজে সভ্য বলিয়া পরিচয় দেওনেরও কোন প্রয়োজন ছিল না, সুতরাং সকলেই পরম সুখে কালাতিবাহিত করিতেন। বহু কাল এক ভাবে গত হওনের নহে, এই কারণে প্রথমতঃ মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, পরস্ব হরণ ইত্যাদি অসৎকার্য্য সকল যৎসামান্য পরিমাণে আচরিত হইয়াছিল, তদ্দ্বারা কেহ কেহ কিঞ্চিৎ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন দৃষ্টে ক্রমে ক্রমে অনেকে ঐ পথ গামী হইয়াছিলেন। যখন ঐ সকল দুষ্কর্ম্মের আধিক্য হইতে লাগিল তখন অবাধ

তন্নিবারণের পথ সকলও ধার্য্য হইল। প্রথম-কার ন্যায় সদ্ব্যবহার দ্বারা সকলের অবস্থা সমান থাকে, অন্যের সম্পত্তি আপন হস্ত-গত বা অন্যের উপর কোন প্রকার প্রভুত্ব সংস্থাপন করিতে না পারিলে, অন্যাপেক্ষা অধিক সমৃদ্ধিশালী হওনের উপায়াভাব দৃষ্টে, ক্রমশঃ অনেকেই আপনাপন বুদ্ধিকে নানা পথে চালনা পুর্ব্বক ধনোপার্জ্জনের অনেক উপায় ধার্য্য করিয়াছেন, তন্মধ্যে যাঁহারা বুদ্ধি-বলে শিল্প, বাণিজ্য, কৃষিকার্য্যের নিয়ম স-কল নির্ণয় করিয়াছিলেন তাঁহারদিগকে সৎ, যাঁহারা দৈহিক শ্রমের বেতন গ্রহণের বত্ম প্রকাশ করিয়াছিলেন তাঁহারদিগকে মধ্যম, যাঁহারা বলে বা ছলে পরস্বাপহরণের পথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাঁহারদিগকে অধম বলিয়া সকলে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ছল ও বলে ধনার্জ্জনের পথ এক্ষণে যে রূপ বিস্তৃত হইয়াছে ইহাকেও সামান্য বিবেচনা করিতে

হইবেক, ইহার পর ঐ মার্গের শাখা প্রশা-খাতেই পৃথিবী পরিপূর্ণা হইতে পারে। সে যেমত হউক, সদ্ব্যবহার সকলের কি অপার মহিমা! যিনি দিবা রাত্রি পরধনহরণের উপায় চিন্তা করিতেছেন, ভগবান শ্রীরাম প্রভৃতির চরিত্র শ্রবণ করত তাঁহারদিগকে নির্ব্বোধ, কাপুরুষ বলিয়া থাকেন, তিনিও আপনাকে সত্যবাদী, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যাদি সমগ্র দোষরহিত দর্শাইবার অভিপ্রায়ে নানাবিধ চেষ্টা ও অ-ন্যান্য সমস্ত লোকাপেক্ষা আপনাকে অধিক ধীসম্পন্ন ও ধার্ম্মিক জ্ঞান করিতেছেন; ইহা শুনিয়াও শুনেন না, দেখিয়াও দেখেন না, যে যিনি যে পরিমাণে অসৎ কার্য্য করি-য়াছেন তাঁহাকে রাজদণ্ড আদির দ্বারা তৎ সমুচিত ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছে। অসৎ-কর্ম্মান্বিত কোন কোন ব্যক্তিকে কিছুকাল সুখভোগ করিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু

তাঁহারা আপনাপন কৃতকর্ম্মের ফলভোগ ব্যতিরেকে মানবলীলা সম্বরণ করিবেন এমত ভরসা নাই। জগতে সৎ বা অসৎ কেহই থাকেন না, সৎকেও কখন দীনভাবে কালাতিবাহিত করিতে হয়, অসৎকেও সৌভাগ্যের শৃঙ্গারোহণ করিতে দেখা যায়, সতের কুলে কেহ থাকে না, অসতের বংশ বাহুল্যরূপ বিস্তৃত হয়, কখন২ সতেরা অসতের আজ্ঞা বহন করিয়াও থাকেন ; যেমন ভীষ্ম পিতৃরাজ্যভোগে ও স্ত্রীপুত্রসুখে বঞ্চিত ছিলেন, ধৃতরাষ্ট্র শত পুত্রের পিতা হইয়াছিলেন ও তাঁহারই পুত্রগণ অসৎপথগামী হইয়াও ঐ রাজ্যাধিকার এবং ভীষ্মকে আজ্ঞাবহ করিয়াছিলেন। কখন অসতের সম্মানের সীমা থাকে না, কখন সতকেও যৎপরোনাস্তি তিরস্কার ভোগ করিতে হয়। রাজবিপ্লবে কি সৎ কি অসৎ সকলেরই বিপদ ঘটে। শীত বাতাদি জন্য উৎপাত কি সাধু কি পাপী সকলেরই সমান ভাবে হ-

ইয়া থাকে। মহামারী উপস্থিত হইলে সদসৎ সকলকেই আক্রমণ করে। কখন এমত ঘটনাও সঙ্ঘটিত হয় যে দুষ্কর্ম্ম যৎকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তিনি সাধুর ন্যায় থাকেন, সজ্জনকে ঐ কর্ম্মের দণ্ড ভোগ করিতে হয়। কিন্তু সদ্ব্যবহাররত সাধুগণ মহাবিপদকালেও কোন ক্লেশানুভব করেন না, বরং ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক জগদীশ্বরের অখণ্ডনীয় নিয়মের বহির্ভূত কেহই হইতে পারেন না বিবেচনায় পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন; অসদ্ব্যবহারিদিগের যতই ধন, যতই বল, যতই কৌশল, যতই চাতুরী থাকুক তাঁহারা সে আনন্দের এক কণাও প্রাপ্ত হন না, কোন বিপদে পতিত হইবামাত্র অসীম যাতনা ভোগ করিতে থাকেন, তখনও এইরূপ চিন্তাপর হন যে যদি কোন সদুপায় অবলম্বন করিতে পারিতাম তবে উপস্থিত বিপদ কখনই ঘটিত না, এ দায় হইতে যদি উদ্ধার হইতে পারি তবে ভবিষ্যতে এমত সত-

কর্ত্তার সহিত দুষ্কর্ম্মাচরণ করিব যে কেহ জা-
নিতে পারিবেন না। ঐ রূপ ভাবনার দ্বারা
তাঁহারদের বর্ত্তমান ক্লেশ এতাধিক সবল হ-
ইয়া উঠে যে তদ্বেগ সহনে তাঁহারদের বক্ষঃ-
স্থল বিদীর্ণ হইতে থাকে। এই সমস্ত কার-
ণানুসারে সকলকেই সত্য কথা বলা, সরল ব্য-
বহার করা, কায়মনোবাক্যের দ্বারা কোন প্রা-
ণীকে কোন প্রকার ক্লেশ না দেওয়া, বরং ক্ষম-
তাসত্বে অসৎ ভিন্ন সকলেরই উপকাররত হ-
ওয়া, সাধু ব্যক্তির সুখ দৃষ্টে ঈর্ষা পরিত্যাগপূ-
র্ব্বক তাঁহার সহিত মিত্রতা করা, পাপিজনগ-
ণের প্রতি অনুমোদন বা বিদ্বেষ কিছুই না
করা উচিত। এক্ষণকার অনেক মনুষ্যের স্ব-
ভাব এমত আছে যে তাঁহারা সদ্ব্যবহারে তুষ্ট
হন না বরং নিয়তই সজ্জনদিগের অনিষ্ট চেষ্টা
করিয়া থাকেন এবং তাঁহারদিগকে নির্ব্বোধ
ভিন্ন আর কিছুই বলেন না, অথচ ঐ প্রকার
বিরুদ্ধ স্বভাবের লোকদিগের সঙ্গ ত্যাগ ক-

রিতে গেলেও ক্ষিতি মধ্যে স্থান পাওয়া যায় না, সুতরাং আপনাকে চাতুরী আদি কোন দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত হইতে না হয় এমত সতর্ক হওত যিনি যে রূপ ভাল বাসেন তাঁহার সহিত তদ্রূপ আচাররত হওয়ায় হানি নাই। নীতিবাক্যও এই মত আছে যে মিত্রকে সরলতার দ্বারা, শত্রুকে বলে ও কৌশলে, লুব্ধকে কিঞ্চিৎ অর্থের দ্বারা, গুরুজনকে প্রণতির দ্বারা, মূর্খকে বাক্যের দ্বারা, বিদ্বান্‌কে বিদ্যার দ্বারা, রসিককে রসালাপের দ্বারা, খল ব্যতীত সকলকেই শীলতার দ্বারা বশতাপন্ন রাখা যাইতে পারে, এবং প্রমদার সহিত মাধুর্য্য, মহতের নিকট উদার চরিত্র, শত্রুর নিকট শৌর্য্য, গুরুজনের নিকট নম্রতা, সাধুজনের নিকট ধর্ম্মিষ্ঠতা, পাপীর নিকট শঠতা প্রকাশ, জ্ঞানীর ন্যায়ব্যবহার, বিদ্বানের মান দান করা পুরুষের গুণবিশেষ। ফলতঃ একের উপযুক্ত কর্ম্ম অন্যের প্রতি আচরিত না হয়।

সুখদুঃখবিষয়ক।

স্বাস্থ্যানন্দ, বিদ্যানন্দ, বিষয়ানন্দ, ব্রহ্মানন্দ এই চারি প্রকার আনন্দের দ্বারা মনুষ্যের সম্পূর্ণ সুখানুভূত হইতে পারে। যোগানন্দপ্রভৃতি আরও যে কএক আনন্দ আছে তাহা ব্রহ্মানন্দের অন্তর্ভূত বিধায় তদুল্লেখের প্রয়োজনাভাব। অনেকে কুসংস্কারাধীন কথিত চারি প্রকার আনন্দ ভোগ করিতে পারেন না। যাঁহারা শুদ্ধ স্বাস্থ্যানন্দপ্রিয়, তাঁহারা বিদ্যানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তির জন্য সময়ে অধিক শ্রমে কাতর হন, তজ্জন্য ঐ উভয় আনন্দের মুখ দেখিতে পান না; বিষয় আনন্দের লোভ ত্যাগে অনেকে অক্ষমবিধায় স্বাস্থ্যানন্দের কিছু হানি হইলেও তাঁহারা ধন পুত্রার্থে কিছু যত্ন করেন এবং যে পরিমাণেই হউক ঐ আনন্দ প্রাপ্ত হন। যাঁহারা কেবল ব্রহ্মানন্দপ্রিয় তাঁহারা প্রায়ই স্বাস্থ্যানন্দ ও

বিষয়ানন্দের সহিত শাত্রবাচরণ করিয়া যৎসা-
মান্য বিষয়ে (উদরান্ন ও পরিধেয় বস্ত্র) উপ-
ভোগে রত হওত দীনভাবে জীর্ণ কায়ে কালা-
তিবাহিত করিয়া থাকেন, বিদ্যানন্দ ত্যাগের
উপায় নাই বলিয়া কিছু ভোগ করেন। বি-
দ্যানপ্রিয়দিগকে প্রায়ই সম্পূর্ণ বিষয়ানন্দে
বঞ্চিত হইতে হয়, স্বাস্থ্যানন্দ কিছু প্রাপ্ত হ-
ইয়া থাকেন। বিষয়ানন্দপ্রিয়দিগের মধ্যে অ-
নেকে এমত অর্থপিশাচ আছেন যে তাঁহারা
অন্য তিন আনন্দকেই হেয়জ্ঞানে তদ্ভোগে
নিরাশ হন, অর্থাৎ শরীরে রোগোৎপন্ন হ-
ইলে ব্যয়কুণ্ঠতাপ্রযুক্ত সময়ে বিহিত চিকিৎসা
করান না, বরং ধনলোভে যমালয়েও গমন
করিয়া থাকেন, ইহাতেই তাঁহারদের দেহ স-
কল নানা রোগের গেহ হয়; ব্রহ্মানন্দ ভোগ
করিতে গেলেই দীন হইতে হইবে বিবেচনায়
সে আনন্দের নামও স্মরণ করেন না, মধ্যে ২
নারদের বাহনপ্রভৃতির গুণানুবাদ শ্রবণপূর্ব্বক

শমনভয় নিবারণ করিয়া থাকেন; বিদ্যানন্দ প্রাপ্তিতে অনেকে ক্লেশ বিবেচনায় বাল্যাবস্থাতেই বিদ্যার সহিত দলাদলী করিয়া বিষয়-মদমত্ততায় তাঁহাকে আপনারদিগের দল হইতে বহিষ্কৃতা করেন, পরিশেষে তাঁহার ধোবা নাপিত পর্য্যন্ত রহিত করিয়া দেন। তাৎপর্য্য এই যে, যে সকল ধনীগণের বিদ্যা নাই তাঁহারা কোন পণ্ডিতকে নিকটে রাখিলেও তাঁহারদের সভা সকল উজ্জ্বল থাকিতে পারে, ধনক্ষয়ের ভয়ে কোন বিদ্বানকে বিকটে গমন করিতে দেন না; কখন কখন পণ্ডিতগণের সহিত বাক্যালাপ করিলেও আমড়া তোমড়া ইত্যাদি নানা প্রকার বাক্য সকলের অঙ্গ-সংস্কার হইতে পারে, ব্যয় শঙ্কায় প্রাজ্ঞগণের সহিত কথোপকথনও করেন না। মানবগণের উচিত যে কথিত কুসংস্কার সকল পরিহারপূর্ব্বক বাল্যাবধি প্রগাঢ় যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে গর্ব্বরাহিত্যে যত দূর হইয়া উঠে

উক্ত চারি আনন্দই অনুভব করেন। ঐ সকল সুখভোগ হইলেই যে কোন দুঃখোদয় হইবে না এমত নহে, কারণ সত্ব, রজ, তম এই ত্রি-গুণাত্মক জগৎ, এবং প্রত্যেক শরীরেই ঐ গুণ-ত্রয় কিঞ্চিন্ন্যূনাধিক পরিমাণে বিরাজ করি-তেছে, তন্মধ্যে সত্বগুণ সুখস্বরূপ, রজোগুণ দুঃখস্বরূপ, তমোগুণ মোহস্বরূপ। এমত স্থলে যে গুণাধিক্যে যে শরীরোৎপন্ন হইয়াছে সেই গুণের ফল তাঁহাকে অধিক পরিমাণে ও অন্য গুণদ্বয়ের ফল অল্প পরিমাণে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। দিবা রাত্রি যে রূপ অলঙ্ঘ্য, সুখ দুঃখও তদ্রূপ অনিবার্য্য বিবেচনায় যখন দুঃখের কোন কারণ উপস্থিত হইবে, তখন তন্নিবারণার্থে সাধ্যমত যত্ন করিয়াও যদি কোন প্রকার ক্লেশে পতিত হইতে হয়, তবে তাহাতে অভিভূত হওন ব্যতিরেকে তুচ্ছজ্ঞানে সহন করাই শ্রেয়ঃ। ক্ষমতানুরূপ চেষ্টার দ্বারা যে দুঃখ নিবারিত হইতে পারে তাহা সহনের

প্রয়োজন নাই, যে কোন উদ্যোগেই হউক তৎশান্তি করা আবশ্যক। বিহিত প্রয়াস দ্বারা সকলেই যে সমান সুখভোগ করিবেন, ব্যক্তি ভেদে সুখের ন্যূনাধিক্য হইবে না এমত ঘটিবার নহে, এবং তুল্য উদ্যোগ তুল্য পরিশ্রমসত্ত্বেও অন্যেরদের অধিক সুখ দৃষ্টে কোন মনুষ্যকে আপনার ভাগ্যের কি কর্ম্মের বা জগদীশ্বরের বিবেচনার প্রতি দোষ দেওয়া, অথবা ভগ্নোদ্যম হওয়া অকর্ত্তব্য, কেননা পৃথিব্যাদি যে পঞ্চভূত হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে তাহারদের কোন এক ভূতেরও অবস্থা সর্ব্ব স্থানে সর্ব্বদা সমান থাকে না; আকাশ এক স্থানে পর্ব্বতে, এক স্থানে জলে অন্যান্য নানা স্থানে নানা পদার্থে আবৃত ও অনেক স্থানে অনাবৃত আছে এবং সময়ে সময়ে আবরণের পরিবর্ত্তন, আবৃত অনাবৃত স্থানেরও ভাবান্তর হইতেছে। বায়ু যখন এক স্থানে সমতাভাবে প্রবাহিত হইয়া থাকে, তখনি

স্থানান্তরে এমত প্রবল হয় যে তজ্জন্য সেই দেশ উচ্ছন্ন হইয়া যায়, সেই কালেই অন্য দেশে এরূপ মৃদু অবস্থাপ্রাপ্ত হয় যে সে দেশের প্রাণিবর্গ গ্রীষ্মে কাতর হইতে থাকে। তেজঃ কোন স্থানে এমত প্রখর যে তত্রত্য জীবনিচয় দগ্ধীভূত হইতেছে, সেই সময়েই স্থানান্তরে এরূপ মৃদুভাব ধারণ করিয়াছে যে সেখানকার প্রাণীরা শীতে কাতর হইতেছে। আরবের ও আফরিকার মরুভূমিতে জলবিন্দু নাই, মহাসাগরে জল ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। ভূগর্ব্ভে কোন স্থানে মণি-মাণিক্য, কোন স্থানে স্বর্ণ, কোন স্থানে রৌপ্য, কোন স্থানে পারদ, কোন স্থানে লৌহ এই প্রকার স্থানভেদে নানা ধাতু, কোন স্থানে কঙ্কর উৎপন্ন হইতেছে, কোন স্থানে ধাতুমাত্রই জন্মে না, নানা প্রকার তৃণাদি উদ্ভব হইতেছে। অনেক দেশের জল বায়ু এমত উত্তম যে সেখানকার মনুষ্যেরা প্রায়ই নিরাময়, দিনাজপুর, রঙ্গপুর-

প্রভৃতি কতক গুলিন স্থানে সুস্থকায় ব্যক্তি মাত্র দৃষ্ট হয় না। এক দেশের মনুষ্যবর্গ ও অপর প্রাণিপুঞ্জ অধিক বলবান ও সুদৃশ্য, অন্য দেশীয় তাবতেই অতিশয় দুর্ব্বল ও কুরূপ। কোন দুই জনের আকার, বল, বুদ্ধি প্রায়ই তুল্য হয় না, পৃথক্ ব্যক্তির পৃথক্ আকৃতি পৃথক্ বুদ্ধি, পৃথক্ বল। এক নিমেষকাল যে অবস্থায় গত হয় তৎপর নিমেষ আর সে অবস্থা প্রাপ্ত হয় না, ভাবান্তর প্রাপ্ত অবশ্যই হয়। তদ্রূপ মনুষ্যদিগের তুল্যাবস্থা কোন মতেই ঘটে না। তাঁহারা যে সমস্ত অভিলাষ করেন তৎসমুদায়ও সিদ্ধ হওনের নহে, কোন অভিলাষ সিদ্ধির নিমিত্তে যত্ন-বান হইলে সম্পূর্ণভাবেই হউক অথবা কি-য়ৎ পরিমাণেই হউক পূর্ণ হয়, কোন অভি-লাষ সিদ্ধির জন্য সমস্ত যত্নই বিফল হইয়া যায়; এমতাবস্থায় কোন অভিলাষসিদ্ধিতে ক্লেশানুভব করিতে গেলেও দুর্গতির সীমা

থাকে না, সুতরাং বিশেষ যত্নসহকারে ন্যায়-
পথে যে পরিমাণ সুখ ভোগ হইবে তদ-
ধিক প্রাপ্তব্য নহে ইত্যাকার জ্ঞানে পরিতুষ্ট
থাকিতে পারিলেই মানবগণ পরম সুখী
হইতে পারেন। এতদ্ভিন্ন সুখ ও দুঃখ অ-
বস্থাভেদে মনের ধর্ম্ম মাত্র, কোন বস্তুতে
লিপ্ত নাই, জগতে এমত অনেক বস্তু আছে
যল্লাভে এক জন সুখী অন্য জন দুঃখী হন,
অপরে সুখী বা দুঃখী কিছুই হন না। তাহার
একটী উদাহরণ এই যে অতিদীন যে ব্যক্তি নিয়ত
বৃক্ষতলে বাস করিয়া থাকে সে যদি কোন
এক দিন যৎসামান্য এক গৃহে অবস্থিত হয়
তবে যার পর নাই সুখানুভব করিয়া থাকে,
কোন রাজাকে যদি দৈবাৎ ঐ গৃহে এক
রাত্রি বাস করিতে হয় তবে তাঁহার যৎপ-
রোনাস্তি দুঃখোদয় হয়, উদাসীন ব্যক্তি কোন
সময়ে ঐ গৃহে বাস করত সুখ বা দুঃখ কি-
ছুই অনুভব করেন না। এক ব্যক্তির ম-

নের অবস্থা ভেদে এক বস্তুই সুখ ও দুঃখের কারণ এবং সুখ বা দুঃখ বর্জ্জিত হইয়া থাকে; যথা,—কোন যুবা পুরুষ পরমা সুন্দরী যুবতী সহবাসে যার পর নাই সুখী হন, ঐ পুরুষ উৎকট জ্বর কি অন্য রোগাক্রান্ত হইলে ঐ যুবতীর সহবাস তাঁহার সম্বন্ধে বিষসদৃশ হয়, আবার সেই পুরুষই সুষুপ্তি অবস্থায় ঐ যুবতী সহবাসে না সুখী না দুঃখী হন। অতএব প্রাপ্ত বস্তুতে মনকে তুষ্ট রাখা ও অপ্রাপ্ত বস্তুর জন্য ক্লেশানুভব না করাই উচিত। মন জাগ্রৎ অবস্থায় অনুকুল বিষয়লাভের জন্য সর্ব্বদাই ব্যগ্র থাকে, প্রতিকূল বিষয়লাভে বিরত হয়, অনুকূল কোন বিষয়ের কি গুণ কি দোষ আছে সময় বিশেষে তাহার কিছুই বিবেচনা করে না, প্রাপ্তিমাত্র যে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য তদ্দ্বারা ঐ বিষয়ভোগ ও সুখানুভব করে। অনেকে বিষয় ভোগান্তে নানাপ্রকার

ক্লেশে পতিত হন, যেহেতু কর্ম্ম মাত্রেরই দুই দুই ফল আছে; এক গৌণ, এক মুখ্য, তদু-ভয়ের মধ্যে প্রথমে যেটী লাভ হয় তাহাকে গৌণ বলে, শেষে যেটী লাভ হয় তাহাকে মুখ্য বলে; যেমন বেশ্যা সম্ভোগের গৌণ-ফল কাম নিবারণ, চিত্ত প্রসন্নতাদি, মুখ্য ফল উপদংশ প্রমেহাদি রোগ ও তজ্জন্য যাবজ্জীবন অসীম ক্লেশ ভোগাদি। এই স-কল কারণে শাস্ত্রে ধার্য্য হইয়াছে যে সুখ ত্রিবিধ প্রকার; সাত্বিকী, রাজসী, তামসী, অর্থাৎ অগ্রে বিষতুল্য, পরিণামে অমৃতো-পম, ইহা সাত্বিকী, অগ্রে অমৃতোপম শেষে বিষসদৃশ, ইহা রাজসী, অগ্রে মোহ জন্মে এবং নিদ্রালস্য প্রমাদ হইতে উৎপন্ন হয় ইহা তামসী। মানবকুলের উচিত সাত্বিকী সুখ অধিক ভোগের জন্য সর্ব্বদা যত্নবান থাকেন; ফলতঃ সত্ব, রজ, তম এই গুণ-ত্রয় সকল শরীরেই সর্ব্বদা বিরাজমান আছে

এই নিমিত্ত কোন গুণকার্য্য শরীর বিশেষে হইবেক না বা কেহ সমস্ত গুণাতীত হইবেন এমত কখনই সংঘটিত হইবে না, সুতরাং রাজসী ও তামসী সুখ ত্যজ্য না হইলেও তদুভয়ের ভোগ লালসা যত হ্রাস হইতে পারে তদর্থে সকলে বিশেষরূপ যত্ন করিবেন এবং কোন কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হওনের পূর্ব্বে তাহার গৌণফল কি মুখ্য ফলই বা কি, আপনার বুদ্ধিতে ও তদভাবে পরম সুহৃদের পরামর্শানুসারে নির্ণয় পূর্ব্বক যে কর্ম্মের মুখ্য ফল উৎকৃষ্ট তাহার গৌণ ফল দুঃখদ হইলেও তাহাতে প্রবৃত্ত হইবেন এবং যে কর্ম্মের মুখ্য ফল অপকৃষ্ট তাহার গৌণফল অনুপম সুখদ হইলেও কেহ তাহাতে রত হইবেন না। সুখ প্রাপ্তি ও দুঃখ নিবৃত্তির যে সমস্ত উপায় উপরে কথিত হইল তদ্ভিন্ন অপর কোন পথে মনকে চালনা বা অন্যের সাহায্য গ্রহণ করিতে গেলেই তাঁহাকে অধিক দুঃখে

পতিত হইতে হইবে। হিন্দু শাস্ত্রে কথিত আছে ভগবান শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ লীলার জন্য দেহ ধারণ করিয়াও নানাপ্রাকার সুখ ও দুঃখ ভোগ করিয়াছেন; অন্যান্য জাতির শাস্ত্রেও অনেক মহাপুরুষের ঈশ্বর তুল্য ক্ষমতা সত্ত্বে নানাবিধ সুখ ও দুঃখভোগ বর্ণিত আছে, যদি দুঃখ নিবারণের কোন উপায় থাকিত তবে তাঁহারা কোন দুঃখেই পতিত হইতেন না। উপরে যে চারি আনন্দ কথিত হইয়াছে তন্মধ্যে স্বাস্থ্যানন্দ অভাবে কোন আনন্দই কেহ ভোগ করিতে পারে না। বিদ্যানন্দের বিশেষ গুণ এই যে তদ্দ্বারা অনেককে অসৎ পথ হইতে সৎপথে আনা যাইতে পারে এবং বিদ্যা সর্ব্বত্র আদরনীয়া। বিষয় ন্যায়পথে চালনার দ্বারা এবং সৎপুত্র জন্মিলে আপনার এবং জগতের অনেক উপকার সম্ভব। ব্রহ্মানন্দের দ্বারা আপনারই সম্পূর্ণ উপকার হইয়া থাকে, তাঁহাকে

কোন ক্লেশই অনুভব করিতে হয় না, তদ্দ্বারা অন্যের কোন উপকার সম্ভব নহে।

ধনবিভাগবিষয়ক।

হিন্দুজাতি মধ্যে লোকান্তরগত ব্যক্তি-দিগের ত্যক্তধন বণ্টন করণের যে সমস্ত বিধি আছে, তন্মধ্যে মৃত পুরুষের মাতা, পুত্র, কন্যা এবং বনিতা বর্ত্তমানে কিছু মাত্র ধনে মাতার অধিকার না হওনের, কেবল গ্রাসাচ্ছাদন প্রাপ্তির যে ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত হইয়াছে ইহা অতি-শয় অন্যায়, স্ত্রৈণ ব্যক্তিরা ঐ ব্যবস্থা লিখিত করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। পক্ষপাতিতা রাহিত্যে মৃত ব্যক্তির মাতা ও বনিতা এত-দুভয়ের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিতে গেলে, যখন মাতা সন্তানকে গর্ভে ধারণ এবং আ-

পুন শরীরের রস দ্বারা পোষণ করিয়াছেন, পুত্রের কোন প্রকার কষ্ট দৃষ্টে আপনার দেহ শুষ্ক করিয়া কেবল পুত্রের হিত সাধিয়াছেন; বনিতা পতি সন্নিধানে কেবল ভোগ অভিলাষিণী ছিলেন, তাঁহার কোন এক বাসনা পূর্ণ না হইলেই স্বামিকে নানা প্রকার ভৎ'সনা করিয়াছেন উপলব্ধি হয়, তখন মাতা বর্ত্তমানে যদি পুত্রের মৃত্যু হয় এবং ঐ পুত্রের পুত্র কন্যা না থাকে তবে মাতাকেই যাবজ্জীবন মৃতপুত্রের ধনাধিকারিণী হওয়া উচিত বই আর কিছুই বলিতে পারা যায় না, পুত্রবধূকে তিনিই প্রতিপালন করিতে পারেন; যদি ঐ পুত্রের পুত্র কি কন্যা বর্ত্তমান থাকে তবে মাতা যাবজ্জীবন মৃতপুত্রের অর্দ্ধেক ধনাধিকারিণী হইলে ন্যায়মত কার্য্য হয়। ঐ প্রকার ব্যবহার দ্বারা মাতার গৌরব রক্ষা হইতে পারে, নতুবা ধনবান পুত্রের মৃত্যুর পর তাঁহার মাতা একে পুত্রশোকে

কাতরা থাকেন, আবার তাঁহাকে আপনার উদরান্ন ও পরিধেয় বস্ত্রের জন্য পুত্রবধূর অধীনা হইতে হয়, অনেক স্থলে পুত্রবধূ অধিক সম্পত্তি আপন হস্তে প্রাপ্তমাত্র “ইয়ং বেঙ্গল” হইয়া বসেন, শাশুড়ীকে সেবা শুশ্রূষার দ্বারা তুষ্ট রাখা দূরে থাকুক কণ্টক বিবেচনায় বাটী বহিষ্করণে সাধ্যপর্য্যন্ত ক্রটী করেন না, মৃতপুত্রের পুত্র কন্যা বর্ত্তমানে তাঁহারাও বৃদ্ধা পিতামহীকে যথাবৎ প্রতিপালনে ক্রটী করেন, কেহ বা কুপথগামী হইয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে তাড়না করিয়া থাকেন। শাস্ত্রকারেরদের ইহাই কি নীতি এবং ধর্ম্মমূলক যুক্তি ছিল? যে মাতা শেষাবস্থায় পুত্রশোকের উপর গ্রাসাচ্ছাদন ও বাসস্থানের জন্য ক্লেশ ভোগ করিবেন? তাঁহার পুত্রবধূ বা পৌত্র কি পৌত্রী পরম সুখে থাকিবেন? অধুনা বঙ্গদেশস্থ ভদ্রগণের উচিত যে সকলে ঐক্যবাক্যে সুপ্রিম গবর্ণমেণ্টে পূর্ব্বোক্ত হেতু সমস্ত দর্শাইয়া এই

মত আইন প্রচারের প্রার্থনায় এক আবেদন-পত্র প্রেরণ করুন যে হিন্দুজাতির যে পুরুষ আপনার বনিতা এবং গর্ব্ভধারিণী মাতাকে রাখিয়া লোকান্তর গমন করিবেন, তত্ত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার মাতা যাবজ্জীব দান বিক্রয়ের স্বত্ব রাহিত্যে ভোগ এবং আপন মৃতপুত্রের বনিতাকে প্রতিপালন করিবেন; যদি শাস্ত্রসম্মত কারণ ব্যতিরেকে তিনি আপন পুত্রবধূকে প্রতিপালন না করেন তবে আদালত হইতে তাঁহার স্থানে ঐ পুত্রবধূর গ্রাসাচ্ছাদন দেওয়ান যাইবেক, এবং যে পুরুষ আপনার গর্ভধারিণী মাতা, বনিতা ও পুত্র কি কন্যাকে রাখিয়া লোকান্তর গমন করিবেন তাঁহার মাতা হস্তান্তরের স্বত্বরাহিত্যে যাবজ্জীবন মৃতপুত্রের ত্যক্ত সম্পত্তির অর্দ্ধেক ভোগ করিবেন। যদি ঐ সম্পত্তির উপস্বত্ব হইতে মৃত ব্যক্তির মাতা ও বনিতার ভরণ পোষণের অনাটন হয় তবে তাঁহারদের ভরণ

পোষণোপযুক্ত সম্পত্তি মৃত ব্যক্তির মাতাকর্তৃক হস্তান্তরিত হইলে তাহা সিদ্ধ থাকিবে। ইহার কোন কথা হিন্দুশাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও কোন হানি হইবে না।

বিবিধবিষয়ক।

বাল্যাবধি প্রতারণারহিত সত্যনিষ্ঠ হওনাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য্য মনুষ্যের আর কিছুই নাই, ঐ সত্য ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞানের এক মাত্র কারণ, তদ্ভিন্ন জগৎপাতাকে জানিবার উপায়ান্তর নাই, ঐ সত্যের দ্বারাই এই জগতে সকলের বিশ্বাসভাজন এবং পরকালে ঈশ্বরানুগ্রহপাত্র হইতে পারা যায়, ঐ সত্যসম্বন্ধে জগদীশ্বরকে জানিবার জন্য কোন তপস্যার প্রয়োজনাভাব। ঐ সত্য ভিন্ন যিনি পরম তত্ত্বজ্ঞ

হইতে চাহেন তাঁহার সমস্ত শ্রম ব্যর্থ হইবে, তিনি কেবল মিথ্যাকূপে প্রবেশ করিবেন মাত্র। মিথ্যা যদিও কোন কারণে কিয়ৎ-কাল গুপ্ত থাকে, কিন্তু অচিরে প্রকাশ হয়ই হয়, তখন মিথ্যাবাদীকে সকলেই ঘৃণা করিতে থাকে, সত্য কহিলেও তাঁহাকে কেহ বিশ্বাস করে না, সুতরাং মিথ্যা বলা কদাচই কর্ত্তব্য নহে। লোভের দ্বারা মনুষ্যের সমস্ত গুণই নষ্ট হয়। যে কোন প্রকার যাচ্ঞা হউক তদ্দ্বারা তৃণা-পেক্ষাও হেয় হইতে হয়। দান অতীব ক-র্ত্তব্য, কিন্তু যাঁহারদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল বিক-লতাপ্রাপ্ত হয় নাই এবং জীবিকার উপায় আছে, তাঁহার দিগকে দানে কোন ফল নাই বরং অরোগীকে ঔষধ ও তৈলাক্ত মস্তকে তৈল প্রদান করা হয়। যাঁহারা অন্যেরদের পীড়া জন্মাইয়া থাকেন তাঁহারদিগকে দানে বা তাঁহারদের কোন উপকারে সর্পের বিষ ব-র্দ্ধন করিয়া দেওনের ন্যায় জগতের অনিষ্ট

করা হয়। যে দানে অঙ্গ ও সঙ্গতিহীন সজ্জনেরা, দুর্ভিক্ষ পীড়িতেরা জীবন ধারণ, সঙ্গতিহীন সজ্জন মাত্র আরোগ্য লাভ এবং তাঁহাদের বালকেরা বিদ্যাভ্যাস করিতে পারেন, সেই দানই দান। মন শুচি হইলে তীর্থের প্রয়োজনাভাব। সৌজন্য ও শীলতা থাকিলে খল ভিন্ন কেহই পর হন না। সদ্বিদ্যা থাকিলে অধিক ধনের প্রয়োজন নাই। যশোহীন ব্যক্তির মৃত্যুতে কি প্রয়োজন আছে? জিতেন্দ্রিয় হইতে পারিলে শৌর্য্যের আবশ্যকতা নাই। স্ত্রীজাতি কায়মনোবাক্যে পরপুরুষ ভজনা না করিলেই তাঁহাকে সাধ্বী বলা যায়, যিনি সাধ্বী তাঁহার পতিপ্রিয়া হওনার্থে কোন তন্ত্র, মন্ত্র, ঔষধাদির প্রয়োজনাভাব। ক্রোধি ব্যক্তি আপনার সমস্ত শত্রুর কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। ক্ষান্তি থাকিলে খল ভিন্ন অপর কর্ত্তৃক হিংসা ভয় হইতে উত্তীর্ণ হইবার পথানুসন্ধান করিতে হয় না। সময় বৃথা গত

হওনাপেক্ষা অধিক ক্ষতি কিছুই নাই। গুণি-জনের সঙ্গ ভিন্ন অধিক লাভ কিছুতেই দেখিতে পাওয়া যায় না। মূর্খের সংসর্গ ভিন্ন অধিক-তর অসুখের বিষয় জগতে কিছুই নাই। ন-ম্রতা ভিন্ন কোন গুণই প্রকাশ হয় না। কামা-তুরের লাঞ্ছনার সীমা থাকে না। দুর্জ্জনের পরাভব প্রসিদ্ধই আছে। স্ত্রীজাতির লজ্জাই পরম ভূষণ। যিনি লোককে দুর্ব্বাক্য বলেন কোটি কোটি গুণসত্বেও তিনি সকলের অপ্রিয় হন। ধনহীন ব্যক্তি সাংসারিক সমস্ত সুখেই বঞ্চিত হন। ঈর্ষা, ঘৃণা, অসন্তোষ, ক্রোধ, নিরত শঙ্কা, পরভাগ্যজীবিকা সমস্ত সুখের পথ রোধ করে। ধনীগণের কৃপণতার দ্বারা তাঁহারদের সমস্ত যশ নষ্ট হয়। দম্ভাহঙ্কার থাকিলে সত্য সে স্থান ত্যাগ করে। দরিদ্র কোন স্থানে আদর পায় না। খলতাদোষে কুল নষ্ট হয়। মমতার আত্ম প্রকাশ হয় না। পরশ্রীকাতর যদি ধর্ম্মপরায়ণ হন, মূর্খ অশান্ত

যদি তপস্বী হন, রাজা যদি সদ্বিবেচনাবিহীন এবং অলস হন, দুঃখী গৃহস্থ যদি দাম্ভিক হন, কতক লোকের প্রভু যদি কৃপণ হন, শাস্ত্রবক্তা যদি ধর্ম্মহীন হন, রাজার আজ্ঞা যদি কেহ না মানে, পরান্নভোজী যদি শুচি হন, বৃদ্ধ, রোগী কি দরিদ্র যদি যুবতীপতি হন, তবে তাঁহারদের অপেক্ষা বিড়ম্বনা জগতে কাহারও নাই। অসৎকার্য্যমাত্রের দ্বারা ধনক্ষয় হয়। অসতের বাকচাতুরীই বল মাত্র। আপনার অসদভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য যিনি মুখে সাধুর ন্যায় কথা কহেন তাঁহাকেই খল বলা যায়। খলতা থাকিলে অন্য কোন পাপ করিবার প্রয়োজন নাই, খলতাই সমস্ত পাপের আকর। যিনি যত সৎকথা বলুন না কেন ব্যবহার সৎ না হইলে সৎ হইতে পারেন না। খলকে সৎ করিবার কোনই উপায় নাই, কেহ কোন উপায় ধার্য্য করিলে তদ্দ্বারা খলতাই বৃদ্ধি হয়। খলকে নিকটে আসিতে সে-

ওয়া সতের উচিত নয়। যে কেহ খলের সং-
সর্গ করিবেন তাঁহাকে প্রতারিত হইতে হইবে।
যিনি খলের উপকার করিবেন খল তাঁহাকে
নির্ব্বোধ বলিবে, পরে তাঁহার সর্ব্বনাশ করিবে।
খলকে প্রহার করিলে খল পায়ে পড়ে, দু-
র্ব্বাক্য বলিলে স্তব করে, অন্যের দুঃখ দৃষ্টে রো-
দন করে, যে গতিকে পারুক সতের মন ভুলায়ই
ভুলায়, এই জন্য খলের সহিত বাক্যালাপ ত্যাগ
করাই উচিত। লোকের বিশেষ জ্ঞানাভাবে
অনেক স্থানে খল সমাদৃত হয়। যেখানে খ-
লের আদর সেখানে সতকে গমন করা উচিত
নয়, গেলে যাবৎ তিনি খল না হইবেন তাবৎ
তাঁহার সম্মান কিছুই হইবে না, বরং পদে
পদে অবমানিতই হইতে হইবে। খল না
পারে এমন কর্ম্মই জগতে নাই, চোরকে সাধু,
সাধুকে চোর করিতে পারে, সৎপথে কণ্টক
নিক্ষেপপূর্ব্বক সকলকেই অসৎপথ দেখাইতে
পারে, নিজে যার গৃহে অগ্নি দেয় তাহারই

পরম হিতৈষিরূপে গৃহীত হইতে পারে, স্বয়ং অন্যের কোন দ্রব্য অপহরণ করিয়া সেই দোষ অপরের প্রতি প্রমাণ করিয়া দিতে পারে এবং যাঁহার দ্রব্য হরণ করিয়াছে তাঁহারই বন্ধু হওনের সাধ্য রাখে, খল আপনার সহস্র দোষ দৃষ্টে কিছুমাত্র স্বীকার করেন না, সেই সকল দোষ অন্যের কার্য্যের দ্বারা ঘটিয়াছে ব্যক্ত করে, ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রমাণ দর্শাইয়া লোকের সর্ব্বনাশ করে, আপনার কুঅভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে অক্ষম হইলেই লোকের প্রতি দোষ দেয়, অন্যের শিরশ্ছেদন করিতে গেলে যদি বা প্রাণ রক্ষার চেষ্টায় অন্যদিকে আপনার মস্তক হেলায় কি হস্তের দ্বারা অসি ধারণ করে, তবে তাহাকে দুষ্ট বলে এবং বধের পূর্ব্বে অস্ত্র প্রহার করে; আপনারা এরূপ ধার্ম্মিক সাজিয়া বসে যে অতি বিজ্ঞদিগকেও তাহারদের কুহকে পড়িয়া ধন, মান, প্রাণ সকলই হারাইতে হয়, আকাশের শব্দগুণ,

বায়ুর স্পর্শগুণ, তেজের রূপ, জলের রস, পৃথিবীর গন্ধ সকলই আপনারদের ক্ষমতার দ্বারা রহিত করিতে যায়। খল কিঞ্চিৎ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে আপনি যে সমস্ত দুষ্কর্ম্ম নিয়ত নির্ব্বাহ করে, অন্যের তদপেক্ষা সহস্রাংশে ন্যূন একটী দুষ্কর্ম্ম দেখিবামত্র তাঁহার মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হয়। খল কখন সত্য কথা বলে, ইহার তাৎপর্য্য এই যে ঐ কথায় যিনি একবার বিশ্বাস করিবেন, পরে তাঁহার সর্ব্বনাশ করিবে; কখন দান করে, তাৎপর্য্য এই যে গ্রহণার্থে যে সকল লোক নিকটে যাইবে তাঁহারদের রুধির পান করিবে; কখন অন্তের হিতজনক কর্ম্ম করে, তাৎপর্য্য এই যে অন্যেরা বিশ্বাস করিবে এবং নিকটে আসিতে ভয়শূন্য হইবেক। খল কখন কোন মনুষ্যকে অন্যের উপদ্রব হইতে রক্ষা করে, ইহার তাৎপর্য্য এই যে মাংসপ্রিয় লোকেরা যদ্রূপ হিংস্র পশুগণকর্ত্তৃক ধৃত ছাগ মেষাদিকে ঐ পশুগণের

মুখ হইতে পরিত্রাণপূর্ব্বক তৎকালে তাহার-দের প্রাণ রক্ষা করত পশ্চাৎ নিজে হনন ও ভক্ষণ করে, তদ্রূপ লোককে অন্যের আক্রমণ হইতে মুক্ত করত পরে স্বয়ং তাহার শোণিত শোষণ করিবে। খলেরা পশ্চাৎ আপনাপন হিত সাধনার্থে মূর্খদিগকে বশতাপন্ন করণাভিপ্রায়ে নানা ফাঁদ পাতে। খল আপনার মৃত্যু নিজেই সাধিয়া তদ্দ্বারা অন্যের অনিষ্ট করে। পরাধীন মনুষ্যদিগের মান ও সুখের আশা করা, বিচারক হইয়া পক্ষপাত করা, গৃহীর দরিদ্র হওয়া, ধনাঢ্যের ব্যয়কুণ্ঠ হওয়া, সৎকুলোদ্ভব ব্যক্তির মূখ হওয়া, পুরুষের স্ত্রৈণ হওয়া অপেক্ষা ধিক্কারের বিষয় জগতে আর কিছুই নাই। অর্থ প্রাপ্ত হইলে গর্ব্বিত না হন এমত ব্যক্তি জগতে নাই। দৃশ্য বস্তুমাত্রই কালগ্রাসে পতিত হইবে। গর্ব্বের দ্বারা সমস্ত গুণ নষ্ট করে। কর্ম্মদক্ষ ও পরিশ্রমী হইতে পারিলেই ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। মন

শুদ্ধ হইলে পরম সুখ হয়। সুপথ্যের দ্বারা কোন রোগ জন্মিতে পারে না। উদ্যোগী ব্যক্তিই বিদ্যা এবং ধনলাভ করিতে পারেন। আরোগ্য, অঋণতা, স্বাস্থ্যপ্রদ দেশে সজ্জন সহিত বাস, জীবিকার স্থিরবিত্ত, নির্ভয়; ইহারাই সুখের কারণ। বিভবহীন অনেকেই বৈরাগ্যাবলম্বন করিতে পারেন, বিভবসত্ত্বে তদ্দোষ দৃষ্টে পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় ভোগাভিলাষ না করাকেই বৈরাগ্য বলে, এরূপ বৈরাগ্য প্রায় দৃষ্ট হয় না। ধনহীন অনায়াসেই শান্ত হইতে পারেন, প্রচুর ধনসত্ত্বে শান্তি থাকাকেই শান্তি বলে। বৃদ্ধাবস্থায় অনেকেই দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইতে পারেন, যৌবনে যিনি দুষ্কর্ম্ম না করেন তিনিই সাধু। পাত্র বিশেষে অনেইকে দয়া করিয়া থাকেন, সর্ব্বভুতে সমান দয়াই সাধুর কার্য্য; রাজার তাহা অকর্ত্তব্য। বিদ্যাহীন ব্রাহ্মণ, গৃহীর ন্যায় আচারবান সন্ন্যাসী, কুরূপা

বারনারী, দুষ্কর্ম্মান্বিত নৃপতি এই সকলাপেক্ষা অধিক বিড়ম্বনা অন্যেরদের নাই। উপদ্রবযুক্ত দেশ, পানরত চিকিৎসক, অশিক্ষিত সকল প্রকার কর্ম্মকারীরা, যৌবনগর্ব্বিতা পররতা বনিতা সর্ব্বদাই ত্যজ্য। দরিদ্র পুরুষকে জননী ভিন্ন সকলেই ত্যাগ করেন, জননীও ঘৃণা করেন। উদ্যোগী পুরুষকে লক্ষ্মী আপনা হইতেই কৃপা করেন। বিনয় সংযুক্ত বিদ্যাই বিদ্যা। বিপদকালে সদ্বিবেচনাই সদ্বিবেচনা। যে মান রক্ষিত বর্দ্ধিত হয় সেই মানই মান। অন্য চিন্তা বর্জ্জিত ঈশ্বর ধ্যানই ধ্যান। পরশ্রীকাতরতা যাঁহার অন্তঃকরণে বাস করে তাঁহাকেই দগ্ধ করিয়া থাকে, অন্যের কিছুই ক্ষতি করিতে পারে না, সুতরাং অন্য কর্ত্তৃক তৎপ্রতিকারের প্রয়োজনাভাব। যে সত্যে কোন অনর্থোৎপন্ন হয়, সে সত্য না বলিলেও হানি নাই। চাতুরীবর্জ্জিত সত্যই সত্য। ফলোদ্দেশ

ভিন্ন দয়াই মহতের কার্য্য। যে মিথ্যার দ্বারা কোন বিশেষ উপকার সম্ভব তাহাও বলা উচিত নয়। সৎপথে চলা প্রথমতঃ সকলের পক্ষেই ক্লেশকর, পরে যখন তদ্দ্বারা সুখানুভব হইতে থাকে তখন অন্য কোন সুখই তত্তুল্য হইতে পারে না। সুখ বা দুঃখ একাধারে সমভাবে নিয়ত থাকে না। বহু গুণবান ব্যক্তিরও কোন অংশে কিছু দোষ আছে, মনুষ্যের উচিত যে ঐ দোষ পরিত্যাগ পুর্ব্বক গুণই গ্রহণ করেন। কোন দোষরহিত মনুষ্য প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। আপনার মুখে আপনার গুণ ব্যাখ্যা করা যুবতীর আপন স্তন আপনার হস্তে মর্দ্দন করার ন্যায় হয়। রাজা, শিশু, বৃদ্ধ, নির্ব্বোধের কথায় রাগ করা বিজ্ঞের উচিত নহে। যাঁহারা অন্যেরদের ঐহিক কি পারত্রিক সুখের জন্য কোন কর্ম্ম উপলক্ষে অর্থ গ্রহণ করিতে যান, দেখা আবশ্যক যে তাঁহারা

সেই প্রকার কর্ম্মের দ্বারা আপনারদের কিছু উপকার করিতে পারেন কি না। যিনি অন্যের প্রকৃত উপকারব্রত ধারণ করেন তিনি কোন স্পৃহাই রাখেন না। বেতন গ্রহণ পূর্ব্বক যিনি অন্যের কোন কর্ম্ম করেন, ঐ কর্ম্মের দ্বারা তাঁহারই বিশেষ উপকার দৃষ্ট হয় এবং তদ্ভার তাঁহার প্রতি অর্পিত হওয়ায় তাঁহারই ভাগ্যের প্রশংসা করা উচিত। অনেক লোক এমত আছেন যে তাঁহারা প্রথমতঃ সমস্ত ব্যাপারে আপনারদিগকে নিস্পৃহ দর্শান, শেষে অর্থ শোষণে ত্রুটী করেন না। আপনার দেহ, গেহ, পুত্রাদি চিরকাল স্থায়ী, এই রূপ অনুমানাপেক্ষা মূঢ়ের কর্ম্ম জগতে আর কিছুই নাই। মূল্য দিলে যে কার্য্য নির্ব্বাহ হয় তাহাকে বিশেষ উপকার বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। অর্থের দ্বারা সম্পন্ন না হয় এমত কার্য্য জগতে প্রায় নাই। যে সকল

সৎকার্য্য অর্থের বলে নির্ব্বাহ হইতে পারে তদভাবে ক্লেশ স্বীকারের প্রয়োজন নাই। পণ্ডিত এবং কর্ম্মঠ হইলেই অধিক ধনোপার্জ্জন করিতে পারেন এমত নহে, যদি তাহা পারিতেন তবে মূর্খ কখনই অধিক ধনবান হইতেন না। অনেক মূর্খকে প্রভূত ধনশালী দেখা যায়, অনেক পণ্ডিতেরা অধিক ধনের মুখ দেখিতে পান না। সৎকথা মুখে অনেকে বলিতে পারেন, তদ্বদাচরণ করেন এরূপ মনুষ্য দুর্লভ। আপনার উৎকৃষ্টদোষ গোপন করত পরছিদ্রানুসন্ধান করা অনেক মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ কর্ম্ম। আপনার দোষ স্বীকার করেন এমত মনুষ্য জগতে অত্যল্প আছেন। আপনার দোষানুসন্ধান করাই বিজ্ঞতার কারণ। জগতে এমত কিছুই নাই যে সকলে প্রিয় বা অপ্রিয় বলিয়া গ্রহণ বা ত্যাগ করেন, যে ব্যক্তি বা বস্তুকে কেহ ঘৃণা করিতেছেন, তদ্বস্তু বা ব্যক্তি অন্য কর্ত্তৃক

সমাদরের সহিত গৃহীত হইতেছে, যে বস্তু বা ব্যক্তিকে কেহ প্রিয় বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন তদ্ব্যক্তি বা বস্তু অন্য কর্ত্তৃক ঘৃণার সহিত ত্যক্ত হইতেছে। আপনার আহার ব্যবহারাদি সমস্ত কর্ম্মকে সকলেই উত্তম বলিয়া থাকেন, কিন্তু জানা আবশ্যক যে ঐ সমস্ত কর্ম্ম সম্বন্ধে অন্যেরা কি বলেন। সকলের প্রিয় কার্য্য কোন মনুষ্য কর্ত্তৃক নির্ব্বাহ হওনের নহে। ধনাভাবেও অনেকের হিত সাধিত হইতে পারে। অর্থেচ্ছু ব্যক্তিরা অর্থ গ্রহণ ব্যতিরেকে অন্য কোন হিতজনক কর্ম্মকে উপকার বলিয়া অঙ্গীকার করেন না। স্ত্রীবুদ্ধ্যনুগামী হওয়া পুরুষের অনুচিত। কোন ব্যক্তিকে নীতিশিক্ষা দিতে গেলে অগ্রে তাঁহার বংশানুসন্ধানাবশ্যক, যদি তিনি সৎকুলোদ্ভব হন তবে সৎসংসর্গে থাকিয়া নীতিশিক্ষা ও তদনুগামী হইবেন; যদি তিনি অসদ্বংশোদ্ভব হন তবে তাঁহাকে কোন

নীতিশিক্ষা দেওয়া অনুচিত, দিলে তিনি পণ্ডিত হইতে পারিবেন, কিন্তু তদ্বৎ কোন কর্ম্ম করিবেন না, বরং সর্পকে দুগ্ধ পান করিতে দিলে যেমন তাহার বিষ বৃদ্ধি হয় তেমনি ঐ পাণ্ডিত্যের দ্বারা কথিত ব্যক্তির নিকৃষ্টবৃত্তি সকলি সবল হইবে, যদি ইহার বিপরীত কোন স্থলে দৃষ্ট হয় তবে বিবেচনা করিতে হইবে যে গোড়াগুড়ি বিপর্য্যয় ঘটনাই সংঘটিত হইয়াছে। মনুষ্য শরীরে যে সমস্ত ইন্দ্রিয় আছে তাহারা স্বভাবতঃ হীন বল না হইলে তাহারদের কার্য্য কেহই নিবারণ করিতে পারেন না, যিনি বলেন পারি, তাঁহার সে বাক্যে তিনিই বিশ্বাস করুন; ঐ সকল ইন্দ্রিয় কার্য্যের বশীভুত না হইয়া সেই সকল কার্য্যকে আপনার বশে রাখিতে পারিলেই পরম পুরুষার্থ হইয়া থাকে, এবং যিনি তাহা পারেন তিনি অনেক সুখ ভোগ করেন, কোন দুঃখেই কাতর হন না। কোন

ইন্দ্রিয়কার্য্য রহিত করিলে লোকসমাজে প্রতি-ষ্ঠাভাজন হইতে পারা যায় বিবেচনায় যাঁহারা দুই একটী বৈধকর্ম্ম ত্যাগ করেন, তাঁহারদি-গকে শত সহস্র অবৈধকর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়। ব্রহ্মানন্দে বিলীন হওন ভিন্ন জগতে অন্য এমত কোন বস্তু বা উত্তম অবস্থা নাই যে ম-নুষ্য কিছু কাল ভোগের পর তাহা হইতে বি-রত না হন। পুরুষার্থ ভিন্ন কোন কর্ম্মই হয় না। যাঁহারা আপনাপন ভাগ্যের প্রতি নি-র্ভরপূর্ব্বক মুখে বলেন যে পুরুষার্থের দ্বারা কিছুই হইতে পারে না তাঁহারদের অভীষ্ট সি-দ্ধির জন্য ঐ কথাই পুরুষার্থ। অসভ্যগণ স-মীপে কোন সৎকথা বলিলে কেবল হাস্যা-স্পদ হইতে হয়, তাঁহারদের নিকট মহাপুরুষ বলিয়া পরিচয় দিতে এবং দুই একটী চাতুরী করিতে পারিলেই সমাদৃত হইতে পারা যায়। কোন মহাপুরুষ যখন কোন আশ্চর্য্য কার্য্য দেখাইয়া লোকের নিকট পূজ্য হইতে যান

তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে তিনি আপনার নাসিকার কর্ম্ম কর্ণের দ্বারা নির্ব্বাহ করিতে পারেন কি না? যদি তিনি তাহা পারেন এমত হয়, তবে তিনি অবশ্যই মহাপুরুষ, যদি না পারেন তবে সকলেই সমান, কেবল মূর্খতা দোষে মূর্খেরা হেয়, বিদ্যাপ্রভাবে বিদ্বানগণ মান্য। কেবল গর্ব্বের দ্বারা কেহ বিদ্বান্ বলিয়া বিখ্যাত হইতে পারেন না, কার্য্যের দ্বারাই প্রকৃত বিদ্বান্ জানা যায়। আরব্ধ সৎকর্ম্ম অনিষ্পন্ন রাখা বিজ্ঞের উচিত নহে। শত্রু অতি দুর্ব্বল হইলে তাহাকে অবজ্ঞা এবং আজ্ঞাবহ হইলেও তাহাকে কেহ বিশ্বাস করিবেন না। অপকারী ব্যক্তি মিত্রতা প্রকাশ করিলেও তাড়নার যোগ্য। অর্থ সঞ্চয় করিবার প্রধান উপায় কুটিলতা, কিন্তু সে অর্থ বিনষ্ট হইবেই হইবে। যাবৎ সময় উপস্থিত না হইবেক তাবৎ শত্রুকে বহন করিবেক, সময় প্রাপ্ত হইলেই তাহার উচিত দণ্ড

করিবেক। শক্রু অতিশয় কাতরোক্তি করিলেও তাহাকে ত্যাগ করিতে নাই। সাম, অর্থাৎ সমতা, দান, অর্থাৎ কিছু অর্থ বা বিষয় দেওয়া, দণ্ড, অর্থাৎ প্রহারাদি, ভেদ, অর্থাৎ ঘরবিচ্ছেদ, ইহার যে কোন উপায় দ্বারা হউক শক্রুকে দমন করা যাইতে পারে, ফলতঃ প্রথমেই দণ্ড কর্ত্তব্য নহে, অন্যান্য উপায় ব্যর্থ হওনানন্তর দণ্ড বিধেয়। ভীরু ব্যক্তিকে ভয় দর্শাইয়া, শূরকে কৃতাঞ্জলি দ্বারা বশীভূত করিতে পারা যায়। বিশ্বস্ত ব্যক্তিকেও এমত বিশ্বাস কর্ত্তব্য নয় যে তাঁহার সহিত অপ্রণয় ঘটিলে তিনি কোন প্রকার অনিষ্ট করিতে পারেন। সামান্য ব্যক্তিকেও শঙ্কা করা উচিত। ক্রুদ্ধ হইয়াও অক্রুদ্ধের ন্যায় আকার প্রকাশ করিলে ও হাস্যমুখে কথা কহিলে, কোপাকুল হইয়াও ভৎর্সনা না করিলে, প্রহার করিবার পূর্ব্বে ও প্রহারের সময়ে প্রিয় বাক্য বলিলে, প্রহার করিয়া শেষে কৃপা, শোক

প্রকাশ ও রোদন করিলে মূর্খেরা অনেক প্রশংসা করিয়া থাকে ; কিন্তু খলেরাই ঐ সকল কর্ম্ম করিতে পারে। যাহার বুদ্ধি শোকাদির দ্বারা অভিভূত হয়, তাহাকে নলোপাখ্যানাদি শ্রবণ করাইয়া, নির্ব্বোধকে লোকান্তরে তোমার মঙ্গল হইবে বলিয়া, পণ্ডিতকে সন্তোষজনক বর্ত্তমান কার্য্যের দ্বারা সান্ত্বনা করা উচিত। অর্থার্থী পুরুষের সহিত অর্থবান ব্যক্তির সখ্য হওনের সম্ভাবনা নাই। ভয় উপস্থিতের পূর্ব্বে প্রতিকারের চেষ্টা করিবেক, উপস্থিত হইলে নির্ভয়ের ন্যায় কর্ম্ম করিতে হয়। অর্থ সঞ্চিত ও বিহিত কর্ম্মে ব্যয়িত হওয়া উচিত। মনকে নিয়ত ধর্ম্মে রত রাখাই কর্ত্তব্য। সুখ সমুদায় অনুভব করিতে হয় এবং তাহাতে মন বিহিত না হয় এই রূপ যত্ন করা উচিত। অর্থের নিমিত্ত ধর্ম্মের হানি, বা ধর্ম্মের নিমিত্ত অর্থের বিশেষ হানি, কিম্বা আশু প্রীতিদায়ক কাম-

পরতন্ত্র হইয়া ধর্ম্মার্থ উভয়ের হানি করা উচিত নয়। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম যথাকালে বিভাগ করিয়া সমভাবে সেবা করা উচিত। আপনার ও পরের অবস্থা জানিয়া সর্ব্বদা কর্ম্ম করা উচিত। শত্রু, মিত্র, উদাসীনেরা ও আত্মীয়বর্গ কি করিতেছে, তাহা সর্ব্বদা জ্ঞাত হওয়া উচিত। পরিশুদ্ধ ও কার্য্যাকার্য্য বোধনে সমর্থ, অনুরক্ত, আত্ম সদৃশ, সৎকুলোদ্ভব বৃদ্ধদিগের স্থানে কোন বিষয়ের মন্ত্রণা গ্রহণাবশ্যক। শেষ নিশায় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের চিন্তা করিতে হয়। একাকী কি অনেকের সহিত কোন বিষয়ের মন্ত্রণা করা উচিত নয়। অল্পায়াস সাধ্য অথচ মহাফলোপধায়ক কর্ম্ম সকল শীঘ্র আরম্ভ করিয়া সমাপ্ত করা উচিত। সকলেই আপনাপন সমস্ত কার্য্য স্বয়ং দেখিবেন, কর্ম্মচারী যেমত হউক না কেন, তাহারদের প্রতি নির্ভর করিতে গেলে কোন না কোন অনিষ্ট হয়ই

হয়। সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ সচ্চরিত্র শিক্ষকগণ বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। এক জন পণ্ডিতের জন্য অনেক মূর্খকে ত্যাগ করা বিধেয়। ভৃত্যবর্গকে সম্মানজনক বাক্যের সহিত যথাকালে বেতন না দিলে এবং যে ভৃত্য প্রভুর জন্য প্রাণপর্য্যন্ত পণ করে তাহার উচিত পুরস্কার না করিলে, ভৃত্যগণ বশীভূত থাকে না; অপরাধ দৃষ্টে বিহিত তাড়নাও কর্ত্তব্য, ফলতঃ কোন ভৃত্যের প্রতি যে প্রভু আসক্ত হইবেন তাঁহাকে ঐ ভৃত্যের দাসত্ব করিতেই হইবে। বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন, জ্ঞানবিশারদ ভৃত্যগণকে বিহিত পুরস্কার ও সম্মান না করিলে ঐ মত ভৃত্য পাওয়া যায় না। ধর্ম্মাচরণ ভিন্ন কেহ কোন চিহ্নমাত্র ধারণ করিলে ধার্ম্মিক হইতে পারেন না, যদি চিহ্ন ধারণমাত্র ধর্ম্মের কারণ হইত, তবে সমস্ত মনুষ্যই ধার্ম্মিক হইতে পারিতেন। তীর্থে গেলেই পুণ্য হয় না, সৎকর্ম্ম যে কোন স্থানে

করিতে পারা যায় সেই স্থানেই পুণ্য হ-
ইতে পারে। পরনিন্দার দ্বারা মহত্ত্ব হয়
না, মহত্তের কর্ম্ম করিলে মহৎ হইতে পারা
যায়। অনেকে দুষ্কর্ম্ম করিয়া ভাবেন অন্য
কেহ জানিতে পারে নাই, ফলতঃ ধর্ম্ম স্বয়ং
ঐ দুষ্কর্ম্ম তৎক্ষণাৎ প্রকাশ করিয়া দেন।
অন্যের দোষ নিবারণার্থে যিনি সেই দো-
ষের উল্লেখ করেন তাঁহাকে পরম সুহৃদ্
বলা উচিত। ব্যবহারের দোষ যাবৎ অন্য
কর্ত্তৃক কথিত না হয় তাবৎ কেহ জানিতে
পারেন না। কোন স্বার্থভিন্ন কেহ কর্ম্ম
করেন না, যিনি বলেন তাঁহার কর্ম্ম স্বার্থ-
পরতারহিত, তিনিই ঐ কথায় আমোদ
করুন। পরের দোষ শ্রবণে অনেকেই
আহ্লাদিত হন, তাঁহারদিগকে বিবেচনা করা
উচিত যে তাঁহারদের দোষ শুনিয়াও অ-
ন্যেরা ঐ মত হর্ষ হইয়া থাকেন। পরের
গুণ শ্রবণে অনেকে রাগান্ধ হন, ঐ প্রকার

লোকদিগের সাক্ষাতে কোন ব্যক্তির গুণ বর্ণনা কর্ত্তব্য নহে। বনে গেলেই তপস্যা হইয়া থাকে না, গৃহে সৎকর্ম্ম করিতে পারিলে গৃহই তপোবন হইয়া উঠে, অবিবেকী বনে গেলেও নানা দোষ ঘটে। দুর্ব্বল ইন্দ্রিয় মনুষ্যেরাই গৃহ ভাল বাসেন না। পৃথিবীতে এমত প্রাণী বা বস্তু প্রায় নাই যাহার নিকট কোন না কোন জ্ঞানশিক্ষা পাওয়া না যায়; যে কোন জাতি, যে কোন দেশস্থ, যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী, যে কোন অবস্থার মনুষ্য, কি অপর প্রাণী, অথবা স্থাবরাস্থাবর পদার্থ হউক না কেন, তাহার স্থানে যে জ্ঞানপ্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই উৎসাহ সহকারে শিক্ষা করা উচিত, যিনি তাহা না করেন তাঁহাকে উত্তরোত্তর কুসংস্কারেই বদ্ধ হইতে হয়। যে প্রাণী বা অন্য বস্তু বাক্যের দ্বারা শিক্ষা দিতে না পারে তাহার ব্যবহার দৃষ্টে অবশ্যই জ্ঞানাভ্যাস

করিতে পারা যায়। ক্ষিত্যপ্ তেজঃ বায়ু আ-
কাশ, এই পঞ্চ ভূতের কার্য্যের প্রতি যিনি
আপনার বুদ্ধিকে ন্যায়মত অধিক চালনা
করিবেন, তিনি ভৌতিক ব্যাপার এমত অ-
ধিক জ্ঞাত হইবেন যে তাহা কোন লিখিত
পুস্তকে নাই। যে ব্যক্তি যে বিষয়ের মর্ম্মজ্ঞ
নহে তাহার সহিত তদ্বিষয়ের পরামর্শ করা
উন্মাদের কর্ম্ম। লোকের দৈন্যাবস্থায় অনে-
কের সহিত প্রণয় থাকে, অবস্থা কিঞ্চিৎ
উন্নত হইলেই অনেকের সহিত বিবাদ হয়;
ইহার তাৎপর্য্য এই যে সকলেই আপনার
প্রভুত্ব ভাল বাসেন, অথচ দীনের উপর
অনেকেই অনেক প্রকার প্রভুত্ব সংস্থাপন
পূর্ব্বক অতিশয় সন্তুষ্ট হন, উন্নত ব্যক্তিকে
আজ্ঞাবহ রাখিতে পারেন না এই জন্য অ-
নেকে তাঁহার প্রতি দোষ প্রকাশ করেন;
অথবা যদি ঐ উন্নত ব্যক্তি অসৎ হন তবে
তিনিই প্রথমতঃ সকলকে তুচ্ছজ্ঞানে তাঁহার-

দের অনিষ্টাচরণ করিতে প্রবর্ত্ত হন। মনুষ্য যে রূপ উন্নত হউন না কেন, আপনার জাতিকে ঘৃণা করা অনুচিত, করিলে যখন তিনি অবস্থান্তরিত হন তখন স্বজাতির দ্বারা তাঁহার অনেক দুর্গতি লাভ হয়। ফলোদ্দেশ ভিন্ন সৎকর্ম্ম করিলে তৎফল লাভ হইবেই হইবে, সুতরাং কোন সৎকর্ম্মে কামনাবিশিষ্ট হওয়া উচিত নহে। বলের দ্বারা যে সমস্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতে না পারে তাহা বুদ্ধির দ্বারা অনায়াসেই হইতে পারে, কাযেই বুদ্ধি প্রধান বল। বানরেরাও ঐক্য বাক্যে অনেক মহৎকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পারে, মনুষ্যেরা একতাভাবে আপনাপন উদর পোষণেও কাতর হন। কোন মনুষ্যের পরীক্ষা করিতে হইলে অগ্রে তৎস্বভাবের প্রতি বিশেষ রূপ দৃষ্টি রাখা উচিত। যাঁহার স্বভাব উত্তম তিনিই বিশ্বাসের যোগ্য। কার্য্যের দোষ গুণ অল্প দিনে প্রকাশ হয়,

স্বভাবের দোষ বহু দিনে ব্যক্ত হয়। কর্ম্ম উত্তম দৃষ্টে কোন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিলে পশ্চাৎ অনুতাপিত হইতে হয়। স্বভাব উ-ত্তম কি না, জ্ঞাত হওন ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিকে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করা মনুষ্যের কার্য্য নহে। যিনি যত অধিক ভণ্ড তিনি মুখে ততই সৎকথা বলিয়া থাকেন। যাঁ-হার স্বভাব উত্তম তিনি মুখে অধিক সৎ-কথা বলিতে ভাল বাসেন না এবং আপনার সততাও স্বয়ং প্রকাশ করেন না, কার্য্যের দ্বারাই ব্যক্ত হয়। অজ্ঞেরা অনেক কথা প্রিয়। যিনি যখন কোন ব্যক্তির সাক্ষাৎ-কারে অতিশয় প্রশংসা করেন তখনি বিবে-চনা করা উচিত যে তাঁহার ঐ গুণ কথন কোন অভিসন্ধিমূলক, ঐ বাক্যে যিনি মো-হিত হইবেন তাঁহাকেই প্রতারিত হইতে হইবে, কিন্তু প্রশংসাবাক্যে তুষ্ট না হন এ-মত মনুষ্য প্রায় নাই। কুক্কুর কোন দেশের

সম্রাট্ হইলেও চর্ম্মপাদুকা গোপনে হরণ পূর্ব্বক চর্ব্বণ করিবেই করিবে। সিংহের স্বভাবতঃ যে কান্তি আছে তাহা কুক্কুর নানা মণি মাণিক্য ধারণ করিয়াও প্রাপ্ত হইবে না। সজ্জনদিগের প্রণয় বাহুকাল স্থায়ী, ক্রোধ অত্যল্প ক্ষণেই গত হয়। আয়ের অতিরিক্ত ব্যয়, স্বয়ং ধন না দেখা, অধর্ম্মের দ্বারা আয়, অধিক দান, দূরস্থ লোকদিগকে পোষণ এই কএকটী কারণের দ্বারা সঞ্চিত ধন বিনষ্ট হয়। সৎকর্ম্ম যিনি যে পরিমাণে করুন আড়ম্বরের সহিত লোক সমাজে প্রচারের প্রয়োজনাভাব। যাঁহারা লোক জানাইয়া সৎকর্ম্ম করেন তাঁহারা লোকের প্রশংসা অধিক ভাল বাসেন। লোকের প্রশংসাপ্রিয় হইতে গেলে এরূপ প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না যে কোন ব্যক্তি সকলের প্রশংসাভাজন হইবেন, কারণ যিনি যাঁহার অভিলাষমত কর্ম্ম করিবেন তাঁহাকে

তিনিই ভাল বলিবেন, অথচ জগতে এতাদৃশ ক্ষমতাপন্ন কেহ নাই যে তিনি সকলের অভি-প্রায়মত কর্ম্ম করিবেন, এমতাবস্থায় যিনি নিজে সৎ তাঁহাকে লোকের প্রশংসা বা নিন্দার প্রতি দৃষ্টি রাখা অকর্ত্তব্য, তাঁহার কর্ম্মের দ্বারা যে ফল হওনের তাহা অবশ্যই হইবে। যিনি নিজে অসৎ তিনি লোকের প্রশংসার আশা করিতে থাকুন। কতক গুলিন কর্ম্ম এমত আছে যে তাহা যদি লোকাচারবিরুদ্ধ হয় তবে তৎকর্ত্তার অনেকবিধ বিপদ ঘটে, এ জন্য সকলকেই লোকাচার রক্ষা করা উচিত, অর্থাৎ সেই সকল কর্ম্মে তাঁহার কিছুমাত্র অভিরুচি না থাকিলেও শুদ্ধ লোক রঞ্জনার্থে তাহা নি-র্ব্বাহ করিবেন, কিন্তু যখন দৃষ্টি হইবে যে আ-পনার বা অন্যের কোন অনিষ্ট সম্ভব, তখন সে কর্ম্মাচরণ কর্ত্তব্য নহে, লোকরঞ্জন না হয় নাই হউক। মনুষ্যকে আপন জীবিকার জন্য সদুপায় যৌবনকালের প্রথমেই অবলম্বন করা

উচিত, বিলম্বে সদুপায় সকল প্রায়ই হারা-
ইতে হয়। যাঁহার এক ব্যবসায়ে সংস্কার জ-
ন্মিয়াছে তিনি অন্য ব্যবসায় প্রায়ই করিতে
পারেন না। বিদ্যাভ্যাস করিয়া যদি তদ্বদা-
চাররত হওনাভিপ্রায় না থাকে তবে তৎপ্র-
য়োজনাভাব। জীবিকার জন্য যদি সদ্বিদ্যা
এবং সচ্চরিত্রের অন্যথাচরণ করিতে হয় তবে
সে জীবিকাপেক্ষা মরণ মঙ্গলদায়ক। সমৃ-
দ্ধিশালীদিগের কর্ত্তব্য নয় যে বিজ্ঞ ভিন্ন অ-
ন্যের প্রতি কোন কর্ম্মের ভার দেন, বিজ্ঞেরও
উচিত নহে যে বেতন গ্রহণপূর্ব্বক বা আজ্ঞা-
বহ হইয়া ধনীদিগের কোন কর্ম্মের ভার গ্রহণ
করেন। রাজাকে সর্ব্বদাই ভয়, বিদ্যার সর্ব্ব-
দাই অনুশীলন, ধন সর্ব্বদাই বৃদ্ধি করা উচিত।
জগতে এমত মনুষ্য অনেক আছেন যাঁহারা
সর্ব্বদাই দুষ্কর্ম্মে রত থাকিয়া অন্যেরদিগকে নি-
ন্দার ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক আপনাপন অভীষ্ট
সিদ্ধ করিতেছেন। নষ্টলোকদিগকে উপদেশ

দ্বারা শিষ্টাচাররত করিতে গেলে আপনারই অনিষ্ট হয়। কৃতঘ্ন ব্যক্তির কোন উপকার যিনি করেন তিনি উন্মাদ। যাঁহারা অন্যেরদিগকে ধর্ম্মভয় দেখাইয়া ভ্রমণ করেন, তাঁহারদের ঐ ভয় আছে কি না অগ্রে জানা আবশ্যক। যাঁহার সহিত কোন ব্যবহার করিতে না হয়, তিনি যে রূপ সাজ সাজুন তাহাই দেখা উচিত, যখন তাঁহার সহিত কোন ব্যবহার করিতে হয় তৎপূর্ব্বে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক যে তিনি কি স্বভাবের মনুষ্য। সজ্জনের উচিত যে তিনি সর্ব্বদাই অসৎসঙ্গ ত্যাগ করেন, অন্যেরা অসৎ হইলে তাহারদের সংসর্গে বুদ্ধি মলিন, কোন দুর্নাম রটনা বা কুচ্ছিত কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইতে পারে, নিয়ত যাঁহারদের সঙ্গে বাস করিতে হয় তাঁহারা অসৎ হইলে সাংসারিক কোন সুখই ভোগ হয় না। মূর্খ যদি অসৎ সংসর্গ করেন তবে তাঁহার মূর্খতাই বৃদ্ধি হইয়া থাকে। স্বজনগণ মধ্যে কেহ অসৎ আছেন, কি অন্তরঙ্গ, অথবা অ-

ন্যেরা শঠতাদি করিতেছে, ইহা যিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারেন, তাঁহার সেই মূঢ়তাও প-রম সুখের কারণ হইয়া থাকে। অসৎকে কেহ চিনিতে পারুন বা নাই পারুন তাঁহার সহিত সরল ব্যবহার করিলেই গরল উদ্ভব হ-ইবে। সুদৃঢ় অসতেরা সর্ব্বদা এমন সাবধান থাকেন যে তাঁহারদিগকে চিনিতে পারা ক-ঠিন হয়, কিন্তু যখন তাঁহারা সতের গুণ শ্রবণ করেন, তখন আর আপনারদের দোষ গো-পন রাখিতে সক্ষম হন না, সেই গুণে নানা দোষ আরোপণপূর্ব্বক আপনারদের স্বভা-বের পরিচয় দেনই দেন। সৎ কখনই অসৎকে আপনার মতে আনিতে পারেন না, নিজে অসতের মতে না চলেন ইহা হইলেই তাঁহার মঙ্গল। অনেকে বলেন দারিদ্র্যদশা দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্তির প্রধান কারণ, ফলতঃ যিনি প্রকৃত সৎ তিনি প্রাণান্তেও অসৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হন না। যিনি যত চতুর হউন কখন কোন শঠের প্রতা-

রণাজালে আবদ্ধ হইবেনই হইবেন। সর্ব্বাংশে বিজ্ঞতাসত্ত্বেও কখন কোন বিপদে পতিত হই-তেই হইবে। সদাচাররত পুরুষ যদি অধ্যয়ন না করিয়া থাকেন তথাপি পণ্ডিত। উৎ-সাহরহিতের শাস্ত্রজ্ঞানে বিশেষ ফল নাই। যদি কখন অন্যের শরণাগত হওনের প্রয়ো-জন হয় তবে মহদাশ্রয় লওয়াই উচিত, মহ-তাভাবে যদি প্রাণ যায় তাহাও উত্তম তথাপি অধমের নিকট গমন কর্ত্তব্য নহে। বিপদ নিবারণার্থে কোন উপায় চিন্তনের সময় অ-পায় সকলও দেখা উচিত। যাঁহার মতের এবং বাক্যের স্থিরতা নাই তিনি যেমন ধা-র্ম্মিক হউন না কেন, তাঁহার কোন বাক্যে যিনি বিশ্বাস করিবেন, তিনি মহাবিপদে প-তিত হইবেন। উপদেষ্টা হইবার ইচ্ছা সক-লেরই আছে, কিন্তু সদুদেশ অল্প লোকে জা-নেন। যিনি কিছুই জানেন না স্বীকার করেন তিনি অনেক জানেন। যিনি কোন এক বিষয়ের

কিঞ্চিৎ জ্ঞাত হইয়া অন্যেরদিগকে অনভিজ্ঞ জ্ঞান করেন, তিনি সকলের হাস্যাস্পদ। যে সকল লোক অন্যেরদের নিন্দা করিয়া সন্তুষ্ট লাভ করেন তাঁহারা সাধু, কেননা অনেক শ্রমার্জ্জিত ধন দানে, কি নানা প্রকার সদ্ব্যবহারে অথবা স্তব বিনয়াদির দ্বারা লোককে তুষ্ট করা কঠিন ব্যাপার, পরনিন্দক না অর্থ, না স্তোত্র, না কোন উপকারের প্রত্যাশা করেন কেবল গোটাকতক কুৎসাবাক্য বলিয়াই যার পর নাই তৃপ্ত হন। সম্মান বৃদ্ধি হইলেই নানা প্রকার গর্ব্ব জন্মে, অবমাননার দ্বারা অনেক বিষয়ে নিরুৎসুক হইতে হয় এবং ঐ অপমানের প্রতিশোধের জন্য যত্নবান হইলেই অনেক অনর্থোৎপন্ন হয়, স্তবে মূর্খেরাই তুষ্ট হন এবং প্রতারকেরাই স্তব করিয়া থাকে, নিন্দায় রুষ্ট হইলে নিন্দকের অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্তি জন্মে এবং সেই অনিষ্ট সাধিত হইলেই অনেকের সহিত শত্রুতা হয়, শত্রুর

সহিত নিষ্ঠুরাচরণের পর যদি তাহার সহিত কোন কারণে মিত্রতা হয় তবে মনে অনেক গ্লানি জন্মে, যে বন্ধুর নিকট আন্তরিক সমস্ত কথা ব্যক্ত করা যায়, যদি সেই বন্ধু কোন কারণে পশ্চাৎ শত্রু হন তবে তদ্দ্বারা মহদনিষ্ট সম্ভব, এই সমস্ত কারণে মান বৃদ্ধির স্থলে গর্ব্বরহিত, অবমাননার কর্ম্মে বিরত, স্তবে অপ্রতীহতচেত, নিন্দনীয় কর্ম্মে পরাঙ্মুখ, নিন্দাবাক্যে অনভিনিবিষ্ট, শত্রুর বিশেষ অনিষ্ট সাধনে ক্ষান্ত, মিত্রের নিকট সমস্ত গুহ্যব্যাপার অপ্রকাশ রাখনে তৎপর হইতে পারিলে অনেক উপকার সম্ভব। যৎসামান্য কর্ম্মও একেবারে নিষ্পন্ন হইতে পারে না, মহৎকার্য্যও ক্রমশঃ নির্ব্বাহ হইতে পারে। অন্যের ব্যবহারানুগামী হইতে গেলে, যিনি আপনার দোষ গুণ সমস্ত স্মরণ রাখেন, কোন প্রকার হিতজনক কর্ম্ম ভিন্ন সময় গত হইতে দেন না তাঁহার ন্যায় আচারবান হওয়াই উচিত। যিনি প্রথমেই আল-

স্যের দাস হইবেন, তিনি নিরন্তর দুঃখ এবং দুর্ভাবনার সহিত কালাতিবাহিত করিবেন, সুতরাং স্মরণ রাখা উচিত যে আলস্যের জন্য মরণের পর অনেক সময় আছে। অকর্ত্তব্য কর্ম্মের আরম্ভ, স্বজনের সঙ্গে বিবাদ, বলবানের সহিত স্পর্দ্ধা, প্রমদাদিগের প্রতি বিশ্বাস, মৃত্যুর এই চারিটী দ্বার। অন্যেরদের উত্তমাবস্থা দৃষ্টে যিনি তুষ্ট হন তিনি তাঁহারদের সৌভাগ্যের অংশভোগী, যিনি কাতর হন তিনি আপনিই আপনাকে দগ্ধ করেন। পুণ্য আপনিই আপনার পুরস্কার, পাপ আপনিই আপনার দণ্ড, পুণ্যের পুরস্কার বা পাপের দণ্ডদাতা অন্য কেহ নাই। যখন মনুষ্যের অবস্থা যদ্রূপ থাকে তখনকার সুলভ বস্তুর দ্বারা মনকে তুষ্ট করিতে পারিলে সীমা শূন্য সুখভোগ হইয়া থাকে, অভিলাষমত বস্তু গ্রহণ করিতে গেলে যেমত উন্নত অবস্থা হউক না কেন, অতিশয় দুঃখে পতিত হইতে হয়; এই

জন্য যদেচ্ছালাভে আপনাপন মনকে তুষ্ট রাখিবার কারণ মনুষ্যকে বাল্যাবধি অভ্যাস করা উচিত। যাঁহারা দিবা যামিনী অষ্ট প্রহরের মধ্যে দ্বিপ্রহরকালের অধিক নিদ্রা ভাল বাসেন, সূর্য্যোদয়ের চারি দণ্ডকাল পূর্ব্বে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতে ক্লেশ বোধ করেন, প্রত্যহ পদব্রজে অন্যূন এক ঘটিকা-কাল ভ্রমণে কাতর হন, তাঁহারা এই আশ্বাসে ঐ ব্যবহার গুলিন পরিত্যাগ করিবেন যে সকলে মহানিদ্রাভিভূত হইলেই আর সে নিদ্রা ভঙ্গ হইবে না, তখন কথিত সুখ সকল নিয়তই ভোগ করিতে পারিবেন। সজ্জনেরা অসৎ লোকদিগকে আপনারদের সদৃশ বুদ্ধে চলিলে অধিক দুঃখ প্রাপ্ত হইবেনই হইবেন; যথা—যিনি অতিশয় সরল, পরোপকারী, দয়ালু, ক্ষমাবান, অন্যের কোন দোষ গ্রহণ করেন না তাঁহার গুণের প্রতিই দৃষ্টি রাখেন, তিনি ক্রূরস্বভাব ব্যক্তিমাত্রকে প্রায়ই অন্য গুণ

দৃষ্টে সৎ বিবেচনা করিয়া থাকেন, ক্রূরগণ যে কার্য্যপ্রিয় তাহাতেও বিরত হন দৃষ্টে ক্রূরেরা তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে; ক্রূরদিগের নিকট তাঁহার জানত বা অজানত সামান্য কোন বিষয়ে কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইলে অর্থাৎ কোন সময়ে ক্রূরদিগকে স্বজন বিবেচনায় "মহাশয়াদি" বলিয়া সম্বোধন বা তাঁহারদিগকে দৃষ্টে আসন পরিত্যাগপূর্ব্বক দাণ্ডায়মান হওন ব্যতিরেকে অভ্যর্থনা করিলে, অথবা তিনি স্থানান্তরে গিয়াছেন এমত সময়ে ক্রূরেরা তাঁহার আলয়ে গিয়া সাক্ষাৎ লাভে বঞ্চিত হইলে, অথবা তিনি আহার করিতেছেন এমত সময়ে ক্রূরেরা তাঁহার নিকট গিয়া কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা করিলে, ক্রূরগণ আপনাপন জীবদ্দশায় যখন সুযোগ পায় তখনি তাঁহার প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া থাকে, এই সকল হেতু ক্রমে সজ্জনদিগের উচিত যে অন্যেরদিগকে আপনাপন সদৃশ বিবেচনা না করিয়া সদসৎ মধ্যম

ত্রিবিধ লোক হইতেই সর্ব্বদা সতর্ক থাকেন। অতিশয় ন্যায়পরতাও সময় বিশেষে অসৌভাগ্যের কারণ হইয়া থাকে; তদন্যথা,—এমত সময় কখন উপস্থিত হয় যে বিশেষ ক্ষমতাপন্ন কোন লোককে উৎকোচ কি চাটুবাক্য আদির দ্বারা তুষ্ট করিতে পারিলে বিশেষ উপকারের প্রত্যাশা করিতে পারা যায়, তখন যিনি আপনার ন্যায় পথাতিক্রমের ত্রাসে সত্য এবং ধর্ম্ম বিরুদ্ধ উৎকোচ দান বা চাটুবাক্যে ব্যায়াদি করেন না, তিনি ঐ উপকার অপ্রাপ্তিতে দীনভাবেই দিন যাপন করিতে থাকেন, অন্যেরা উৎকোচ ও অনেক প্রকার চাটু বাক্যাদির প্রভাবে সৌভাগ্যের শৃঙ্গারোহণ করেন, এই জন্য শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন "সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতং" মনুষ্যের বা কোন বস্তুর গুণ কার্য্যের দ্বারা আপনা হইতেই ব্যক্ত হয়, অন্যের বাক্যের দ্বারা নহে, অন্যের বাক্যের দ্বারা ঐ গুণ জানিতে গে-

লেই অনেক দোষ ঘটে। যে ব্যবহার ন্যা-য়ানুগত, লোকনিন্দার ভয়ে তাহা ত্যাগ করা অযৌক্তিক। ধৈর্য্যের দ্বারা লোকদি-গের যাবতীয় অন্যায় ব্যবহার এবং বিশুদ্ধ অন্তঃকরণের দ্বারা আপনার সমস্ত দুরবস্থা সহন করা অতি মহাত্মার কর্ম্ম। যদি কেহ কোন প্রকার দুঃখে পতিত হইতে না চাহেন তবে তাঁহার উচিত যে তাঁহার অসৎকর্ম্মের ফল দৃষ্টে অন্যেরা সাবধান হওনের পূর্ব্বে অন্যেরা যে সমস্ত কর্ম্মের ফলস্বরূপ দুঃখ ভোগ করিয়াছেন বা করিতেছেন, সেই সকল কর্ম্মে বিরত হন। ধনবানেরা নির্ধনীদিগের মর্ম্মবেদনা জানেন না এই জন্য তাঁহারদের শোণিত শোষণার্থে নানাপ্রকার জাল বিস্তার করেন। পরোপকারাপেক্ষা সৎকর্ম্ম জগতে আর কিছুই নাই, কিন্তু যাঁহার দ্বারা অল্পা-য়াসেই অন্যের উপকার হইতে পারে তিনিই যেন তাহা করেন, স্বয়ং কোন ক্ষতি কি

দায়গ্রস্ত, অথবা দুষ্কর্ম্মান্বিত হইয়া কোন প্রকার পরোপকার কি অন্য সৎকর্ম্ম করিবার প্রয়োজন নাই। যিনি ক্ষমতাভাবে কোন সৎকর্ম্ম করিতে না পারিবেন তিনি লোকসমাজে এবং জগদীশ্বর সমীপে সদ্রূপে গৃহীত হইবেন, যিনি আপনার বিশেষ ক্ষতি স্বীকার বা দুষ্কর্ম্মে রত হইবেন তিনি অধিক ক্লেশ ভোগ করিবেন, বিজ্ঞেরদের প্রতিষ্ঠাভাজনও হইবেন না এবং জগৎপাতার ভাণ্ডার হইতে তাঁহার কৃত অসৎ কর্ম্মের ফল তাঁহাকে প্রদত্ত হইবেই হইবে, তখন তাঁহার ঐ পরোপকারাদি কোন সৎকর্ম্ম ঐ ফল রহিত করিতে সক্ষম হইবেন না। যিনি আপনার মনের যাবতীয় ক্ষমতা অনুসারে সাধনসম্পন্ন হইবেন, তিনি আপনার হৃদয় ভাণ্ডার হইতেই সমুদায় সুখভোগ করিবেন। যিনি কোন প্রকার মদে মত্ত কি অকৃতাবধান, অথবা উন্মাদ, কি হিতাহিত বিবেচনা

শূন্য, কি রাগী, কি ক্ষুধাতুর, কি লোভী, কি ভীরু, কি ত্বরাযুক্ত অথবা কামাতুর তিনি ধর্ম্মজ্ঞ নহেন। অনেকে নিয়ত দুষ্কর্ম্মে রত থাকিয়া কি সুনিয়ম সকল লঙ্ঘন করিয়া কিঞ্চিৎ ঐশ্বর্য্যের প্রভু হইয়াছেন দৃষ্টে সজ্জনেরা ঐ পথগামী হইবেন না বরং বিবেচনা করিবেন যে ঐ অসদাচারীরা অবশ্যই মানসিক পীড়া ভোগ করিতেছেন, পরেও দৈহিক ক্লেশ ভোগ করিবেন। যৎ সামান্য বক্তিও অক্লেশে মহতের অনিষ্ট করিতে পারে, মহতের সাধ্য নাই যে বিনা ক্লেশে অন্যের কোন উপকার করেন। অসতের শত্রু অনেক। কৃতজ্ঞতাগুণ কুকুরদিগের যাদৃশ আছে, মনুষ্যের তাদৃশ প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। যিনি যাঁহার দ্বারা কোন প্রকার উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহার নিকট যাবজ্জীবন কৃতজ্ঞ থাকিবেন। উপকারের পরে যদি সেই উপকারীর দ্বারা কোন অপকার ঘটে,

তথাপি তাহা পরিহার পূর্ব্বক পূর্ব্বপ্রাপ্ত উপকার স্মরণ ও তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা সতের কর্ম্ম। যিনি কোন বিষয়ের বিনিময়ে অন্যের উপকার করিয়াছেন, তিনি ঐ ব্যক্তির স্থানে যথার্থ কৃতজ্ঞতা প্রাপ্তাধিকারী নহেন। ময়ূরেরা স্বভাবতঃ যে সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছে তদুপলক্ষে কোন গর্ব্ব প্রকাশ না করিয়া আপনাপন পদের কুগঠন দৃষ্টে যেমন ক্লেশানুভব করিয়া থাকে, মনুষ্যকে তদ্রূপ আপন গুণ সর্ব্ব পরিহার পূর্ব্বক দোষ দৃষ্টে কাতর হওয়া উচিত। যখন কোন মনুষ্যের অন্তঃকরণে ধন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি, আভিজাত্য ইত্যাদি কোন বিষয়সম্বন্ধে গর্ব্ব জন্মে, তখনি সেই বিষয়সম্বন্ধে আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অবস্থা স্মরণ করিলে ঐ গর্ব্ব অনেক খর্ব্ব এবং যখন কেহ আপনাকে কোন বিষয়ে অপকৃষ্ট দৃষ্টে ক্ষুণ্ণ হন, তখনি সেই বিষয়সম্বন্ধে আপনাপেক্ষাও

হীনাবস্থাপন্ন ব্যক্তিকে স্মরণ করিলে অনেক গ্লানি নিবারিত হইতে পারে। উপভোগ এবং প্রকৃত পাত্রে দান রহিত ধন ক্লীবের স্বরূপা যুবতী ভার্য্যার তুল্য। কোন কালে দুষ্ট লোকদিগের এরূপ স্বভাব ছিল যে তাহারদের দ্বারা অপকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা পরে তাহারদের উপকার করিলে লজ্জিত হইত, ইহা দৃষ্টে বিজ্ঞেরা কহিয়াছেন অপকারীর উপকার করা উচিত, কিন্তু এক্ষণে ঐ প্রকার উপকাররত হইতে গেলে আপনার অনিষ্ট করা হয় এবং লোকেও তাঁহাকে অতি নির্ব্বোধ বলিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত অপকারীর উপকার সুযৌক্তিক নহে। কুসংসর্গ এত দূর ত্যাগাবশ্যক যে যদি কোন অসজ্জন প্রত্যুপকারের আশারাহিত্যে অন্যের কোন উপকার করিতে যান তথাপি সেই উপকার কেহ গ্রহণ করিবেন না তৎকারণ এই যে নষ্ট লোকে অন্যের যৎসামান্য উপকার করার পর যদি তদপেক্ষা

কোটি গুণ অধিক প্রত্যুপকার প্রাপ্ত হন, তথাপি আপনার কৃত উপকারকেই চিরকালের জন্য ধ্বজায় সংস্থাপনপূর্ব্বক লোকসমাজে ঘোষণা করিতে থাকেন, কথিত উপকারের পর সেই ব্যক্তির নানা অপকার করিয়াও আপনার কৃত উপকারটীকে ব্যক্ত এবং অপকার গুলিনকে অস্বীকার করিয়া থাকেন। বহু পরিবার একত্রে থাকা দারিদ্র্যদশার এবং অন্যান্য অসুখের একটী প্রধান কারণ। স্বাস্থ্যের সহিত ধন, পদ এবং যশের তুলনা করিতে গেলে স্বাস্থ্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়, কিন্তু ভ্রমাধীনে অনেকে ধনাদির জন্য স্বাস্থ্য বিনাশ করেন এবং বিনাশের পুর্ব্বে তদ্গুণ কিছুই জানিতে পারেন না। যে সাহস কোন বিপদ সম্মুখীন, যে ক্ষমতা কোন ক্লেশোত্তীণ, যে সততাকে কুপথে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ যত্ন না হইয়াছে তৎসমুদায় কি রূপ কার্য্যকারক কিছুই বলিতে পারা যায় না। অনিয়মিত

পানাহার, ইন্দ্রিয়সুখে নিমজ্জন, আলস্য, প্রায় সমস্ত ক্লেশ ও পীড়ার কারণ। অনেকেই বাক্যে সৎপরিচয় দেন, কার্য্যে সৎ অল্প লোককে পাওয়া যায়। অসদ্ব্যবহার সকল মনুষ্যকে এরূপ গোপনে আক্রমণ করে যে তৎকালে আক্রান্ত ব্যক্তি কিছুই জানিতে পারেন না, যখন ঐ সকল কুব্যবহার বদ্ধমূল হয়, তখন জানিয়াও কেহ ত্যাগ করিতে পারেন না, অন্য যে কেহ ঐ অসদ্ব্যবহারের কোন চিহ্ন দৃষ্টে তদুল্লেখ করত ত্যাগোপদেশ দেন তিনি পরম বন্ধু। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য এই ছয়টী বৃত্তিকে অনেকেই রিপু বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন, বস্তুতঃ উহারদিগকে যে মনুষ্য আপন বশে রাখিতে না পারেন তাঁহার পক্ষে উহারা অতিশয় অনিষ্ট ফল দেয় সন্দেহ নাই, কিন্তু যখন উহারা জগদীশ্বর-কর্ত্তৃক সৃজিত হইয়াছে, কোন মনুষ্যের স্বীয় ক্ষমতায় উৎপন্ন হয় নাই তখন উহারদিগের

দ্বারা লোকের কোন ইষ্ট ফল লাভ হইতেছে না, কেবল লোকের অহিতের জন্য জগদীশ্বর উহারদিগকে সৃজন করিয়াছেন এমত নহে, লোকের বিশেষ হিতের জন্যই উহারদের সৃষ্টি হইয়াছে বলিতে হইবে, বিশ্ববিরচকের সেই অভিপ্রায়টীর নিগূঢ় তাৎপর্য্যাবধারণাক্ষমদি-গের বিবেচনার দোষে যৎকালে তাঁহারা রিপুবৎ প্রতীত হয় এবং লোক তত্তৎকার্য্য হইতে এক-কালে নিবৃত্ত হইতে যান, তৎকালে ঐ সকল লোকেরা বিধিকৃত সমস্ত সুখেই বঞ্চিত হন। কাম শব্দে মন্মথ যদি মনুষ্য শরীরে না থা-কিত তবে বিধিবদাচারক্রমে স্ত্রীসম্ভোগ এবং অপত্যোৎপাদন কি রূপে হইত, স্ত্রীগণের সৃষ্টি বা কি জন্য হইয়াছিল? অথবা কাম শব্দে কামনা যদি মানবদেহে না থাকিত তবে মনুষ্যকর্ত্তৃক কোন সৎসঙ্কল্পাই হইত না, সৎক-র্ম্মেও কেহ রত হইতেন না; ক্রোধ না থাকিলে দুষ্টের দমনে, বালক বালিকাপ্রভৃতির শাসনে,

নিন্দনীয় কর্ম্ম সকল পরিত্যাগে কে সক্ষম হইতেন? প্রাপ্তীচ্ছা ভিন্ন এই জগতের যাবতীয় ভোগ্যবিষয় ন্যায়মত ভোগে কে রত হইতেন? সেই সমস্ত বিষয়ই বা কেন উৎপন্ন হইয়াছিল? মোহাভাবে শিশুসন্তানদিগের লালন পালন কি রূপে হইত, তাহা না হইলে মনুষ্য কি রূপে জ্ঞানী হইতেন, এবং মোহকেই বা রিপু বলিয়া কে ঘৃণা করিতেন? মনুষ্যশরীর মদশূন্য হইলে, আমি মনুষ্য আমার এই এই ক্ষমতা আছে এতদ্রূপ জ্ঞানাভাবে সকলকেই মৃৎপিণ্ডের ন্যায় অকর্ম্মণ্য হইতে হইত, উৎসাহ সহকারে কেহই কোন সৎকর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারিতেন না; মাৎসর্য্যাভাবে তস্করাদি দুষ্টদিগের প্রতি কাহারও বিদ্বেষভাবের উদয় হইত না, উহারদের দমনের চেষ্টাও কেহ করিতেন না, তস্করাদি এবং সাধুদিগকে সকলেই সমান দেখিতেন এবং তাহা হইলে রাজনিয়মাদির অভাবে জগতের অনি-

ষ্টের সীমা থাকিত না। যাঁহারা নিয়ত ঐ সকল বৃত্তির বশতাপন্ন হইয়া চলেন তাঁহারা কি ইহা জানেন না যে কামবৃত্তিকে অধিক পরিমাণে অবৈধমত চালনার দ্বারা শরীর, ধন, মান, বংশ, যশ এককালে ক্ষয়, অনেকের সহিত শত্রুতা এবং তজ্জন্য অনেক অনিষ্ট ফল লাভ হয়, সেই শরীরের দ্বারা অন্য কোন সুখেরই ভোগ হয় না, অধিক ক্রোধ অন্যের কোন অনিষ্ট করিতে পারুক বা না পারুক, ক্রোধীর শরীরকেই অগ্রে আক্রমণপূর্ব্বক সদ্বৃত্তি সকলকে উদয় হইতে দেয় না, এবং অন্যের অনিষ্ট হইবামাত্র তাহার কোপানলে পতিত হইতে হয়; লোভাতিশয্যে পাপ পুণ্য বিবেচনাশূন্য হইতে হয়, পরস্বাপহরণাদি নানা দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে; মোহাধিক্যে জগদীশ্বর ভিন্ন সমস্তই মিথ্যা এই রূপ জ্ঞান কখনই জন্মে না এবং সেই জ্ঞানাভাবে বহুতর বিড়ম্বনা নিয়তই ভোগ

করিতে হয়; মদ বাহুল্যে সমস্ত অনর্থের মূল সংস্থাপিত হইয়া থাকে এবং সকলের নিন্দাভাজন ও অপ্রিয় হইতে হয়; মাৎ-সর্য্যাতিশয্যে নির্দ্দোষিদিগের সহিতও শা-ত্রবাচরণ করিতে এবং পরের কোন সুখ দৃষ্টেই বিদ্বেষাগ্নিতে ভস্মীভূত হইতে হয়, অতএব ঐ ছয়টী বৃত্তিকে নিয়ত ন্যায় পথে সমভাবে পরিচালনাই শ্রেয়স্কর, ত-দভাবে বিড়ম্বনা ভোগ মাত্র হয়। যিনি যে কারণে রুষ্ট বা তুষ্ট হইয়া থাকেন তাঁহা-কেও সর্ব্বদা বিবেচনা আবশ্যক যে অন্যেরা ঐ কারণেই রোষপরবশ হইবেন বা সন্তোষ লাভ করিবেন। আপনার হিতাহিত আ-পন কার্য্যের দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে অন্যের দ্বারা নহে এই জন্য সকলে আপনা-পন হিত সাধন এবং অনিষ্ট নিবারণ জন্য আপনারাই চেষ্টা করিবেন ইতি।

উপসংহার।

পূর্ব্বোক্ত উপদেশ সমস্ত প্রদানের পর সেই নিরুপমা আমাকে বিদায় প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন যদি কেহ দেশের কুপ্রথা সকল সং-শোধন পুরঃসর উন্নতি সাধিতে চাহেন, তবে যে সমস্ত হিতবাক্য কহিলাম তদনুগামী হ-ইবেন, নতুবা যে রূপ চলিতেছে তদ্রূপ চ-লুক, ঘুণকৃত জীর্ণবংশে ফরাসিস্ দেশজাত বার্ণিশ লেপন করত দেশের কুসংস্কার সংশো-ধনের নামটীও কেহ উচ্চারণ করিবেন না। আমি স্বপ্নাবস্থায় পুনরায় নিবেদন করিলাম হে মাতঃ! আমার কএকটী সংশয় আছে, তদুচ্ছেদজন্য আমি মনে মনে অনেক চিন্তা

করিয়াছি এবং বারম্বার অনেক পণ্ডিত স-মীপেও প্রশ্ন করিয়াছি, এপর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই, অধুনা যদি আপনি সদয় হৃদয়ে আমার ঐ সকল সংশয় বিনাশ করেন, তাহা হইলে আমি চরিতার্থ হই। এতচ্ছ্রবণে ঐ ললনা আজ্ঞা করিলেন তোমার কি কি সন্দেহ আছে কথিত হইলে তদুত্তর দিতে পারি।

আমি প্রশ্ন করিলাম প্রথমতঃ জগদীশ্বর যে জাতি জীবদিগকে যে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইন্দ্রিয়বর্গ এবং তাঁহারদের ভোগ্যবিষয় সকল প্রদান করিয়াছেন, তত্তাবতই সকল দেশে স-মান দেখিতে পাওয়া যায়। কোন দেশে মনুষ্যের হস্ত হয় না, গবী দুই পদে চলে, শূন্যে বৃক্ষ রোপিত হয়, কোন দেশের মনুষ্য কর্ণের দ্বারা রসাস্বাদন, পদ দ্বারা গন্ধ গ্রহণ, রসনায় গমন করিতেছে অথবা ভারতবর্ষে যে সমস্ত প্রাণী জরায়ুজ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে

তাহারাই পৃথিবীর অন্য ভাগে অণ্ড মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিতেছে; কোন দেশে মনুষ্যাদি জীবদিগের অগ্নির উত্তাপে পিপাসা নিবারিত হইতেছে, অন্য দেশে সেই জাতি জীব সকল তৃষ্ণা নিবারণার্থে কোন প্রকার শব্দ শ্রবণ করিতেছে, কোন দেশের লোক নাসিকার দ্বারা দর্শন করিতেছে এরূপ দৃষ্ট বা শ্রুত হয় না। অপত্যোত্তপত্তির নিয়মও দেশভেদে বিভিন্ন নাই। ধর্ম্ম এবং জগদীশ্বরের উপাসনাবিষয়ক লিখিত শাস্ত্র সকল নানা দেশে নানা প্রকার চলিতেছে অথচ প্রত্যেক শাস্ত্রেই বর্ণিত আছে যে ঐ শাস্ত্র জগদীশ্বরকর্ত্তৃক কথিত অথবা তদনুজ্ঞাক্রমে লিখিত হইয়াছে; হিন্দু জাতির ঋক, সাম, যজু, অথর্ব্ব চারি বেদেই কথিত আছে যে ঐ বেদ চতুষ্টয় ঈশ্বরের নিশ্বসিত। আমার সংশয় এই যে প্রাণিবর্গের ইন্দ্রিয় সকল এবং সেই সকল ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয় সমস্ত যদ্রূপ দেশভেদে ভিন্ন

হয় নাই, তদ্রূপ ধর্ম্ম এবং ঈশ্বরোপসনাসম্বন্ধীয় লিখিত শাস্ত্র এক মত না হইয়া দেশভেদে ভিন্ন২ এবং এক জাতি মধ্যে নানা মত, এক শাস্ত্রে শাস্ত্রান্তরের নিন্দা, সেই শাস্ত্রেরই প্রশংসা কথিত হইয়াছে কেন? যদি ঐ সমস্ত শাস্ত্র জগদীশ্বরকর্ত্তৃক কথিত কি তদাজ্ঞাক্রমে লিখিত অথবা কোন শাস্ত্রে তাঁহার নিশ্বসিত এমত হয় তবে প্রাণিবর্গের ইন্দ্রিয়গণ এবং তাঁহারদের ভোগ্যবিষয় সকল অন্য কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে বলা উচিত, কারণ তৎসমুদায় যদি জগদীশ্বরকর্ত্তৃক সৃজিত হইত তবে অবশ্যই শাস্ত্র সকলের ন্যায় দেশভেদে কোন বিভিন্নতা দৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল। যদি প্রাণিগণের ইন্দ্রিয়বর্গ এবং তাঁহারদের ভোগ্যবিষয় সমস্ত জগদীরকর্ত্তৃক সৃজিত হইয়াছে সত্য বলিতে যাই তবে অঙ্গীকার করিতে হয় যে শাস্ত্র সকল মনুষ্যগণের দ্বারা রচিত এবং চলিত হইয়াছে, জগদীশ্বরকর্ত্তৃক কথিত, তদাজ্ঞাক্রমে লিখিত

বা তাঁহার নিশ্বসিত হইলে সকল দেশেই এক প্রকার শাস্ত্র চলিত হইত। কোন্ এক শাস্ত্র ঈশ্বর কর্ত্তৃক কথিত বা তদাজ্ঞাক্রমে লিখিত কি তাঁহার নিশ্বসিত এবং তদ্দৃষ্টে অন্য শাস্ত্র সমস্ত মনুষ্যেরা আপনাপন বুদ্ধ্যনুসারে লিপিবদ্ধ করত চলন করিয়াছে, ঈশ্বর প্রণীত শাস্ত্র সর্ব্ব দেশে চালাইবার জন্য বিশেষ যত্ন না হওয়ায় কোন দেশে সেই শাস্ত্র চলে নাই, তচ্চলনার্থে যেমন যত্নাধিক্য হইবে তেমনি চলিবে, এমত বলাও যুক্তিযুক্ত হয় না, কেননা ইহা সকলেই দেখিতেছেন যে ঈশ্বরকৃত নিয়ম সকলের মধ্যে একটীও মনুষ্যের কোন প্রকার যত্নে বা অমনোযোগে অন্যথা হওনের নহে, বিনাযত্নেই ঐ সমস্ত নিয়ম অপরিবর্ত্তনীয় রহিয়াছে; যথা,—ভূচর প্রাণীরা নিয়ত জল মধ্যে বাস করিতে বা শূন্যে বিচরণ করিতে পারে না, সদ্যজাত বালকের মুখে পানীয় দ্রব্য প্র-

দান মাত্র সে আপনা হইতেই উদরস্থ ক-
রিয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা ঐ বালকের ক্ষু-
ধারো শান্তি হয়, ঐ দ্রব্য গলাধঃকরণের
প্রবৃত্তির জন্য কোন লিখিত শাস্ত্রোপদেশের
বা অন্যের কোন প্রকার যত্নের প্রয়োজন
হয় না। যদি অনুমান করি যে ঐ বাল-
কের পূর্ব্বজন্মের সংস্কারাধীন সে আপন
মুখে দুগ্ধাদি প্রাপ্ত মাত্র উদরস্থ করিতে
পারে এবং তদ্দ্বারা ঐ বালকের ক্ষুধার
শান্তি হয়, ইহাও অযৌক্তিক হইয়া উঠে,
কেননা যে জাতির যে শাস্ত্রে জীবের নানা
জন্ম কথিত আছে; সেই শাস্ত্রের দ্বারাই
উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়, যে জীব যে
দেহ ধারণ করে মরণান্তর বারম্বার সেই দে-
হই প্রাপ্ত হয় না, প্রত্যেক জীবকে অশীতি
লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে হয়, এমতাবস্থায়
যে জীব কোন বৃক্ষদেহ পরিত্যাগের পরেই
পক্ষী বা মনুষ্য অথবা জরায়ুজ কি অণ্ডজ

অন্য কোন দেহ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার রসনার দ্বারা খাদ্য বা পানীয় দ্রব্য উদরস্থ করণের এবং ঐ দ্রব্য পাকস্থলীতে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র ক্ষুধা শান্তির পূর্ব্বে সংস্কার কিছুই ছিল না, শিকড় দ্বারা মৃত্তিকার রস শোষণের এবং সেই রসে পুষ্ট হওনের সংস্কার মাত্র ছিল। ঐ বৃক্ষ জন্মের পূর্ব্বে কোন সময়ে তাহার যে দেহ ছিল সেই দেহের সংস্কার জন্য সে খাদ্য বা পানীয় দ্রব্য উদরস্থ করে এবং তজ্জন্য তাহার ক্ষুধার শান্তি হয়, ইহাও বলিতে পারি না, তৎকারণ এই যে যদি ঐ মত ঘটনা হইত, তবে জীব পূর্ব্বে যত দেহ ধারণ করিয়াছে তৎ দেহের সংস্কার তাহার থাকিত, তাহাও থাকে না; যথা,—মনুষ্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রবেশমাত্র অত্যল্পক্ষণ মধ্যেই ভস্মীভূত হইয়া যায়, তখন পূর্ব্বের অগ্নি কীটদেহের সংস্কারজনিত কর্ম্ম কিছুই করিতে পারে না; কতক গুলিন

মৎস্য এমত আছে যে তাহারদিগকে জল হইতে উত্তোলন পুর্ব্বক অনার্দ্র ভূমিতে রাখিলেই উহারা প্রাণ ত্যাগ করে, পূর্ব্বের ভূচর কোন দেহের সংস্কারজনিত কার্য্য করিতে পারে না। যদি বলি পুর্ব্বে জীব যে শরীর ধারণ করিয়াছিল, পরে যখন সেই শরীর পুনরায় গ্রহণ করে, তখনি পুর্ব্বের ঐ শরীরের সমস্ত সংস্কার প্রাপ্ত হয়, অন্য কোন দেহের সংস্কার ঐ দেহে থাকে না, অর্থাৎ যখন যে দেহ ধারণ করে তখন পুর্ব্বের সেই দেহের কর্ম্ম সকল বিনা উপদেশে নির্ব্বাহ করিতে পারে, তবে উন্মাদের ন্যায় বিবেচনা হয়, কেননা ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাব্য নহে যে এক জীব যে দেহ যখন ধারণ করিয়াছে তৎপুর্ব্বেই তাহার যে দেহ ছিল সেই দেহের সংস্কার তাহাতে কিছুই থাকিবে না, শত কি সহস্র অথবা ততোধিক জন্মের পুর্ব্বে তাহার যে দেহ ছিল সেই

দেহের সংস্কার প্রাপ্ত হইবে। তাহাও-বা যেমত হউক, হিন্দু জাতির শাস্ত্রে কথিত আছে জীব নানা যোনি ভ্রমণের পর মনুষ্য জন্মপ্রাপ্ত পূর্ব্বক কেহ কেহ মুক্তির ইচ্ছা এবং তদুপযুক্ত কর্ম্ম সকল নির্ব্বাহ করেন, যাঁহারদের সেই সমস্ত কর্ম্ম যথাবৎ সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ যাঁহারা বেদবিহিত কর্ম্মাচরণের পর পূর্ণজ্ঞান লাভ করেন তাঁহারা মুক্ত হন, যে দেহে জ্ঞানলাভ করিয়া থাকেন সেই দেহ পতনের পর অন্য দেহ আর প্রাপ্ত হন না। যদি ইহাই সত্য হয় তবে যিনি যে দেহে পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন সেই জ্ঞানসম্পন্ন অন্য কোন দেহই পূর্ব্বে প্রাপ্ত হন নাই বলিতে হইবে, যদি পূর্ব্বে ঐ প্রকার দেহ প্রাপ্ত হইতেন তবে তাঁহার যে দেহে পূর্ণ জ্ঞান জন্মিয়াছিল সেই দেহ ভঙ্গের পরেই মুক্ত হইতেন, তাহাই বা না হইলেন কেন? যদি নাই হইলেন, তবে যে

দেহ ভঙ্গের পর মুক্ত হইলেন, সেই দেহের পূর্ব্বের কোন দেহের সংস্কার জন্য চরম দেহে তিনি পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? কতক গুলিন কর্ম্ম এরূপ আছে যে তত্তাবৎ অনুষ্ঠানের দ্বারা পূর্ব্বসংস্কার ভিন্ন জ্ঞান জন্মে এমত ব-লিতে গেলে কোন কর্ম্মেই প্রবৃত্তির জন্য পূর্ব্ব সংস্কার মানিবার প্রয়োজন হয় না, যে কোন দেহেই হউক যে কর্ম্ম অভ্যাস করে তাহাতেই সক্ষম হওয়া সম্ভব, অথবা যে বীজে যে প্রাণী উদ্ভব হয় সেই বীজের কার্য্য আপনা হইতেই উপস্থিত হইয়া থাকে; যদ্রূপ অশ্বত্থবীজে যে বৃক্ষ জন্মে সে কোন প্রকার উপদেশ প্রাপ্তি কি পুর্ব্বের সংস্কার ব্যতিরেকেই শাখাপল্লব ফলাদি ধারণ করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ হিন্দুজাতির শাস্ত্রে কথিত আছে প্রত্যেক জী-বকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কৃতকর্ম্ম সকলের ফল পর পর জন্মে ভোগ করিতে হয়, ঐ কর্ম্মকে শাস্ত্রে প্রারব্ধ কর্ম্ম বলিয়া থাকে, তদনুসারে

জীবের শুভাশুভ সমস্ত ঘটনাই সঙ্ঘটিত হ-ইতেছে, সদসৎ কর্ম্মে সকলেও প্রবৃত্তি জন্মি-তেছে, ঐ প্রাবব্ধ কর্ম্মই পুরুষার্থের প্রতি কা-রণ। জিজ্ঞাস্য এই যে ঐ প্রারব্ধকর্ম্ম যখন জীবকর্ত্তৃক প্রথমানুষ্ঠিত হইয়াছিল তখন তা-হার বুদ্ধি কি আপনা হইতেই ঐ কর্ম্মে রত হইয়াছিল, কি অন্যকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল? বুদ্ধি আপনা হইতে ঐ কর্ম্মে রত হইয়াছিল এমত বলা সঙ্গত হয় না, কেননা শাস্ত্রে ক-থিত আছে বুদ্ধি জড়পদার্থ, সুতরাং জড়ের কোন ক্ষমতা নাই। যদি বলি সমস্ত কর্ম্মের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতাবধারণে বুদ্ধিই সক্ষম, তবে তৎ-কর্ত্তৃক অসৎ কর্ম্মের কর্ত্তব্যতাবধারণের সম্ভা-বনাই ছিল না, কেননা কেহ আপনি সক্ষম হইয়া আপনার অনিষ্টফলদায়ক কর্ম্মের কর্ত্ত-ব্যতাবধারণ করিয়া থাকে না। যদি ঐ বুদ্ধি পরমাত্মার দ্বারা সচেতন হওত কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইয়াছিল বলি, তবে সে কর্ম্মের ফল পরমাত্মা-

কেই ভোগ করা উচিত হয় এবং নানা বুদ্ধিকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কর্ম্মে নিয়োগ করা হেতু পরমাত্মার বৈষম্যদোষ জন্মে, অথচ বেদান্তাদি নানা শাস্ত্রে কথিত আছে পরমাত্মা কোন কর্ম্মের ফলভোক্তা নহেন এবং তাঁহাতে বৈষম্যাদি কোন দোষ নাই। যদি বলি জীবের পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মানুসারে তাহার বুদ্ধি ঐ কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইয়াছিল, তবে সন্দেহ উপস্থিত হয় যে পূর্ব্বজন্মকৃত সেই কর্ম্ম কোন সময়ে কাহার নিয়মানুসারে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল? যদি অনুমান করিতে যাই যে জীব এবং তৎকর্ম্ম অনাদি, তবে যে গোল সেই গোলই থাকে, মীমাংসা কিছুই হয় না, বরং আরও এই এক বৃহৎ সংশয় উপস্থিত হয় যে সমস্ত জীব এবং তাহারদের কর্ম্ম সমগ্র ঈশ্বরের ন্যায় অনাদি, না কোন সময়ে জীবেরই সৃষ্টি, না কোন সময়ে তৎকর্ত্তৃক কর্ম্মই অনুষ্ঠিত হইয়াছে, অথচ শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ এবং অন্যান্য জাতির নানা

শাস্ত্রে কথিত আছে যে জগদীশ্বর সমস্ত জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা এবং সমাধিভঙ্গের পর জীবের পূর্ব্বাবস্থা যদ্রূপ আপনা হইতেই স্মরণ হয়, শাস্ত্রোপদেশের সাহায্য নিষ্প্রয়োজন, তদ্রূপ মৃত্যুর পরে পূর্ব্ববৃত্তান্ত সকল সামান্যতঃ স্মরণ না হওনের কারণ কি ?

প্রশ্নত্রয়োত্তর।—আমার আপন বুদ্ধ্যনুসারে কোন কথা ব্যক্ত করণের প্রয়োজনাভাব, হিন্দুজাতির শাস্ত্র সকলের মধ্যে পঞ্চদশী গ্রন্থোক্ত একটী মাত্র বচনোল্লেখ করিতেছি ;

> যথা।—ঈক্ষণাদিপ্রবেশান্তা সৃষ্টি-
> রীশেন কল্পিতা। জাগ্রদাদিবি-
> মোক্ষান্তঃ সংসারো জীবকল্পিতঃ ।।

অর্থাৎ সৃষ্টিবিষয়ক সঙ্কল্প অবধি সর্ব্ব বস্তুতে অনুপ্রবেশপর্য্যন্ত সমুদায় ব্যাপার ঈশ্ব-

রের কার্য্য এবং জাগ্রদবস্থাপ্রভৃতি মুক্তিপর্য্যন্ত সমুদায় ব্যাপার জীবকর্ত্তৃক কল্পিত হইয়াছে।

পুনঃ প্রশ্ন।—যদি ঐ রূপ, তবে উক্ত বচনের প্রতি সকলের গোড়াগুড়ি বিশ্বাস না জন্মে কেন?

উত্তর।—বাক্যের এবং কার্য্যের এমত অসাধারণ মোহনীয় শক্তি আছে যে মনুষ্য বাল্যাবধি যে সমস্ত বাক্য শ্রবণ এবং যে সকল কার্য্য দর্শন করে তৎসমুদায়ে উহার দৃঢ় সংস্কার জন্মে, বরং পশু পক্ষিরাও মনুষ্যের বাক্য শ্রবণ এবং কর্ম্ম দর্শন করত সেই মত কতক আচারবান্ হইয়া থাকে, এই জন্য অনেক প্রকার লৌকিক এবং বৈদিক বাক্য এবং কার্য্য রচিত হইয়াছে। ঐ সমস্ত বাক্য শ্রবণ এবং কার্য্য দর্শন করত মানবগণের হৃদয়ে মোহরূপ এক একটী বন জন্মিয়াছে, যখন যাঁহার বুদ্ধি ঐ বন হইতে উত্তীর্ণা হইবে তখন তিনি যে কথা শুনিয়াছেন এবং যাহা শুনিবেন তদ্ভ-

ভয়েই অতিশয় বিরক্ত হইবেন, এতদভিপ্রায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৫২ শ্লোকে আপনার পরম ভক্ত অর্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন "যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি। তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ"।। এই সমস্ত কথা শ্রবণের পরেই আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইলে জাগ্রদবস্থায় দেখিলাম আমি আপন গৃহে শয়িত আছি তথায় প্রথমোক্ত মহাপুরুষ বা বিদ্যারূপিণী মায়া কেহই আর দৃষ্টিগোচর হইতেছেন না, তখন বিবেচনা করিলাম নিয়ত দুর্ভাবনার দ্বারা আমার শরীরস্থ বায়ু প্রবল হইয়াছে, তজ্জন্যই এ রূপ স্বপ্ন দৃষ্ট হইল সন্দেহ নাই, ইহা লিপিবদ্ধ করত জনসমাজে হাস্যাস্পদ হওনের প্রয়োজন নাই, আবার ভাবিলাম কোন কোন স্বপ্ন সত্যও হইয়া থাকে, আমি এই স্বপ্নবৃত্তান্ত লিখিয়া রাখি না কেন ইহাতে হানি কি আছে? যদি কখন ইহার

দ্বারা কোন মনুষ্যের কিছু উপকার দর্শে উ-
ত্তম, যদি কোন উপকার না দর্শে তাহাতেও
ক্ষতি নাই।

সমাপ্ত।